জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৯ # সংখ্যা ২ # ১ আগস্ট ২০২৫ # ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২

বাংলাদেশের কাছে ধরাশায়ী পাকিস্তান

অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের শিরোপা বাংলাদেশেরই

একান্ত ব্যক্তিগত

একনজরে সাবিনা

নাম	:	মোসা. সাবিনা খাতুন
পিতা	:	মো. আ. রহমান
মাতা	:	মৃত আঞ্জুয়ারা বেগম
জন্ম তারিখ	:	২০ নভেম্বর ১৯৯৫
জন্মস্থান	:	দিনাজপুর
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি
ওজন	:	৬৮ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	মাস্টার্স
ভাই/বোন	:	তিন ভাই তিন বোন
পরিচিতি	:	ভলিবল খেলোয়াড়
বর্তমান দল	:	জাতীয় নারী ভলিবল ও পুলিশ দল
জার্সি নম্বর	:	৭
মাঠে পজিশন	:	আউট সাইট অ্যাটাকার
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০ রানার্সআপ ও জাতীয় নারী ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন।
জাতীয় দলে	:	২০১৮ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	এসএ গেমস ২০১৯, ৫ম এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন উইমেন্স ২০১৯, ৪র্থ এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন উইমেন্স ২০২২, আন্তর্জাতিক বীচ ভলিবল ২০২২ ও ২০২৩, কাভা ভলিবল চ্যালেঞ্জ কাপ (উইমেন্স)-২০২৩ এ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন।
স্মরণীয় খেলা	:	৫ম এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন
প্রিয় খাবার	:	মিষ্টি ও পিৎজা
প্রিয় রং	:	কালো
অবসর কাটে	:	গেইম খেলে
পছন্দ	:	ভ্রমণ ও মুভি দেখা
অপছন্দ	:	মিথ্যা বলা
প্রিয় খেলোয়াড়	:	মালিসা ভারগাস (টার্কিশ ভলিবল খেলোয়াড়)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ক্যারমবোর্ড
প্রিয় ফুটবলার	:	লিওনেল মেসি
প্রিয় ক্রিকেটার	:	মাশরাফি বিন মর্তুজা
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	গোলাম রসুল মেহেদী, মাসুদুল হক (টিটু), মাসুদুল হক (জিল্লু), ফিরোজ আলম, মফিজুল ইসলাম।
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	কায়সার (সেনাবাহিনী)
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	বাংলাদেশ নারী ভলিবল দলকে আরও ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ও দেশের সুনাম বৃদ্ধি করা।
স্বাক্ষর	:	সাবিনা

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন উপলক্ষে প্রতীকী ম্যারাথন

ভুটান লিগে সাবিনা-ঋতুপর্ণা-সুমাইয়াদের দাপট

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করে আবারও ভুটানের লিগে খেলছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। বাংলাদেশ প্রথমবার এশিয়া কাপে তুলে দেশের বাইরেও সমান দাপট দেখাচ্ছেন। গোলবন্যায় ভাসাচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। ঋতুপর্ণার পাশাপাশি সাবিনা খাতুন, মাতসুশিমা সুমাইয়া ও মণিকা চাকমারা প্রতিপক্ষকে গোলের মালা পরিয়ে যাচ্ছেন। এ চার বাংলাদেশি ফুটবলার খেলছেন দেশটির পারো এফসির হয়ে। তাদের গোলবন্যায় দলটি জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। সবশেষ ম্যাচে গত ১৭ জুলাই ঋতুপর্ণা-সাবিনার ডাবল হ্যাটট্রিকে তাঁরা ২২-০ গোলে ফুটসিলিং এফসিকে হারিয়েছে। এবার এক ম্যাচেই ১৯ গোল করে বাংলাদেশি চার ফুটবলার রীতিমতো উড়ছেন। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক সাবিনা খাতুন বর্তমানে দলের বাইরে থাকলেও ফর্মের তুঙ্গে রয়েছেন। ৭ গোল করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন। এ ছাড়া ঋতুপর্ণার ৬টি, সুমাইয়ার ৪টি ও মণিকার পা থেকে এসেছে দুটি গোল। পারো এফসির হয়ে গত ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন বাংলাদেশের সুমাইয়া।

সাবিনা খাতুনের অনুভূতিতেও বিষয়টি পরিষ্কার, 'ভুটানে আসার পর থেকে লক্ষ্য ছিল গোল করার, নিজে গোল পাচ্ছি দল জিতছে, সে কারণে ভালো লাগছে। সামনের ম্যাচগুলোয় এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।' ভুটানের চলতি লিগে সাবিনার গোল সংখ্যা বিশেরও বেশি। ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে পারো এফসি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে চলেছে। তবে বিদ্রোহের কারণে হেড কোচ পিটার বাটলার জাতীয় দলে নিচ্ছেন না সাবিনাসহ আরও চারজনকে। এর আগে পারো এফসি ১২-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে গেলেফু গার্লস একাডেমি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল ক্লাবকে। ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয় করেন মাতসুশিমা সুমাইয়া। উচ্ছ্বসিত সুমাইয়া বলেন, 'ভুটানে নিজেকে উজাড় করে দেবার লক্ষ্য ছিল। সেটা কতটা পূরণ করতে পেরেছি তার ভার দর্শকদের। আমার এই পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব সব সতীর্থদের। দলের জয়ে অবদান রাখতে পারাটা আমার জন্য তৃপ্তির।' এর আগে এক ম্যাচে ২৮ গোল করারও রেকর্ড গড়েছিল পারো এফসি। সেখানে সাবিনা খাতুনের ট্রিপল হ্যাটট্রিক, মনিকা চাকমার ডবল এবং মাতসুশিমা সুমাইয়া ও ঋতুপর্ণা চাকমা হ্যাটট্রিক করেছেন। প্রতিপক্ষকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলায় মেতে ওঠে মুড়ি-মুড়কির মতো গোল করেছেন বাংলাদেশের ফুটবলকন্যারা।

তবে ১৮ জন বিদ্রোহ করলেও কোচ পিটার বাটলারের নজরে পড়েছেন ১৩ জন। বাকি

৫ জনের ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা আক্তার, মাতসুসিমা সুমাইয়া ও মাসুরার পারভীনকে এখনো দলে ডাকেননি কোচ। তাই তাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে, সেটা এখন অনিশ্চিত। তবে ভুটানে নিজেদের সেরাটা খেলে কোচের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। এখানে কতটা সফলতা পাবেন, সেটাই দেখার বিষয়।

অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের শিরোপা বাংলাদেশেরই

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

জয় ছিল শেষ ম্যাচে না বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয় নেপাল। যেমনটা তারা ২০২২ সালে করেছিল। তবে এবার আর তা হয়নি। ২১ জুলাই কিংস এরিনায় অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৪-০ গোলে ধরাশায়ী নেপাল। টানা ৬ ম্যাচের সবকটিতে জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পিটার বাটলার বাহিনী। আর ১২ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ নেপাল। ৬ পয়েন্টে তৃতীয় স্থান পায় ভুটান। কোনো পয়েন্ট না পাওয়া শ্রীলংকার অবস্থান চার দলের মধ্যে চতুর্থ। ১১- ২১ জুলাই কিংস এরিনা এবং বসুন্ধরা কিংসের প্র্যাকটিস মাঠে অনুষ্ঠিত এই আসরের সেরা ফুটবলার হয়েছেন বাংলাদেশের মোসাম্মৎ সাগরিকা। ১০ গোল দিয়ে সর্বাধিক গোলদাতা নেপালের পূর্নিমা রাই। অন্যদিকে সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন স্বাগতিক দলের মিলি আক্তার।

ডাবল লিগ পদ্ধতির টুর্নামেন্ট

বয়স ভিত্তিক সাফ কিংবা সিনিয়র সাফ। দল ৬টির কম হলেই লিগ ভিত্তিক আসর। ৫টি হলে সিঙ্গেল লিগ। আর ৪টি হলে ডাবল লিগ। ২০২১ সালে মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত সিনিয়র পুরুষ সাফ এই সিঙ্গেল লিগে হয়েছিল। এরপর পয়েন্ট তালিকার সেরা দুই দল ফাইনালে খেলে। নারী বয়সভিত্তিক সাফও একাধিক বার এই লিগ ফরমেটে হয়েছে। এবারও অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফ হলো লিগভিত্তিক। তবে তা সিঙ্গেল লিগের নয়। ডাবল লিগের। এরপর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল শিরোপা জয় করে।

হ্যাটট্রিক আর বড় জয়ে শুরু

১১ জুলাই বসুন্ধরা কিংস এরিনায় আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। এই ম্যাচে যে লাল-সবুজ নারীরা বড় জয় পাবে তা ছিল প্রত্যাশিত। শেষ পর্যন্ত সেই কাঙ্ক্ষিত বড় জয়ই পেল আফঈদা খন্দকার প্রান্তির দল। একেবারেই ৯-১ গোলে জয়। হ্যাটট্রিক করেন সাগরিকা। তবে এই ম্যাচে দুর্বল শ্রীলংকার করা গোলটি কাঙ্ক্ষিত ছিল না। বাংলাদেশ দল এই আসরে হাইলাইন ডিফেন্স করে খেলেছে। এতে প্রায়ই রক্ষণ প্রাচীরে ফাটল ধরে। এই সুযোগেই শ্রীলংকা একটি গোল পরিশোধ করে। পুরো আসরে এটিই লংকানদের একমাত্র গোল। এতে অবশ্য অসন্তুস্ট হন কোচ পিটার জেমস বাটলার। তার মতে, হাস্যকর ভুলে এই গোল হজম। এই গোল খাওয়াটা ঠিক হয়নি।

এবার শিরোপা হাতছাড়া হয়নি

এবারের আসরে অংশ নেয়নি ভারত, মালদ্বীপ, ও পাকিস্তান। ভারত শেষ মুহূর্তে না করে দেয়। ফলে চার দলের আসর হয় ডাবল লিগের টুর্নামেন্ট। ফরমেট ছিল টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষদল জিতবে ট্রফি। বাংলাদেশ অবশ্য প্রথম পর্বের সব ম্যাচেই জিতেছে। ফিরতি পর্বের প্রথম দুই ম্যাচেও জয়। ফলে শিরোপা ধরে রাখতে শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের ড্র করলেই চলতো। অন্যদিকে নেপালের জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না। প্রথম পর্বে বাংলাদেশের কাছে ২-৩ গোলে হারে নেপালিরা। তাই শেষ ম্যাচে তাদের জিতলেই চলতো। তারা যে গোলে এগিয়ে ছিল। নেপালের ৩০ গোলের বিপরীতে বাংলাদেশ শেষ ম্যাচের আগ পর্যন্ত ২৪ গোল দিতে পেরেছিল। তবে নেপাল জয়ের কাছেই যেতে পারেনি। বাংলাদেশ তাদের ৪-০তে উড়িয়ে ধরে রাখে শ্রেষ্ঠত্ব। ২০২৩ সালে এই নেপালকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ সাফে শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ।

তিন ম্যাচ খেলেই সেরা খেলোয়াড়

ঠাকুরগাঁওয়ের মেয়ে মোসাম্মৎ সাগরিকা গত বছর থেকেই বাংলাদেশ সিনিয়র জাতীয় দলে। ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ফিফা প্রীতি ম্যাচে। ২০২৪ এর অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে

তাঁর ৪ গোলের দুটি ছিল ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচে। উভয় গোলই ইনজুরি টাইমে। সেবার হয়েছিলেন সর্বাধিক গোলদাতা। এবারের এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বেও তিনি খেলেছেন। সুতরাং তাঁর যোগ্যতা এবং গোল করার দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। এবারের অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফেও শুরুটা করেছিলেন সেভাবে। প্রথম ম্যাচেই শ্রীলংকার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক। পরের ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে গোল। কিন্তু সেই নেপালের বিপক্ষে ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার সিমরান রাইয়ের সাথে মারামারি করে লালকার্ড পেয়ে তিন ম্যাচ সাসপেন্ড। সাথে ৫০০ ডলার জরিমানা। একই শাস্তি নেপালি ফুটবলারেরও। যে কারণে ভুটানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ ও শ্রীলংকার বিপক্ষে এক ম্যাচে খেলা হয়নি সাগরিকার। এরপর সুযোগ মেলে নেপালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের অঘোষিত ফাইনালে। এতে তিন ম্যাচে না খেলতে পারার জেদেরই বহিঃপ্রকাশ যেন ঘটান তিনি। ম্যাচে হওয়া চার গোলের সব কটিই তাঁর। এতে ৪-০তে জিতে শিরোপা ধরে রাখলো বাংলাদেশ। আর সাগরিকা জিতে নেন মোস্ট ভেলুয়েবল প্লেয়ারের পুরস্কার। তিন ম্যাচে ৮ গোল করেছেন। তবে লালকার্ডের জন্য তিন ম্যাচ মিস করে সর্বাধিক গোলদাতা হতে না পারায় ব্যথিত তিনি।

তিন হ্যাটট্রিকে সর্বাধিক গোলদাতা পূর্ণিমা রাই

এবারের অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফে নেপালের দুই ফুটবলার হ্যাটট্রিক করেছেন। একজন মিনা দুবে। অপর জন পূর্ণিমা রাই। মিনা দুবে দুই হ্যাটট্রিকে করেছেন ৭ গোল। আর পূর্ণিমা গোল তিন হ্যাটট্রিকে ১০টি। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে কোনো গোল করতে পারেননি। এই ১০ গোলে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার গেছে পূর্ণিমা রাইয়ের দখলে।

এক ম্যাচই একই দিনে দুই মাঠে

বিশ্ব ফুটবলে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ এক দিনে দুই মাঠে হয়েছে কিনা জানা নেই। ১৫ জুলাই বাংলাদেশ ও ভুটানের ম্যাচ হয়েছে দুই মাঠে। আসরের নির্দিষ্ট ভেন্যু ছিল কিংস এরিনা। প্রথম দুই দিনের চার ম্যাচ এই মাঠেই হয়েছে। কিন্তু ১৫ জুলাইয়ের প্রবল বৃষ্টি সব ওলট পালট করে দেয়। বিকেল তিনটায় বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয় বাংলাদেশ ও ভুটানের ম্যাচ। তবে বৃষ্টির পানির কারণে বল ঠিকমতো গড়িয়ে যেতে পারছিল না মাঠে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ দল ১-০তে এগিয়ে যায়। এই অবস্থায় খেলার প্রথমার্ধ শেষ হয়। তবে বিরতির পর খেলা আর শুরুই করা যাচ্ছিল না। এরপর তিন ঘন্টা অপেক্ষা এবং দফায় দফায় পর্যবেক্ষণের পর খেলা কিংস এরিনা থেকে কয়েকশ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত বসুন্ধরা কিংসের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে আয়োজনের সিদ্ধান্ত। এই মাঠে সর্বশেষ বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের খেলা হয়েছে। ফলে তিন ঘন্টা পর বাংলাদেশ ও ভুটানের পরের ৪৫ মিনিটের খেলা হয় কিংসের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে। এতে বাংলাদেশ ৫-১ গোলে হারায় ভুটানকে।

শান্তি মার্ডির চমক

এবারের অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলে বাংলাদেশ দলের নতুন আবিষ্কার শান্তি মার্ডি। দিনাজপুরের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই মেয়ে জর্দান সফরে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে ছিলেন। তবে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি। এবার অনূর্ধ্ব-২০ সাফে শ্রীলংকার বিপক্ষে বিরতির পর উমেলা মারমার বদলী হিসেবে নামেন। পেয়েছেন গোল। নেপালের বিপক্ষেও খেলেন। আর ভুটানের বিপক্ষে দুই মাঠের ম্যাচে দুই মাঠেই গোল করলেন। কিংস এরিনায় তাঁর গোলে শুরু। এরপর কিংসের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে আরও দুই গোল। ফলে লাল-সবুজ জার্সিতে প্রথম হ্যাটট্রিক। এরপর অবশ্য আর নিজেকে সেভাবে তুলে ধরতে পারেননি। তাই পরের কোনো ম্যাচেই আর পুরো ৯০ মিনিট খেলা হয়নি।

২৩ জনকেই খেলানো

এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের ২৩ জনেরই লাল-সবুজ জার্সি গায়ে তুলেছেন।। এটিও বাংলাদেলের ফুটবলে একটি বড় ঘটনা। তাছাড়া বাংলাদেশ দলের ফুটবলাররা পর্যায়ক্রমে বিশ্রামও পেয়েছেন।

সাগরিকার অভাব পূরণ করেন তৃষ্ণা রানী

নেপালের বিপক্ষে সাগরিকা প্রথম পর্বের ম্যাচে লাল কার্ড পান। তখন টেনশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে কে হবেন সাগরিকার বিকল্প? তাই কোচ মাঠে নামান শ্রীমতি তৃষ্ণা রানীকে। এই নাম্বার নাইন ঠিকই জ্বলে উঠলেন সেই ম্যাচে। নেপাল যখন ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও স্কোর ২-২ করে ফেলে, তখন এই তৃষ্ণা রানীর শেষ মিনিটের গোলে ৩-২ এ জয়। এরপর ভুটানের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচে ২ গোল। পরে শ্রীলংকার বিপক্ষেও এক গোল। এতে মোট ৪ গোল করেছেন পঞ্চগড়ের এই মেয়ে।

এক নজরে ম্যাচের ফল

১১ জুলাই : বাংলাদেশ ৯-১ শ্রীলংকা

(সাগরিকা ৩, মুনকি ২, শিখা, শান্তি, স্বপ্না রুপা)

নেপাল ৬-১ ভুটান

১৩ জুলাই : ভুটান ৫-০ শ্রীলংকা

বাংলাদেশ ৩-২ নেপাল (শিখা, সাগরিকা, তৃষ্ণা)

১৫ জুলাই : বাংলাদেশ ৪-১ ভুটান : (শান্তি মার্ডি ৩, মুনকি)

নেপাল ৭-০ শ্রীলংকা

১৭ জুলাই : নেপাল ৭-০ শ্রীলংকা

বাংলাদেশ ৩-০ ভুটান (তৃষ্ণা ২ স্বপ্না)

১৯ জুলাই : নেপাল ৮-০ ভুটান

বাংলাদেশ ৫-০ ভুটান (পুজা ২, কানন, তৃষ্ণা, আফঈদা)

২১ জুলাই : ভুটান ৫-০ শ্রীলংকা

বাংলাদেশ ৪-০ নেপাল (সাগরিকা ৪)।

পয়েন্ট তালিকা

দল	খে	জয়	ড্র	পরা	গোল	পয়েন্ট
বাংলাদেশ	৬	৬	০	০	২৮/৪	১৮
নেপাল	৬	৪	০	২	৩০/৮	১২
ভুটান	৬	২	০	৪	১২ /২১	৬
শ্রীলংকা	৬	০	০	৬	১/৩৮	০

এশিয়া কাপ হকিতে মেয়েদের প্রথম পদক

মোরসালিন আহমেদ

MEN'S & WOMEN'S
U18 ASIA CUP
DAZHOU 2025

অনেকের ধারণা ছিল এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্টে মেয়েরা ভুরি ভুরি গোল খেয়ে দেশে ফিরবেন। প্রথমবারের মতো খেলতে যাওয়া অনভিজ্ঞ এমন নারী দল নিয়ে নেতিবাচক কথাগুলো তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু চীনের দাজহুতে অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরির এ টুর্নামেন্টে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা যে এমন চমক দেখাবেন ভাবা যায়নি! রীতিমতো ইতিহাস গড়ে তাঁরা ব্রোঞ্জপদক জিতে দেশে ফিরেছেন। মোট ৬ ম্যাচে মেয়েরা ৩টি জয় আর ১টি ড্র এবং ২টিতে হেরেছেন। ১৪টি গোল দিয়ে খেয়েছেন ২৪টি গোল। দলের হয়ে হ্যাটট্রিকসহ সর্বোচ্চ ৫টি গোল করেন আইরিন আক্তার রিয়া। তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে রাইজিং স্টার হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন। গত ৩-১৩ জুলাই চীনের দাজহুতে নারী বিভাগে ৮টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশ 'এ' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশের গ্রুপে ছিল জাপান, হংকং ও উজবেকিস্তান। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে ছিল স্বাগতিক চীন, চাইনিজ তাইপে, শ্রীলঙ্কা ও কাজাখস্তান। গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে 'এ' গ্রুপ থেকে জাপান চ্যাম্পিয়ন ও বাংলাদেশ রানার্সআপ এবং 'বি' গ্রুপ থেকে স্বাগতিক চীন চ্যাম্পিয়ন ও কাজাখস্তান রানার্সআপ হয়ে সুপার ফোরে উঠে আসে। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে জাপান চ্যাম্পিয়ন, চীন রানার্সআপ ও বাংলাদেশ তৃতীয় হয়েছে। মেয়েরা শক্তিশালী জাপান ও চীনের সঙ্গে গোলের বন্যায় ভাসলেও উজবেকিস্তান, হংকং আর কাজাখস্তানের সঙ্গে ঠিকই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। বিকেএসপি নির্ভর অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় নারী দল টুর্নামেন্টে কেমন খেলে এলেন ফেরা যাক মূল প্রতিবেদনে।

গ্রুপ পর্ব

৪ জুলাই

বাংলাদেশ ০-১১ জাপান

শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে প্রথম কোয়ার্টারে তুলনামূলকভাবে সমান তালে লড়েছিলেন। ম্যাচের ধরণ বুঝে বোঝা যায়নি মেয়েরা প্রথমবারের মতো খেলছেন। এসময়ে জাপান ১ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জাপানিজরা পেয়েছিল আরও ২ গোল। ফলে ৩ গোলে পিছিয়ে বাংলাদেশ প্রথমার্ধ শেষ করে। দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-সবুজ জার্সিধারীরা দুর্দান্ত লড়ে তৃতীয় কোয়ার্টারে ১ গোল খেয়েছিলেন। জাপানের মতো দাপুটে দলের সঙ্গে ৪৫ মিনিটের লড়াই এবং মাত্র ৪ গোল খাওয়া- এতে মেয়েরা কৃতিত্ব পেতেই পারেন। তবে অনভিজ্ঞ বলে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে। যা শেষ কোয়ার্টারে এসে পরিলক্ষিত হয়েছে। শেষ পনের মিনিট তাঁরা খই হারিয়ে ফেলেছিলেন। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ধাক্কা। এ সময় টানা ৭ গোল হজম করতে হয়েছে। ম্যাচে জয়ী দলের তাক্কুরা হ্যাটট্রিকসহ ৪টি, তেসুকা, নেনে ও সায়ো ২টি করে এবং ইয়ামামোতো ১টি গোল করেন। ফলে জাপান ১১-০ গোলের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

৫ জুলাই

বাংলাদেশ ৩-০ উজবেকিস্তান

জাপানের সঙ্গে শোচনীয় হারের পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে এসে ঘুরে দাঁড়ায়। উজবেকিস্তানকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সুপার ফোরে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি করে। শুরুটা জমজমাট লড়াই হওয়ায় প্রথম কোয়ার্টারে কেউ গোলের দেখা পায়নি। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ তিন মিনিটে উজবেকিস্তানের কাছ থেকে তিনটি গোল আদায় করে নেন মেয়েরা। ২৮ মিনিটে আইরিন আক্তার রিয়া এবং ৩০ মিনিটে কনা আক্তার পরপর দুটি গোল করেন। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়া উজবেকিস্তান দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে এবং বাংলাদেশ রক্ষণাত্মক ভূমিকায় থাকায় তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে গোল হয়নি। ফলে লাল-সবুজের দেশ প্রথম জয় তুলে নেয়।

৭ জুলাই

বাংলাদেশ ৩-০ হংকং

সুপার ফোর নিশ্চিত করতে হংকংয়ের সঙ্গে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে বাংলাদেশ প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টার অর্থাৎ প্রথমার্ধ গোল শূন্য ছিল। তবে তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৪ মিনিটে কনা আক্তারের গোলে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। এরপর ৪২ মিনিটে আইরিন আক্তার রিয়া ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। শেষ কোয়ার্টারে হংকং ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠে। এ সময় বাংলাদেশকে তাঁরা বেশ চাপের মুখে ফেলে দেয়। কিন্তু ৫৭ মিনিটে অধিনায়ক শারিকা সাকা রিমন গোল করলে বাংলাদেশ শুধু ৩-০ গোলে জয়ই পায়নি, সেই সঙ্গে সুপার ফোরে উঠে চমক দেখায়।

সুপার ফোর

৯ জুলাই

বাংলাদেশ ০-৯ চীন

সুপার ফোরে স্বাগতিক চীনের সঙ্গে অভিজ্ঞতায় পেরে উঠেনি বাংলাদেশ। চীনের কাছে ৯-০ গোলে হারলেও মেয়েরা যথেষ্ট ভালো খেলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থাৎ দুই কোয়ার্টারে স্বাগতিকরা দুটি করে মোট ৪ গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল। বাংলাদেশ শেষ দুই কোয়ার্টারে কুলিয়ে উঠতে না পারায় চীন দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৫ গোল আদায় করে। চাইনিজদের হয়ে অধিনায়ক ঝাং ৩টি, কেং ২টি এবং ১টি করে গোল করেন জিলপিং, জিয়াজিন, জুনি ও কেক্সিন।

১১ জুলাই

বাংলাদেশ ২-২ কাজাখস্তান

বাংলাদেশ এক পর্যায় ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। তারপরও জিততে পারেনি। হাড্ডাহাড্ডির ম্যাচে প্রথম কোয়ার্টারের ৮ মিনিটে আমাঙ্গেলদি খানসায়ারের গোলে কাজাখস্তান এগিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশকে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ৩০ মিনিটে তাসফিয়া জান্নাত তিশা সমতায় ফেরান। তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩ মিনিটে অধিনায়ক শারিকা সাফা রিমনের গোলে বাংলাদেশ ২-১ গোলে লিড নেয়। শেষ কোয়ার্টারের ৬০ মিনিটে সুলেমেন ইয়েরকেজান গোল করে নিশ্চিত পরাজয়ের থেকে কাজাখস্তানকে রক্ষা করেন। ফলে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র হয়েছে।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১৩ জুলাই

বাংলাদেশ ৬-২ কাজাখস্তান

আইরিন আক্তার রিয়ার হ্যাটট্রিকের উপর ভর করে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ আয়েসি জয় তুলে নেয়। আগের ম্যাচে ড্র করা কাজাখস্তানকে এবার ৬-২ গোলে হারিয়ে চমক দেখায়। সেই সঙ্গে ব্রোঞ্জপদক জয় করে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়ে আইরিন আক্তার রিয়া ম্যাচসেরা হন। প্রথম কোয়ার্টারের ৯ মিনিটে আমাঙ্গেলদি খানসায়ারের গোলে কাজাখস্তান শুরুতে লিড নিলেও বাংলাদেশের দাপুটের সামনে পরে টিকে থাকতে পারেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে যথাক্রমে ১২, ১৮ ও ২০ মিনিটে আইরিনের হ্যাটট্রিকে বাংলাদেশ জয়ের পথে হাঁটতে শুরু করে। ফলে প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়েন কাজাখস্তানের মেয়েরা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে তৃ তীয় কোয়ার্টারের ৩৫ মিনিটে অধিনায়ক শারিকা সাফা রিমন এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের ৫০ মিনিটে কনা আক্তার ও ৫৩ মিনিটে রিয়াশা আক্তার রিশি গোল করলে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয়। বেকতেমিসোভা যানার ৫৯ মিনিটে গোল করলে কাজাখস্তান পরাজয়ের ব্যবধান ৬-২ গোলে কমিয়ে আনে।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী দল

ম্যানেজার : ইমাম হোসেন চৌধুরী।

কোচ : জাহিদ হোসেন রাজু।

ফিজিও : শামসুন নাহার।

খেলোয়াড় : শারিকা সাফা রিমন, আইরিন আক্তার রিয়া, রিয়াশা আক্তার রিশি, কনা আক্তার, নাদিরা আকুতনার ইমা, সানজিদা আক্তার মনি, নিনি সেন রাখাইন, তাবাসসুম আক্তার আনিকা, মোহাম্মৎ রেহেনা, জাকিয়া আফরোজ লিমা, তন্নী খাতুন, লোলো চিং মার্মা, নদীমা নূপুর, শশী রায়, তাসফিয়া জান্নাত তিশা, লিজা আক্তার, আইরিন আক্তার আল্পনা ও প্রিয়ন্তি মোদক ঐশী।

ব্রোঞ্জপদক হাতছাড়া করেছে যুবারা

বাংলাদেশের যুবারা দুর্দান্ত খেলেও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। সবশেষ ২০১৬ সালে এশিয়া কাপ অনূর্ধ্ব-১৮ হকি টুর্নামেন্টের রানার্সআপ ছিল বাংলাদেশ। ৮ বছর পর বয়সভিত্তিক এ আসরটি ফের আলোর মুখ দেখলেও লাল-সবুজ জার্সিধারীরা হতাশ করেছেন। চীনের দাজহতে পুরুষ বিভাগে ১১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। 'এ' গ্রুপে খেলেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, হংকং ও স্বাগতিক চীন। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে ছিল মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, চাইনিজ তাইপে, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান। বাংলাদেশ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে সেমিফাইনালে হেরে যায়। এরপর স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ব্রোঞ্জপদক হাতছাড়া করে। শেষে টুর্নামেন্টে চতুর্থ হয়েছে। মোট ৬ ম্যাচে ৩টি জিতলেও ৩টি হেরেছে। ৩০ গোল দিয়ে খেয়েছে ১৯ গোল। দলের হয়ে হ্যাটট্রিকসহ সর্বোচ্চ ৮টি গোল করেন ইসমাইল হোসেন। তবে চমৎকার ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে মেহেদি হাসান জিল্লাত টুর্নামেন্ট সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন। এদিকে জাপান চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়েছে পাকিস্তান।

গ্রুপ পর্ব : ৩ জুলাই প্রথম ম্যাচে দীন ইসলাম জয়ের জোড়া গোল আর অমিত হাসানের গোলে বাংলাদেশ ৩-০ গোলে হংকংকে হারায়। ৫ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে গোলের বন্যায় ভাসিয়ে বাংলাদেশ ১৩-০ গোলে জয় পায়। অধিনায়ক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হ্যাটট্রিকসহ ৪টি এবং ইসমাইল হোসেন হ্যাটট্রিক করেন। সহঅধিনায়ক জয় ও সাজেদুল সাজেদ দু'টি করে এবং বিশাল আহমেদ ও মোহাম্মদ মেহেদী একটি করে গোল করেন। তৃতীয় ম্যাচে ৬ জুলাই বাংলাদেশ ৫-২ গোলে স্বাগতিক চীন পরাজিত করে। বিজয়ী দলের ইসমাইল দু'টি এবং একটি করে গোল করেন বিশাল, অমিত ও জনি ইসলাম। ৮ জুলাই বাংলাদেশ ৩-৬ গোলে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। ইসমাইল দু'টি ও জয় একটি গোল পরিশোধ করেন।

সেমিফাইনাল : বাংলাদেশ ১১ জুলাই সেমিফাইনালে দু'গোলের লিড নিয়েও জাপানের কাছে ৬-৪ গোলে হেরেছে। গোলগুলো পরিশোধ করেন জয়, ইসমাইল, আবদুল্লাহ ও অমিত।

স্থান নির্ধারণী ম্যাচ : ১৩ জুলাই ব্রোঞ্জপদকের লড়াইয়ে এক পর্যায় ২-২ গোলে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্যাচ ড্র ছিল। কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাবে ৫-২ গোলে লাল-সবুজের দেশ হেরে যায়। দু'টি গোল শোধ করেন জনি ও মোহাম্মদ মেহেদি।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ পুরুষ দল

হেড অব ডেলিগেটস : মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

অফিসিয়াল : রিয়াজুল হাসান।

ম্যানেজার : রেকাতুল ইসলাম।

কোচ : মাগফুরুর রহমান শুভ।

ফিজিও : আবু ওবায়দা ভূঁইয়া।

খেলোয়াড় : মেহেদি হাসান জিল্লাত, মোহাম্মদ মেহেদি, অমিত হাসান, শামীম আহমেদ, সাব্বির রহমান, মুন্না ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম, সাব্বির হোসেন, সোহরাব হোসেন, আশরাফুল আলম, রাকসান হোসেন, নূরে আলম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, বিশাল আহমেদ, দ্বীন ইসলাম, জনি হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও হাবিবুর রহমান।

সিংহের দেশে বাঘের গর্জন

মো. মাহবুবুর রশিদ

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ, লঙ্কানদের মাটিতে সব সংস্করণ মিলিয়েই এটি প্রথম সিরিজ জয় টাইগারদের...

বাঘ-সিংহের লড়াইটা এবার বেশ জমেছে। বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফরের তিন সংস্করণের তিনটি সিরিজই কাকতালীয়ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে একেবারে শেষ ম্যাচে। প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ইনিংস ও ৭৮ রানের জয়ে ১-০ তে সিরিজের ট্রফি জিতে নেয় লঙ্কানরা। এরপর ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ৭৭ রানে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ১৬ রানের জয়ে ঘুরে দাঁড়ায় টাইগাররা। পরবর্তীতে 'ফাইনালে' পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচটায় বাংলাদেশকে ৯৯ রানে বিধ্বস্ত করে স্বাগতিকরা শেষ হাসি হাসে ২-১ ব্যবধানে। সবশেষ ৭ উইকেটের জয়ে রাঙিয়ে শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করলেও এরপর যথাক্রমে ৮৩ রান ও ৮ উইকেটে পরের দুই ম্যাচে একতরফাভাবে দলটিকে হারিয়ে ২-১ এ সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার মাটি থেকে। দেশটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কাপে ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ মোরাতুয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯৪ রানে অলআউট হয়ে ৭ উইকেটে হারের মাধ্যমে ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের। তারপর থেকে গত ৩৯ বছরে লঙ্কাদ্বীপে তিন সংস্করণের অনেক ম্যাচ খেলেছে লাল-সবুজ বাহিনী এবং ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে পেয়েছে কিছু জয়ের দেখাও। কিন্তু কোনোভাবেই সিরিজ জয় আসছিল না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর দেশটিতে প্রথমবার কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। বলা চলে, সিংহের দেশে বাঘের সত্যিকারের গর্জন শোনা গেছে এবার। এবারই প্রথম শ্রীলঙ্কাকে টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে হারানোর কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ। ইতিপূর্বে লঙ্কানদের বিপক্ষে যে ২টি ওয়ানডে সিরিজে শেষ হাসি হেসেছিল টাইগাররা, দুটোই ঘরের মাঠে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে এর আগে অভিজ্ঞতায় পূর্ণ সিনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়েও যা অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ, এবার তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ ও তারুণ্যে উদ্দীপ্ত একটা দল নিয়েই সেটি করে দেখিয়েছেন লিটন দাস। বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে সিরিজ হারার পর সাম্প্রতিক সময়ে চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা সমালোচনার দাঁতভাঙা জবাব বাংলাদেশ দিয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে। তাও আবার যেমনতেমনভাবে জয় নয়, দাপট দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিং-বোলিংয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। বাস্তবিক অর্থেই এখনকার টি-টোয়েন্টি দলটা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তবে, সবসময় তো আর এমন সাফল্য মিলবে না। কখনো সফল হবে, কখনো বা ব্যর্থ হবে; কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে আস্থা রাখতে হবে এবং সমর্থন জুগিয়ে যেতে হবে খেলোয়াড়দের। তাহলেই হয়তো টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নতুন প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ধারাবাহিকতার সুরে গাইতে শুরু করবে বদলে যাওয়ার গান...।

গত মে মাসে শারজায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে লজ্জাজনকভাবে সিরিজ হারার পর পর পাকিস্তান সফরে গিয়ে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর শ্রীলঙ্কায় গিয়ে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কপালে জোটে ৭ উইকেটের পরাজয়। এই ফরম্যাটে টানা ৬ ম্যাচ হারে বাংলাদেশের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর যে এতটা দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে, তা ছিল কল্পনাতীত। উপর্যুপরি দুই একচেটিয়া জয়ে লঙ্কানদের হতবাক করে দিয়ে আস্ত সিরিজটাই দেশে উড়িয়ে এনেছে লিটন দাসের দল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম সিরিজ জয় হলেও এই সংস্করণে এটি বাংলাদেশের ১৬তম সিরিজ জয়ের ঘটনা।

১৫৪ রানের পুঁজি নিয়েও প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এতটুকু লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। আসলে পাল্লেকেলের রান-প্রসবা উইকেটে অমন রান ছিল মামুলি সংগ্রহ। যে কারণে শ্রীলঙ্কা ১৯তম ওভার পর্যন্ত খেললেও হারিয়েছে কেবল ৩ উইকেট। মাত্র ৪.৪ ওভারে ৭৮ রানের বিস্ফোরক সূচনার পর ম্যাচের আকর্ষণ কিংবা উত্তেজনা থিতিয়ে যায় ওখানেই, লঙ্কানদের জয় ছিল কেবলই সময়ের ব্যাপার। ওপেনার কুশল মেন্ডিসের ৭৩ ও পাথুম নিশাঙ্কার ৪২ রানে ওপর ভর করে এক ওভার হাতে রেখে স্বাগতিকরা ৭ উইকেটের জয় তুলে নেয় হেসেখেলে। এর আগে বাংলাদেশের ১৫৪ রানের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছিল তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাট থেকে। এ ছাড়া শামীম হোসেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩২ রান করলেও সে জন্য ২৯ বল লাগিয়ে ফেলায় সেটি আসলে ব্যক্তিগত অর্জনের অর্থহীন একটা ইনিংসে পরিণত হয়, যা দলের কাজে তো লাগেইনি বরং ক্ষতিই করেছে! ফলে দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে পরের দুই ম্যাচে বসিয়ে রাখা হয় সাইডলাইনে।

রানের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা লিটন দাসের ব্যাটে রানের দেখা মেলে দ্বিতীয় ম্যাচে। আর ডানহাতি এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান যেদিন ছন্দের সন্ধান পান, সেদিন চোখের শান্তি নিয়ে তাকিয়ে দেখে মনে হয় ব্যাটিং করা বোধহয় জগতের সবচেয়ে সহজ কাজ! ৫০ বলে ১ চার আর ৫ ছক্কায় সাজানো লিটনের ৭৬ রানের 'ক্লাসিক ইনিংস', সঙ্গে শামীম পাটোয়ারির ২৭ বলে ৪৮ রানের 'টর্নেডো' এবং তাওহিদ হৃদয়ের ২৫ বলে ৩১ মিলে নির্ধারিত বিশ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ১৭৭ রানে। পরে বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াসে শ্রীলঙ্কার

ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৫.২ ওভারে মাত্র ৯৪ রানে! রিশাদ হোসেন ৩টি এবং শরীফুল ও সাইফউদ্দিন ২টি করে এবং মোস্তাফিজ ও মিরাজ ১টি করে উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ৮৩ রানের বড় জয়ে নেতৃত্ব দেন।

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের স্লো এবং টার্নিং উইকেটের চরিত্রের দিকে তাকিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজকে বসিয়ে তৃতীয় ম্যাচে আরেক অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসানকে একাদশে নেওয়ার সুফল হাতেনাতে পায় বাংলাদেশ। শেখ মেহেদী যে টি-টোয়েন্টিতে সত্যিকার অর্থেই 'এক্স ফ্যাক্টর' সেটি আরও একবার প্রমাণ করলেন তিনি। স্পিনের কারসাজিতে ৪ ওভারে ১টি করে মোট ৪ উইকেট তুলে নিতে মেহেদী রান খরচ করেন স্রেফ ১১! এই সংস্করণে এটিই তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। সেই সাথে শরীফুল, মোস্তাফিজ ও শামীম পাটোয়ারির ১টি করে উইকেট সংগ্রহে লঙ্কানদের ইনিংস আটকে যায় ৭ উইকেটে ১৩২ রানে। ২টি করে ছক্কা ও চারে ইনিংসের শেষ ওভারে শরীফুল ২২ রান 'বিতরণ' করায় ইনিংস বিরতিতে কিছুটা শঙ্কার চোরাস্রোত বইতে থাকে বাংলাদেশ শিবিরে, পরে যদিও ব্যাটসম্যানরা সেটি অমূলক প্রমাণ করেছেন। বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন টানা দ্বিতীয় ম্যাচে 'ডাক' মারলেও পরের ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ২১ বল হাতে রেখে বাংলাদেশ অনায়াসে তুলে নেয় ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। যেখানে তানজিদ হাসান তামিমের অপরাজিত ৭৩ রানের পাশাপাশি লিটন দাসের ৩২ ও তাওহিদ হৃদয়ের হার না মানা ২৭ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে বাংলাদেশের সিরিজ জিতে নেওয়া ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার শেখ মেহেদী ছাড়া আর কেউ পাবেন, তা কী হয়!

প্রথম টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১০ জুলাই ২০২৫
- **ভেন্যু :** পাল্লেকেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম
- **টস জয় :** শ্রীলঙ্কা (ফিল্ডিং)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ২০ ওভারে ১৫৪/৫ (পারভেজ হোসেন ইমন ৩৮, নাঈম শেখ অপরাজিত ৩২, মেহেদী হাসান মিরাজ ২৯, তানজিদ হাসান তামিম ১৬, শামীম পাটোয়ারি অপরাজিত ১৪; মাহেশ থিকসানা ২/৩৭, দাসুন শানাকা ১/২২, জেফরি ভেন্ডারসে ১/২৫, নুয়ান থুসারা ১/৩২)
- **শ্রীলঙ্কা ইনিংস :** ১৯ ওভারে ১৫৯/৩ (কুশল মেন্ডিস ৭৩, পাথুম নিসাঙ্কা ৪২, কুশল পেরেরা ২৪, আভিষ্কা ফার্নান্ডো অপরাজিত ১১; মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ১/২২, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/২৪, রিশাদ হোসেন ১/২৪)
- **ফল :** শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১৩ জুলাই ২০২৫
- **ভেন্যু :** রণগিরি ডাম্বুলা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম
- **টস জয় :** শ্রীলঙ্কা (ফিল্ডিং)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ২০ ওভারে ১৭৭/৭ (লিটন দাস ৭৬, শামীম পাটোয়ারি ৪৮, তাওহিদ হৃদয় ৩১; বিনুরা ফার্নান্ডো ৩/৩১, নুয়ান থুসারা ১/৩০, মাহেশ থিকসানা ১/৩০)
- **শ্রীলঙ্কা ইনিংস :** ১৫.২ ওভারে ৯৪ রানে অলআউট (পাথুম নিসাঙ্কা ৩২, দাসুন শানাকা ২০, কুশল মেন্ডিস ৮, জেফরি ভেন্ডারসে ৮; রিশাদ হোসেন ৩/১৮, শরীফুল ইসলাম ২/১২, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ২/২১, মোস্তাফিজুর রহমান ১/১৪, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/২৬)
- **ফল :** বাংলাদেশ ৮৩ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** লিটন দাস (বাংলাদেশ)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১৬ জুলাই ২০২৫
- **ভেন্যু :** রানাসিংহে প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, কলম্বো
- **টস জয় :** শ্রীলঙ্কা (ব্যাটিং)
- **শ্রীলঙ্কা ইনিংস :** ২০ ওভারে ১৩২/৭ (পাথুম নিসাঙ্কা ৪৬, দাসুন শানাকা অপরাজিত ৩৫, কামিন্দু মেন্ডিস ২১, জেফরি ভেন্ডারসে ৭; শেখ মেহেদী হাসান ৪/১১, শামীম পাটোয়ারি ১/১০, মোস্তাফিজুর রহমান ১/১৭, শরীফুল ইসলাম ১/৫০)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ১৬.৩ ওভারে ১৩৩/২ (তানজিদ হাসান তামিম অপরাজিত ৭৩, লিটন দাস ৩২, তাওহিদ হৃদয় অপরাজিত ২৭; কামিন্দু মেন্ডিস ১/২১, নুয়ান থুসারা ১/২৫)
- **ফল :** বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** শেখ মেহেদী হাসান (বাংলাদেশ)
- **প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ :** লিটন দাস (বাংলাদেশ)
- **সিরিজের ফল :** ৩ ম্যাচের সিরিজ বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে জয়ী।

ওপেনার তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাট থেকে শেষ ম্যাচে আসে অপরাজিত ৭৩ রান

দ্বিতীয় ম্যাচে শামীম পাটোয়ারির ২৭ বলে ৪৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস ছিল চেয়ে দেখার মতো...

জাতীয় ব্যাডমিন্টনে নাছিমার ত্রি-মুকুট

ওমর ফারুক রুবেল

গত বছর জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ হয়নি। সাবেক কর্মকর্তারা শাটলারদের এই চাহিদার কথা হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। এর আগেও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা শাটলারদের আর্থিক চাহিদার কথা মাথাতেই আনতেন না তাঁরা। তবে দৃশ্যপট বদলে গেছে নতুন কমিটি আসার পর। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অন্য সব ক্রীড়া ফেডারেশনের মতোই ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছেন। চেয়ারে বসার পরেই ৩৯তম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ঘোষণা দেন সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির সুমন। সেই সঙ্গে ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে প্রথমবার সেরা শাটলারদের জন্য ১০ লাখ টাকার প্রাইজমানি ঘোষণা দেন। অবাক হলেও সত্যি যে, এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন শাটলাররা এক লাখ টাকা করে প্রাইজমানি পেয়েছেন। যা শাটলারদের কাছে ছিল অভাবনীয়।

রেকর্ড সংখ্যক শাটলার

এক বছর পর অনুষ্ঠিত হল এবারের জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। ১৪-১৯

মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন নাছিমা খাতুন

জুলাই শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ছয় দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে দেশের ছয় বিভাগের ৬৩ জেলা, ১০টি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা এবং তিনটি শিক্ষাবোর্ডের ৪৫৭ জন শাটলার পদকের জন্য লড়েন। যাদের মধ্যে ৩৭৭ জন পুরুষ ও ৮০ জন মেয়ে শাটলার ছিলেন। মূলত সিনিয়রদের জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজন, তাই এবার ১৬ বছরের নিচের কোনো শাটলার খেলতে পারেননি।

উদ্বোধনে চমক

নতুন কমিটি এসে যেমন বড় প্রাইজমানির ঘোষণা দিয়েছে। তেমনি উদ্বোধনেরও ছিল চমক। জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এ সময় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন ও খালেদ মাসুদ পাইলট, সাবেক ক্রিকেটার জাভেদ ওমর বেলিম ও সানোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান, ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির সুমন উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন খন্দকার আব্দুস সোয়াদ

মহিলা দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন নাছিমা ও বৃষ্টি আক্তার

দুই প্রবাসী শাটলার

ফুটবলের ধারাবাহিকতায় এবার ব্যাডমিন্টনেও এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শাটলার আয়মান ইবনে জামান ও কাতার প্রবাসী শাটলার মোস্তাফিজুর রহমান লিপটন। আয়মান অবশ্য সেরা ৩২ থেকেই বাদ পড়েন। অন্যদিকে দ্বৈতের সেরা ১৬ থেকে বাদ পড়েন লিপটন।

নাছিমার ত্রি-মুকুট

জাতীয় ব্যাডমিন্টনে ছয় বছর পর কোনো শাটলার হিসেবে ত্রি-মুকুট জিতলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাছিমা খাতুন। মেয়েদের একক, দ্বৈত ও মিশ্র দ্বৈতে শিরোপা জেতেন তিনি। মেয়েদের এককের ফাইনালে সেনাবাহিনীর নাছিমা খাতুন ১২-২১, ২১-১৭ ও ২১-১৭ গেমে

উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। পাশে ক্রিকেটার খালেদ মাসুদ পাইলট

টিম চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

(২-১ সেটে) একই সংস্থার উর্মি আক্তারকে হারিয়ে প্রথমবার এই শিরোপা জিতে নেন। আগের দুই আসরেই চ্যাম্পিয়ন ছিলেন উর্মি। এবার জিতলে হ্যাটট্রিক হত। কিন্তু তাঁর আশার গুড়েবালি ছিটিয়ে দেন নাছিমা। মেয়েদের দ্বৈতে অল সেনাবাহিনীর ফাইনালে নাছিমা খাতুন ও বৃষ্টি খাতুন জুটি ২১-১৫, ১৮-২১ ও ২১-১৯ গেমে (২-১ সেটে) উর্মি আক্তার ও রেশমা আক্তার জুটিকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয়। মিশ্র দ্বৈতে অল সেনাবাহিনী ফাইনালে সিফাত উল্লাহ ও নাছিমা খাতুন জুটি সরাসরি ২১-১৬ ও ২৩-২১ গেমে (২-০ সেটে) উর্মি আক্তার ও আল আমিন জুমার জুটিকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয়।

শাপলার পর নাছিমা

দেশের ব্যাডমিন্টনে এক আসরে তিনটি শিরোপা জেতার রেকর্ড খুব বেশি নেই। এর আগে সাবেক চ্যাম্পিয়ন শাপলা আক্তার সাত আসরে এমন রেকর্ড গড়েছিলেন। ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮ ও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯ এবং ২০১৩ সালের বাংলাদেশ গেমসে তিনটি করে শিরোপা জিতেছিলেন। সেই হিসাবে ছয় বছর পর নাছিমা খাতুন এমন রেকর্ডের মালিক হলেন।

সোয়াদের হ্যাটট্রিক শিরোপা

জাতীয় ব্যাডমিন্টনের পুরুষ এককে হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতেছেন বাংলাদেশ আনসারের খন্দকার আবদুস সোয়াদ। ফাইনালে তিনি ২১-১৪ ও ২১-৪ গেমে (২-০ সেটে) হারিয়ে দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আল আমিন জুমারকে। অন্যদিকে পুরুষ দ্বৈতের অল পুলিশ ফাইনালে রাহাতুন নাঈম ও মিজানুর রহমান জুটি ২১-৮ ও ২১-১৪ গেমে (২-০ সেটে) মোয়াজেম হোসাইন অহিদুল ও রাফিউল লেইস রাইদ জুটিকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয়।

পুরস্কার বিতরনী

৩৯তম জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) সভাপতি নুরুল হক নুর। এ ছাড়া ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির উপস্থিত ছিলেন।

নাছিমার কথা

ত্রি-মুকুট জিতে উচ্ছ্বসিত সেনাবাহিনীর নাছিমা খাতুন। তাঁর কথা, 'এবারই প্রথমবার এককে চ্যাম্পিয়ন হলাম। গতবার তিন ইভেন্টেই রানার্স আপ হয়েছিলাম। এবার তিন ইভেন্টে প্রথম হওয়ায় বেশ ভালো লাগছে। আমি এবার অনেক পরিশ্রম করেছি। সেই পরিশ্রমেরই ফসল হয়ত।' বগুড়ায় এইচএসসিতে পড়ছেন নাছিমা। পরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম ক্রীড়াঙ্গনে এসেছেন। পরে ছোট বোন মাইশা খাতুন ব্যাডমিন্টনে আসেন। ব্যাডমিন্টনে আসার গল্প বললেন এভাবে, 'আমার স্কুলের শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় ব্যাডমিন্টনে আসা। স্কুল, জেলার গন্ডি পেরিয়ে এখন জাতীয় পর্যায়ে। আমার ছোট বোনও ব্যাডমিন্টন খেলে।'

সোয়াদের কথা

হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতে আনন্দিত সোয়াদ বলেন, 'গতবারের চেয়ে এবার বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। খেলার মানও খানিকটা বেড়েছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নের জন্য অনেক দিন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করেছি।'

এক নজরে ৩৯তম জাতীয় ব্যাডমিন্টন

পুরুষ একক

চ্যাম্পিয়ন : খন্দকার আব্দুস সোয়াদ।

রানার আপ : আল আমিন জুমার।

মহিলা একক

চ্যাম্পিয়ন : নাছিমা খাতুন

রানার আপ : উর্মি আক্তার।

পুরুষ দ্বৈত

চ্যাম্পিয়ন : নাঈম ও মিজান জুটি।

রানার্স আপ : অহিদুল ও রাইদ জুটি।

পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন নাঈম ও মিজান

মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন সিফাত উল্লাহ গালিব ও নাছিমা

মহিলা দ্বৈত

চ্যাম্পিয়ন : নাছিমা খাতুন ও বৃষ্টি আক্তার জুটি।

রানার্স আপ : উর্মি ও রেশমা জুটি।

মিশ্র দ্বৈত

চ্যাম্পিয়ন : সিফাত উল্লাহ গালিব ও নাছিমা খাতুন জুটি।

রানার্সআপ : জুমার ও উর্মি জুটি।

সরোয়ারের আক্ষেপ, সরোয়ারের চাওয়া

তোফায়েল আহমেদ

দেশের একটি ক্রীড়া ইভেন্টে এই মুহূর্তে জাতীয় রেকর্ডধারী গোলাম সরোয়ার। একবার নয়, টানা দুই আসরে জাতীয় রেকর্ড গড়ার কীর্তি তাঁর। অথচ এই অ্যাথলেটের মধ্যে অহমের লেশটুকুও নেই। বরং তাঁর মধ্যে কেবলই আক্ষেপ। রেকর্ড গড়লেও যে পাদপ্রদীপের আলোয় আসা হয় না। এমনকি সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনও তাঁদের নিয়ে বড় পরিসরে ভাবে না। সরোয়ারের আক্ষেপ এখানেই। তবে এসব আক্ষেপকে একপাশে রেখে যখন স্বপ্নের কথা বলতে বলা হয়, তখন ঠিকই ইতিবাচক শোনায় তাকে। পরিষ্কার বোঝা যায়, বড় লক্ষ্যের প্রাণেই ছুটছেন তিনি।

সরোয়ার অ্যাথলেটিকসের শটপুট ইভেন্টের জাতীয় রেকর্ডধারী খেলোয়াড়। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ৪৭তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে প্রথম আলোচনায় আসেন নৌবাহিনীর এই অ্যাথলেট। ১৪.৮৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ভাঙেন ৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড। আর এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে নিজের গড়া রেকর্ডটাই আবারও নতুন করে লিখেছেন তিনি। এ দফায় ১৫.৫০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সরোয়ার এখন অ্যাথলেটিকস অঙ্গনের পরিচিত একটি নাম।

কিন্তু এই পরিচিতিটা কী আরেকটু বেশি হতে পারতো না? টানা দুবারের রেকর্ডধারীর মূল্যায়নও তো হতে পারতো আরেকটু বেশি। সরোয়ারের মনে এসব প্রশ্নই যেন ঘুরপাক করে। না হলে কেন বলবেন, 'স্বপ্ন তো শুধু আমরাই দেখি। সরকার বা ফেডারেশন যদি আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতো, তাহলে হয়তোবা আরও ভালো কিছু করা সম্ভব হতো।'

সরোয়ারের কণ্ঠে আক্ষেপ, অভিমান সবই মিশেমিশে একাকার যেন। আরও বিশদে জানতে চাইলে এই অ্যাথলেট তাঁর মনের কথা গুলো খুলে বলেন। আর তাতেই পরিষ্কার হয় তাঁর এতো আক্ষেপ-অভিমানের কারণটা কী। এই অ্যাথলেটের কথায়, 'দেখুন আমাদের দেশে থ্রো ইভেন্টের যেসব খেলোয়াড় আছেন, তাঁদের নিয়ে সেভাবে কোনো পরিকল্পনাই করা হয় না। ভাবাই হয় না আমাদের নিয়ে। জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দেখবেন সবাই ওই ১০০ মিটার স্প্রিন্ট, ২০০ মিটার স্প্রিন্ট নিয়েই পড়ে থাকে। সংবাদমাধ্যমও তাঁদের নিয়ে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু থ্রো ইভেন্টের খেলোয়াড়রা প্রচার পায় না। প্রচারের কথা না হয় বাদ দিলাম। ফেডারেশন তো ভাবতে পারে আমাদের নিয়ে। কিন্তু পারফরম্যান্সে নিয়মিত উন্নতি করার পরও আমাদের নিয়ে খুব বেশি ভাবা হয় না। বিদেশে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা উপেক্ষিতই থেকে যাই।'

সরোয়ার আরও বলেন, 'আপনি ভারত, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশগুলোতে এমন দেখেন না। থ্রো ইভেন্টে কিন্তু তাঁরা অনেক এগিয়ে। এই যে সবশেষ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আমি ১৫.৫০ স্কোর করলাম। ২০১৯ এসএ গেমসে এর চেয়ে সামান্য বেশি- ১৫.৫৫ স্কোর করে শ্রীলঙ্কার সমিত মধুশঙ্কর ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন। অর্থাৎ আমার পারফরম্যান্সকে অবশ্যই ভালো বলতে হবে। কিন্তু দেখবেন আমাদের নিয়ে ভাবনার লোক নেই। সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে ফেডারেশনের লোকজনই আমাদের ঠিকভাবে চেনেন না। তাহলে এই যে ভালো রেজাল্ট, আমাদের এতো পরিশ্রম, এর মূল্য কী বলেন? আমরা আর কত পরিশ্রম করব? এভাবে আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত হতে হতে অনেকে ঝরে যায়। আর এ কারণেই আমাদের দেশের অ্যাথলেটদের এত দুরবস্থা।'

সরোয়ারের চাওয়া তাই একটাই। তাঁদের দিকে একটু নজর দেওয়া হোক। বলছিলেন, 'আমরা তো ভালো করতে চাই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর সবকিছু করতে পারি না। আমরা আমাদের লিমিটেশন সম্পর্কে জানি। এটা নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কোচরাও তাঁদের লিমিটেশন যানে। কিন্তু এর বাইরেও যে আরও কিছু আছে, এখানেই আমরা বারবার পিছিয়ে আছি। ভালো ভালো ইকুইপমেন্টের সঙ্গে পরিচয়, বিদেশে ট্রেনিংয়ের সুবিধা, দেশে ভালো কোচের মাধ্যমে ট্রেনিং। এসবে আরও উন্নতি ঘটলে আমাদের পারফরম্যান্সেরও আরও উন্নতি সম্ভব।'

নিজেকে আরও ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন

এত এত আক্ষেপ আর অনুযোগ থাকার পরও নিজের স্বপ্ন থেকে সরে যাচ্ছেন না সরোয়ার। টানা দুই আসরে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। সামনে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চান আরও। সেটা ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় যেমন। তেমনই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও। লক্ষ্যের কথা জানতে চাইলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'এখন নিজেকে আরও ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার। দেশের জন্য যদি আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে পদক আনতে পারি, তাহলে মনের আশাটা পূরণ হবে।'

এখন পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া হয়নি সরোয়ারের। তাঁর বলা কথাটায় তাই এক ধরনের আকুলতাই যেন। সেই আকুলতা- আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার। আর প্রতিজ্ঞা- দেশকে কিছু দেওয়ার। সরোয়ার যেমন এ জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি, 'কষ্ট আমি করব। তবে আমাকে ওইভাবে কষ্ট করার জন্য যদি কেউ গাইড লাইন দেয়, তাহলে আরও

সুন্দর হবে। কষ্ট আমি করব এবং দেশের জন্য পদক একটা আনতে হবে, এটা আমার মনের ইচ্ছে। বহু স্বাদ। সেই পদক আন্তর্জাতিক যে কোনো পদক। সাফ গেমসের পদক হলে তো কথাই নেই।'

সবশেষ দুটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়েও কথা হয়। কতটা সহজ ছিল টানা দুবার জাতীয় রেকর্ড ভাঙা? সরোয়ারের উত্তর, 'যে কোনো জিনিসই আসলে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রথম হওয়াটা একটা কষ্ট। এরপর আবার সেটা ছাড়িয়ে গিয়ে নিজের পারফরম্যান্স থেকে ভালো করা, এটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। আমি এখন বাংলাদেশে স্বর্ণ জয় নিয়ে চিন্তা করছি না। আমি আমার পারফরম্যান্সকে আরও বাড়াবো, সেই চেষ্টা আমার।' সরোয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁর সংস্থা নৌবাহিনীর প্রতি। সংস্থার দেওয়া সাপোর্টের কারণেই যে এতদূর পাড়ি দিতে পারা।

গত বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ১৪.৮৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এ বছরের শুরুতে অতিক্রম করেছেন ১৫.৫০ মিটার। সবঠিক থাকলে এ মাসে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সামার প্রতিযোগিতা। যেখানে স্কোরটা আরও উপরে নিয়ে যেতে চান। আপাতত ১৬ মিটার ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছেন তিনি।

বৈচিত্র্যময় এক জীবন সরোয়ারের

এতক্ষণ ধরে যার গল্প বলা হচ্ছে তিনি একজন অ্যাথলেট। হ্যাঁ, আগাগোড়াই এক অ্যাথলেট জীবন এখন সরোয়ারের। কিন্তু এই অ্যাথলেট হওয়াটা তাঁর হুট করেই। এমনকি অ্যাথলেটিকস, শটপুট- এসবের সঙ্গে জড়ানোর কোনো ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। পাকচক্রে ঘুরে গেছে জীবনের মোড়।

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সন্তান সরোয়ার ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট-ফুটবল খেলতেন। ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে বেশ নামডাকও ছিল তাঁর। ২০১২ সালে সৈনিক হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানে খুব ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কমান্ডো ট্রেনিং করেন। ছিলেন সোয়াডস সদস্য। কিন্তু সেখান থেকে জীবন কীভাবে যেন অ্যাথলেটিকসে নিয়ে এলো তাঁকে।

কীভাবে সেই গল্পও শুনিয়েছেন সরোয়ার। বলেন- '২০১৪ সালের ডিসেম্বরের কথা। বাহিনীর স্যারদের চাওয়াতে আন্তঃঘাটি অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম আমি। শটপুট, ডিসকাস ও জ্যাভলিনে খেলেছিলাম। আমার শারীরিক গঠন দেখে স্যাররা সেদিনই আমাকে অ্যাথলেটিকসের জন্য পছন্দ করেন। আমাদের ওয়াইসি কমান্ডার শহীদ হাসান স্যার এবং অ্যাথলেটিকস কোচ রফিকুল ইসলাম স্যার জোর করে আমাকে ২০১৫ সালে অ্যাথলেটিকসে নিয়ে আসেন।'

কিন্তু সরোয়ারের মোটেও অ্যাথলেটিকসে মন বসেনি। যেহেতু কমান্ডো ট্রেনিং করেছি, সোয়াডসের উইনিফর্ম পরছি। আমি কেন খেলাধুলায় আসব, এমন মনে হতো। আর সবাই আমাকে নিরুৎসাহিতও করত। বলতো- খেলাধুলায় ভবিষ্যতই বা কী আছে? এক পর্যায়ে আমি বাহিনীতে ফিরেও গিয়েছিলাম। পরে আমাকে আবার নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে ২০১৭ সালে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেয়ে যাই। সেই পদকেই উৎসাহ তৈরি হয়।'

অর্থাৎ একটা ব্রোঞ্জ পদকেই ঘুরে যায় সরোয়ারের জীবনের মোড়। তবে ওই সময়ও অ্যাথলেটিকসে অনিয়মিত ছিলেন সরোয়ার। কারণ তখনও বিশেষায়িত পোস্টের সদস্য তিনি। ফাঁকে ফাঁকে অ্যাথলেটিকস চালিয়ে গেছেন। এর মাঝেই ২০১৮ সালে সামার মিটে অংশ নিয়ে রৌপ্যপদক জয় করেন। ২০১৯ সালে আন্তঃবাহিনীতে স্বর্ণ জেতার পর চলে যান মিশনে। দেড়-দুই বছরের বিরতি দিয়ে ২০২২ সাল থেকে আবার নিয়মিত হন অ্যাথলেটিকসে।

আর এখন তো অ্যাথলেটিকসই জীবন তাঁর। যে জীবনকে আরও রঙিন করতে চান তিনি।

আরও বেশি গোল করতে চান আল-আমিন

তোফায়েল আহমেদ

মাত্র এক মৌসুমেই যেন বদলে গেছে মোহাম্মদ আল-আমিনের জীবন চাকা! ২০২৪-২৫ সালে ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম সত্যিই দুহাত ভরে দিয়েছে নীলফামারীর এই ফুটবলারকে। বাংলাদেশ পুলিশ এফসির হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। গোল করে নজরও কেড়েছেন সবার। সুবাদে খুলে যায় জাতীয় দলের দরজাও। স্বপ্নময় এক মৌসুমই বলতে হবে। আর ক্লাব ক্যারিয়ারে এক মৌসুমে ভালো করলে তো পরের মৌসুমে আবারও বড় কিছুর সম্ভাবনার পথও খুলে। ২১ বছর বয়সী আল-আমিনের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। আসছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য তাঁকে নিজেদের করে নিয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্লাব আবাহনী লিমিটেড। যে ক্লাবে খেলার স্বপ্ন সব সময়ই দেখেছেন আল-আমিন।

'আবাহনীর মতো ক্লাবে যদি আমি খেলতে পারতাম, এমন একটা স্বপ্ন আমি সব সময় দেখতাম। আবাহনী অনেক বড় দল। আবাহনীর জার্সির যে ওজন, এটা অনেক হাই। আবাহনীর সমর্থকও অনেক বেশি। সব মিলিয়ে আমার জন্য স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার।' সম্প্রতি আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে একান্ত আলাপে এভাবেই বলছিলেন আল-আমিন।

পুলিশ এফসির হয়ে গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ১৩ গোল করেন আল-আমিন। দেশি ফুটবলারের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আর ফেডারেশন কাপে করেন ২ গোল। লিগের প্রথম পর্বটাই বেশি ভালো কাটে তাঁর। যে পর্বে ৭ গোল করেন তিনি। গোল করার সঙ্গে প্রতিপক্ষের রক্ষণে তাঁর যে ক্ষিপ্রতা, সেটা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই তো লিগের প্রথম পর্বের পারফরম্যান্সের সুবাদেই প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যোয়াডেও সুযোগ মিলে তাঁর।

গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের ম্যাচে প্রথমবার ক্যোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হন। অভিষেক হয় অবশ্য গত জুনে ঘরের মাঠে ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। পরে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়েও খেলেছেন বদলি হিসেবে।

স্বাভাবিকভাবেই এবারের বদল আল-আমিনকে ঘিরে আগ্রহ ছিল অনেকের। একাধিক বড় ক্লাব ছিল সেই তালিকায়। তবে আল-আমিন ক্লাব বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রেখেছেন, কোথায় গেলে খেলার সুযোগ পাবেন বেশি। এমন কোনো ক্লাবে তিনি যেতে চাননি, যেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে থাকতে হবে। তবে আবাহনীতেও চাইলেই যে খেলে ফেলতে পারবেন না, এটা তাঁর মাথায় ভালোভাবেই আছে। আকাশি-নীল জার্সি গায়ে জড়িয়ে তাই তো বলছেন, 'এই মৌসুম আবাহনীতে আছি। সামনে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের খেলা আছে আমাদের। সেই লক্ষ্যেই এখন অনুশীলন করছি। আর নিজেকে প্রমাণের অনেক কিছু বাকি আছে। এখন নিজেকে প্রমাণ করে আবাহনীর সেরা একাদশে জায়গা করে নিতে চাই।'

ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুমে খেলা মাঠে গড়াবে সেপ্টেম্বরে। তাঁর আগে গত ১ জুন শুরু হওয়া দলবদল চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। তবে আবাহনী অন্যদের থেকে আগেই দল গুছিয়ে নিয়েছে। কারণ ১২ আগস্ট এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফ ম্যাচ রয়েছে তাঁদের। সেই লক্ষ্যে গত ১৭ জুলাই থেকে কোচ মারুফুল হকের অধীনে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি শুরু করেছে দলটি। আর ওই দিন থেকেই আবাহনীর অনুশীলনের অংশ আল-আমিন।

নতুন এই জার্সির সময়ে পুলিশ এফসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলেননি আল-আমিন, 'গত মৌসুমে পুলিশ এফসিতে যোগ দেওয়ার আগে আমি ক্লাব পাচ্ছিলাম না। অনেক সাফার করতে হয়েছে আমাকে। পরবর্তীতে এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে পুলিশ দলে যোগ দিই। সেখানে যাওয়ার পর মৌসুমটা অনেকটা ভালো গেছে। আমি তাঁদের কাছে অনেক ঋণী।'

আল-আমিনের ঋণ থাকবে গোটা ২০২৪-২৫ মৌসুমের কাছেই। কারণ এ মৌসুমে তো এক অর্থে তাঁর

পুনর্জন্মই হয়েছে। একটু পেছন ফিরে গেলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ২০২০-২১ মৌসুমে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের হয়ে তাঁর দেশের শীর্ষ ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল। কিন্তু অভিষেক মৌসুমের তাঁর নামের সঙ্গে লেগেছিল কালি। তাঁর ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিং, অনলাইন বেটিংয়ের অভিযোগ উঠে। পরে প্রমাণ মেলায় দুই মৌসুমের জন্য প্রিমিয়ার লিগে নিষিদ্ধ হয় ক্লাবটি। সঙ্গে একাধিক খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাও শাস্তির আওতায় আসেন। যাদের মধ্যে ছিলেন আল-আমিনও। তাকে প্রথমে ৩ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। পরে আপিলে নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে ১ বছরে। যদিও ওই ঘটনায় নিজেকে সব সময়ই নির্দোষ দাবি করেছেন এসেছেন আল-আমিন। আর ওই এক বছর যে কতটা কঠিন ছিল, সেটার বর্ণনায় একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ফুটবলই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

পরে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপিয়ে ২০২৩-২৪ মৌসুম দিয়ে ফের তাঁর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা। এরপর ২০২৪-২৫ মৌসুম। যে মৌসুমে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব নিজেদের সরিয়ে নেয়। তাতে আল-আমিনও পড়ে যান বিপাকে। এক পর্যায়ে কোনো ক্লাবই পাচ্ছিলেন না। পরবর্তীতে পুলিশ তাঁকে দলে নিলে নিজেকে চেনান নতুন রূপে। সেই দিনগুলো মনে করে আল-আমিন বলেন, 'এক সময় আমি ক্লাব পাচ্ছিলাম না, যখন আমি গোল করা শুরু করি তখন আমাকে নিয়ে আগ্রহ বাড়ে। এখন পর্যন্তও অনেক ক্লাবের অফার আছে আমার কাছে। কিন্তু আমি আবাহনীকেই বেছে নিয়েছি। কারণ আবাহনী অনেক বড় ক্লাব।' আর এই বড় ক্লাবের হয়ে আরও বেশি গোল করার লক্ষ্য ঠিক করেছেন আল-আমিন, 'এখন আবাহনীতে আছি। ইনশাআল্লাহ চেষ্টা থাকবে সেরা একাদশে খেলার। আর এর আগের মৌসুমে যেমন গোল পেয়েছি, ইনশাআল্লাহ এটাও চেষ্টা থাকবে যে এই মৌসুমে আরও বেশি বেশি গোল করব।'

হকি নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখছেন হাওরকন্যা ইমা

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

প্রথমবার এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের হকিতে খেলে ব্রোঞ্জপদক জয় করেছে বাংলাদেশ। এই দলের গর্বিত সদস্য নাদিরা তালুকদার ইমা। চীনের মাটিতে পাওয়া এই সাফল্য আরও বেশি স্বপ্নবান করে তুলেছে তাঁকে। দেশের জনপ্রিয় খেলা হকি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের বড় একটা অংশ আর সেভাবে স্বপ্ন দেখেন না। মোটকথা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ও সার্ভিসেস দলগুলোর কল্যাণে বেঁচে আছে বল-স্টিকের খেলাটি। হকিতে নিজেকে সপে দিয়েছেন ইমা। এরই মধ্যে পরিচিতি পেয়েছেন হাওরকন্যা হিসেবে। খেলেছেন সবশেষ অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় দলের হয়ে। চীনে বয়সভিত্তিক এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলার সুযোগ ঘটেছে ইমার। হকি নিয়েই এখন আবর্তিত হচ্ছে তাঁর সবকিছু। বাংলাদেশ নারী দলের হকি দলের খেলোয়াড় হয়ে জাতীয় দলে অবদান রাখতে চান। সুনামগঞ্জের হাওরের গ্রাম থেকে উঠে আসা এই মেয়ে একের পর এক অংশ নিচ্ছে হকির আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে। সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাঁক ইউনিয়নে হাওরপাড়ের গ্রাম ঢালাগাঁওয়ের সন্তান ইমা এখন লাল-সবুজ জার্সিতে পরিচিত মুখ। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অভিষেক হওয়ায় ইমাকে 'হাওরকন্যা' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।

দেশের খেলাধুলার সূতিকাগার বিকেএসপি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইমা নিজেকে হকি খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলেছেন। চলতি বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জাতীয় দলে তাঁর জার্সি নম্বর ১৬। চীনে অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল গ্রুপ পর্বে জাপান, উজবেকিস্তান ও হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ দল। গ্রুপ পর্বের বাধা পার হয়ে সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ মিলেছিল। মুসলিম তালুকদার ও মাজেদা তালুকদারের ৯ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ইমা। ছোটবেলা থেকে ডানপিটে হওয়ায় খেলাধুলার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় যে এমন পারদর্শিতা দেখাতে পারে, তা প্রথম থেকেই পরিবারের ধারণা ছিল।

ইমার আগ্রহের ফলে পরিবারের সবার মত নিয়ে ইমাকে বিকেএসপিতে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর ক্রীড়া জীবনের যাত্রা। এর আগে ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করেন। ওই বছর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপ হকিতে রানার্সআপ হওয়া বাংলাদেশ দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর পর একই বছর ডিসেম্বরে ওমানে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ হকিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ দল। আসরে ১০টি দলের মধ্যে নবম স্থান অর্জন করে লাল-সবুজ প্রতিনিধিরা। নাদিরা তালুকদার ইমা হকি নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, 'বিকেএসপিতে ভর্তির পর হকি নিয়ে স্বপ্নটা আমার অনেক বেড়ে গেছে। বিকেএসপি থেকে শুরু করে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। প্রতিদিন নিজের ভুলগুলো শুধরে নতুন করে শুরু করতে চাই। এখন আমার স্বপ্নের প্রায় সবটাই আবর্তিত হচ্ছে হকি নিয়ে'।

বিকেএসপিতে খেলার সময়ই জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। চীনে অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে খেলাটাকে জীবনের অনেক বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন। সেই ছোটবেলা থেকেই ইমা খেলাধুলা পছন্দ করতেন। পরিবারের পক্ষ থেকে কখনই তাঁর পছন্দকে অগ্রাহ্য করেননি। ইমা এখন পুরো সুনামগঞ্জ জেলার গর্ব হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেছেন। বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে খেলার ধারাবাহিকতায় এখন সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল নাম হয়ে উঠছেন ইমা। হাওরের বুক চিরে উঠে আসা এই কিশোরী এখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আসরে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখন বয়সভিত্তিক দলের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় দলে নিয়মিত খেলে দেশের সাফল্যে অবদান রাখতে চান। ইমার সাফল্য প্রমাণ করে সুযোগ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং পরিবারের পূর্ণ সমর্থন পেলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ উঠে আসতে পারে। ইমাও চাইছেন হাওর থেকে আরও তরুণ খেলোয়াড় উঠে আসুক।

অভিষেকে নজর কাড়লেন ইসমাইল

হকির ছোট ক্যারিয়ারে যে ছেলেটি মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামও ঠিকমতো চেনেন না, সেই ছেলেটিই চীনের দাহুজ শহর মাতিয়ে এলেন। শুধু যুব এশিয়া কাপ মাতিয়েই এলেন না, সেই সঙ্গে আগমনী বার্তাও দিয়ে এলেন এশিয়ান হকিতে আমিও উঠে আসছি। অভিষেক টুর্নামেন্টে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে যেমন সবার নজর কেড়েছেন, ঠিক তেমনটি হ্যাটট্রিকসহ ৮ গোল করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতেও পরিণত হয়েছিলেন। এতক্ষণ ধরে যার এমন বর্ণনা দিয়ে আসছিলাম তিনি হলেন চট্টগ্রাম হাটহাজারীর ছেলে মো. ইসমাইল হোসেন। পারিবারিকভাবে সবাই তাঁকে বাবু নামে চেনলেও হকি আঙিনায় তিনি ইসমাইল নামেই বেশি পরিচিত। প্রথমবারের মতো এ বছর অনূর্ধ্ব-১৮ দলে সুযোগ পেয়ে যেভাবে নিজেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে মেলে ধরেছিলেন তারই প্রতিদান হিসেবে আসন্ন যুব বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রাথমিক ক্যাম্পেও জায়গা করে নিয়েছেন। তবে ১৭ বছর বয়সী এ উদীয়মান তারকা বয়সভিত্তিক আসর উতরিয়ে দ্রুতসময়ের মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চান।

ইসমাইল এক প্রশ্নে বলেন, ১৩ বছর বয়সে হকির সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে উঠে। স্থানীয় কোচ আজিম উদ্দীন হোটন স্যারের কাছে খেলা শেখা শুরু করি। ক্যাম্পাস হকি একাডেমিতে অনুশীলন করতাম। সবার মতো আমারও স্বপ্ন ছিল বিকেএসপিতে ভর্তি হব। কিন্তু কিভাবে ভর্তি হব, তা জানা ছিল না। বিকেএসপিতে অধ্যয়নরত পারভেজ নামে এক বড় ভাইয়ের কাছে বিস্তারিত জেনে আসার পর আত্মবিশ্বাস জন্মালো। ট্রায়ালের জন্য নিজেকে তৈরি করতে শুরু করলাম। একসময় সেখানে ট্রায়ালও দিলাম। ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম। চট্টগ্রাম থেকে ২০২১ সালে বিকেএসপিতে চলে এলাম। শুরুতে তো কিছুই পারতাম না। তবে দেশবরেণ্য কোচদের সান্নিধ্য পেয়ে ধীরে ধীরে হকির কলাকৌশল রপ্ত করতে শেখলাম। টুকটাক খেলারও সুযোগ পেতাম। এভাবে একটু আধটু করে আমার এগিয়ে চলা।

অপর প্রশ্নে ইসমাইল বলেন, এ বছর প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাম্পে ডাক পেলাম। ট্রায়ালে ভালো করলাম। মূল দলে সুযোগ হলো। জুন-জুলাই মাসে চীনে এশিয়া কাপ খেলতে গেলাম। সেখানে ৬ ম্যাচে হ্যাটট্রিকসহ ৮ গোল করলাম। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছি। স্বাগতিক চীনের সঙ্গে দুটি গোল করার পাশাপাশি ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছি। পাকিস্তানের সঙ্গেও ২টি গোল পেয়েছি। জাপানের সঙ্গে এক গোল করেছি। ইসমাইল জানান, অনূর্ধ্ব-১৮ দলে ভালো করায় যুব বিশ্বকাপ ক্যাম্পে ডাক পেয়েছি। পারফরম্যান্স ধরে রেখে এখানেও উত্তীর্ণ হতে চাই। আমার স্বপ্ন জাতীয় দলের হয়ে খেলা। সেই স্বপ্নপূরণে পড়াশোনার পাশাপাশি কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছি। যদিও ঘরোয়া লিগে তাঁর অভিষেক হয়নি। তবে যুব এশিয়া কাপ খেলে আসার পর ঢাকার ক্লাবগুলো তাঁকে দলে ভেড়াতে এখন আগ্রহ দেখাচ্ছে।

এদিকে জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৮ দল ও বিকেএসপি কোচ মওদুদুর রহমান শুভ বলেন, ইসমাইলের উত্থান অনেকটা স্বপ্নের মতো। এ বছর বয়সভিত্তিক প্রাথমিক ক্যাম্পে ডাক পেয়েছিল। দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে দলে জায়গাও পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, চীনে গিয়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছিলেন। অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে এখন যুব বিশ্বকাপের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন। আমার ধারণা হয়ত অল্পসময়ের মধ্যে জাতীয় দলেও জায়গা করে নেবে।

মোরসালিন আহমেদ

একনজরে...

নাম	: মো. ইসমাইল হোসেন
ডাক নাম	: বাবু
পিতা	: মো. বাবুল
মাতা	: ইয়াছমিন আক্তার
জন্ম তারিখ	: ১০.০১.২০০৮
জন্মস্থান	: জোবরা, হাটহাজারী
জেলা	: চট্টগ্রাম
ভাই-বোন	: ১ ভাই, ১ বোন
নিজ অবস্থান	: সবার ছোট
উচ্চতা	: ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি
ওজন	: ৬২ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি প্রথম বর্ষ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিকেএসপি
বিকেএসপিতে ভর্তি	: ২০২১
পরিচিতি	: হকি খেলোয়াড়
খেলার পজিশন	: ফরওয়ার্ড
হকিতে না এলে	: ব্যবসা
খেলা শুরু	: ২০২১
জাতীয় পর্যায়	: ২০২৩
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৫
হাতেখড়ি	: আজিম উদ্দীন হোটন
প্রিয় কোচ (দেশ)	: মশিউর রহমান বিপ্লব, জাহিদ হোসেন রাজু, মওদুদুর রহমান শুভ
প্রিয় কোচ (বিদেশ)	: ইমাম গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি, মালয়েশিয়া
প্রিয় খেলোয়াড়	: ব্লেক গর্ভাস, অস্ট্রেলিয়া
অনুসরণ করেন যাকে	: রকিবুল হাসান রকি
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: বিরিয়ানি
প্রিয় রং	: সাদা
প্রিয় শখ	: বিদেশে ভ্রমণ
পছন্দ	: পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো
অপছন্দ	: মাদক
অবসরে	: মুভি
আদর্শ	: ইয়াছিন আক্তার (মা)
বিদেশ ভ্রমণ	: চীন

জেলা পর্যায় সাফল্য : ২০২৩ সালে বাংলাদেশ যুব গেমস চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে ব্রোঞ্জপদক জয়

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য : ২০২৫ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ এশিয়া কাপ হকি, চতুর্থ স্থান

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : অলিম্পিক গেমস।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৯ ♦ সংখ্যা ২ ♦ ১ আগস্ট ২০২৫ ♦ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২

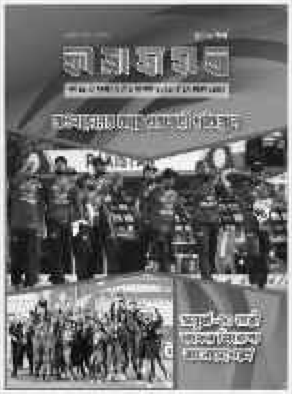

বাংলাদেশের কাছে ধরাশায়ী পাকিস্তান ৬

স্বাগতিক বাংলাদেশ ঘরের মাঠে দারুণ খেলে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে শক্তিশালী পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে। সব বিভাগেই বাংলাদেশ দল দেখিয়েছে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা। তরুণদের পারফরম্যান্স বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। বাংলাদেশের এই সিরিজ জয় শুধু পরিসংখ্যানেই নয়, মানসিক দৃঢ়তারও প্রমাণ। পাকিস্তানের বিপক্ষে অতীতের পরিসংখ্যান অনুকূলে না থাকলেও এবারের সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাইগাররা। অধিনায়কত্ব, কোচিং ও দলীয় সমন্বয়ের সাফল্যও এতে স্পষ্ট। এই জয় ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। যদিও তৃতীয় ম্যাচটিতে শোচনীয়ভাবে হেরে যাওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল না।

সূচিপত্র

পুরো ক্রীড়াঙ্গনকে বীমার	২	জাতীয় ব্যাডমিন্টনে	৩৪
সম্পাদকীয়	৩	সারোয়ারের আক্ষেপ	৩৬
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪	আরও বেশি গোল	৩৮
বাংলাদেশের কাছে ধরাশায়	৬	হকি নিয়ে বড় স্বপ	৩৯
এবারও জুনিয়র টাইগারদের	৯	অভিষেকে নজর	৪০
আরেকটি ইতিহাস হবে কী	১০	এবার পর্তুগালে স্বর্ণ	৪১
লক্ষ্য এবার এএফসি অনূর্ধ্ব-	২০	সবার জন্য ক্রীড়াঙ্গন	৪২
আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংসের	১৩	শহীদ আবু সাঈদ টুর্নামেন্টে	৪৩
দলবদলের বাজারে	১৪	পুরো দায়িত্বটাই এখন	৪৪
অবশেষে যুব বিশ্বকাপ হকির	১৫	কুইজমালা	৪৬
বড়দের পথে হাঁটছে ছোটরা	১৬	এ ছবি কার	৪৭
হংকং ম্যাচের আগে নেপাল	১৮	হারের বৃত্ত ভেঙে	৪৮
চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স	২০	'কিপ্টে' মোস্তাফিজ	৫০
জাকের আলীর প্রথম অর্জন	২২	নিজের কাজটা করে যাচ্ছে	৫২
প্রথম বিভাগ লিগে ইসফট	২৪	ঢাকার ফুটবলের গোড়ার	৫৪
একনজরে সাবিনা	২৫	জাতীয় উশুতে নতুন চ্যাম্পিয়ন	৫৬
প্রতীকী ম্যারাথন	২৬	শব্দজট	৫৭
ভুটান লিগে	২৭	বাংলাদেশকে হারিয়ে ইতালির	৫৮
অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের	২৮	রূপকথা নয়, চেলসি কথা	৬০
এশিয়া কাপ হকিতে	৩০	ফুটবলে গোলমেশিন	৬২
সিংহের দেশে বাঘের	৩২	ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের	৬৪

অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের শিরোপা ২৮

অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফর্ম করে আবারও শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এই জয় শুধু সাফল্য নয়, আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, যা দেশের নারী ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে। এই জয় অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

জাতীয় ব্যাডমিন্টন ৩৪

৩৯তম জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ বেশ সাড়া জাগায়। প্রাইজমানি খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দেয়। জমজমাট এই আয়োজনে চমক দেখিয়েছেন নাছিমা খাতুন। জিতেছেন ত্রিমুকুট। পুরুষ এককে হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতেছেন খন্দকার আবদুস সোয়াদ।

‘পুরো ক্রীড়াঙ্গনকে বীমার আওতায় আনা হচ্ছে’

মোরসালিন আহমেদ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) ক্রীড়াবিদদের বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনকে অবহিত করা হচ্ছে। শিগগিরই একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিতে যাচ্ছে পুরো ক্রীড়াঙ্গন। যেকোনো খেলাধুলায় যেকোনো সময় সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদরা ইনজুরিতে পড়তে পারেন এটাই স্বাভাবিক। এমনকি তাঁরা অহরহ ইনজুরিতেও পড়ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ যোগাড়ে তাঁদের অনিশ্চয়তার মুখেও পড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইনজুরিতে পড়ে অনেক প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়রা ক্যারিয়ার গড়ার আগেই ছিটকে পড়েছেন- এমন ঘটনাও দেশে কম নয়। তবে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ক্রীড়াবিদকে ইনজুরিতে পড়ে চিকিৎসার অভাবে ক্যারিয়ার শেষ করতে না হয়, এমন সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এনএসসি পুরো ক্রীড়াঙ্গনকে বীমার আওতায় আনতে চাচ্ছে। ২৬ জুলাই বাংলাদেশ অলিম্পিক ভবনের ডাচ বাংলা অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলনে ক্রীড়াবিদদের বীমার আওতায় আনার কথা উল্লেখ করেন এনএসসি সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের তালিকাভুক্ত ৫১টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। যেখানে অসংখ্য তারকা ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি অনেক উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল ক্রীড়াবিদ রয়েছেন। বছরে এদের একটি অংশ প্রায় সময় ইনজুরিসহ নানারকম সমস্যায় ভোগেন। যা তাঁদের ক্যারিয়ার গড়তে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। এমন বাস্তবতা নতুন নয়। তাঁদের ইনজুরির সময় চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতেই আমরা তাঁদেরকে বীমার আওতায় আনতে চাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হচ্ছে। উৎসাহিত করা হচ্ছে। এনএসসি সচিব আরও বলেন, কোনো ক্রীড়াবিদ ভবিষ্যতে ইনজুরিতে পড়ে তাঁদের ক্যারিয়ার শেষ হোক তা আমরা চাই না। সব পরিস্থিতিতেই তাঁদের পাশে থাকতে চাই। বীমার মাধ্যমে চিকিৎসা খরচের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। বীমার আওতায় ক্রীড়াবিদরা আরও কী কী সুবিধা পেতে পারেন সেগুলোর সম্ভাব্যতাও আমরা যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত করতে চাচ্ছি।

কাবাডি ফেডারেশনকে ভেন্যু লিজ প্রদান

এদিকে এনএসসি ২০ বছরের জন্য গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অনুকূলে লিজ প্রদান প্রসঙ্গে এনএসসি সচিব মো. আমিনুল ইসলাম জানান, যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স কাবাডি ফেডারেশনকে লিজ প্রদান করেছি। তারা আগ্রহী ছিল। তাই তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। যে কোনো ফেডারেশন এরকম ক্রীড়া কমপ্লেক্স করার জন্য আবেদন করলে আমরা ঢাকার বাইরে দিতে আগ্রহী। অপর এক প্রশ্নে বলেন, ইতিবাচক ধারণা নিয়েই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা নেতিবাচক ধারণা আমাদের পিছিয়ে দেয়।

জাতীয় কাবাডি শুরু

তারুণ্যের উৎসবকে সামনে রেখে ২৯ জুলাই থেকে দেশব্যাপী জাতীয় কাবাডি (পুরুষ ও নারী) চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। ৮টি জোনে দেশের সবকয়টি জেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর নামে জোনগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। জোনগুলো হচ্ছে পদ্মা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, রূপসা, ধানসিঁড়ি, সুরমা ও মধুমতি। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ বলেন, পদ্মা জোন দিয়ে জোনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হয়ে মধুমতি জোন দিয়ে শেষ হবে। প্রতিটি জোনের খেলার জন্য নির্দিষ্ট ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্মা জোনের খেলা বগুড়া জেলায়, তিস্তা জোনের খেলা রংপুর জেলায়, ব্রহ্মপুত্র জোনের খেলা টাঙ্গাইল জেলায়, কর্ণফুলী জোনের খেলা কুমিল্লা জেলায়, রূপসা জোনের খেলা যশোর জেলায়, ধানসিঁড়ি জোনের খেলা বরিশাল জেলায়, সুরমা জোনের খেলা সিলেট জেলায় এবং মধুমতি জোনের খেলা গোপালগঞ্জের বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাবাডি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অপর প্রশ্নে এসএম নেওয়াজ সোহাগ বলেন, জোনাল পর্যায়ের খেলা শেষে প্রতিটি জোনের বিজয়ী দল নিয়ে আন্তঃজেলা চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখান থেকে সেমিফাইনালিস্ট চারটি দল সার্ভিসেস দলের সঙ্গে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের যুগ্মসম্পাদক আবদুল হক এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও পুলিশের ডিআইজি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

মাসিক বেতনের আওতায় আসছেন মেয়েরা

এদিকে প্রথমবারের মতো কাবাডি খেলোয়াড়রা মাসিক বেতনের আওতায় আসছেন। প্রাথমিকভাবে বাহরাইনে অনুষ্ঠিতব্য ইয়ুথ এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে যাওয়া ২০ জন সদস্যবিশিষ্ট মেয়েদের মাসিক বেতনের আওতায় আনা হচ্ছে। মেয়েদের দলের পর পর্যায়ক্রমে ছেলেদের কাবাডি দলের খেলোয়াড়দেরও মাসিক বেতনের আওতায় আনা হবে। কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ বলেন, মাসিক বেতনের আওতায় শুরুতে সবাই দশ হাজার টাকা করে পাবেন। টাকার পরিমাণটা কম হলেও ভবিষ্যতে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি পাবে। আপাতত সামান্য এ অর্থ দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি এটাই সবচেয়ে বড় কথা। যা দেশের কাবাডি অঙ্গনে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এক পরিবর্তন। এ পদক্ষেপ কাবাডির উন্নয়নে একটি বড় মাইলফলক। এভাবেই আমরা ভবিষ্যতের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাই।

নারী বিশ্বকাপ স্থগিত

আগামী ৩-১০ আগস্ট ভারতের হায়দরাবাদে দ্বিতীয় নারী বিশ্বকাপ কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২৬ জুলাই বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন রূপালি আক্তারকে (সিনিয়র) অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের নাম ঘোষণা করে। ঘোষিত দলের সদস্যরা হলেন- রূপালি আক্তার (সিনিয়র) অধিনায়ক, শ্রাবণী মল্লিক, বৃষ্টি বিশ্বাস, স্মৃতি আক্তার, রেখা আক্তার, মেঘি চাকমা, রূপালি আক্তার (জুনিয়র), দিশা মনি সরকার, সুচরিতা চাকমা, খাদিজা খাতুন, সোবা আক্তার, তাহরিম, ইসরাত জাহান সাদিকা, আঞ্জুআরা রাত্রি। স্ট্যান্ড বাই ছিলেন লাকি আক্তার। কোচ শাহনাজ পারভীন মালেকা ও আরদুজ্জামান মুন্সী। ম্যানেজার মনির হোসেন। ইন্টারন্যাশনাল টেকনিক্যাল অফিসিয়াল স্বপন খান। দল ঘোষণার মাত্র তিন ঘণ্টা পরই আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন ও স্বাগতিক ভারতের এক ই-মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জানতে পারে নারী বিশ্বকাপ কাবাডি স্থগিত করা হয়েছে। তবে কবে ফের শুরু হতে পারে কিছুই জানানো হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রো-কাবাডি লিগ শেষে নারী বিশ্বকাপ কাবাডি মাঠে গড়াতে পারে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

বাজেট-কাম-অডিট অফিসার

মো. তাইজুল ইসলাম

আলোকচিত্র শিল্পী

আশীক আল অনিক

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রচার সহকারী

রাকিবুল হাচান

সিনেমা প্রজেকশনিস্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ
রিমা আক্তার

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের নারী ফুটবলে সম্ভাবনা কতটুকু?

বাংলাদেশের নারীরা ফুটবল খেলবেন, একটা সময় এমন চিন্তাভাবনা করাই যেত না। সামাজিক বাধা, অবকাঠামোর অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং পরিবার-সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের মাঠে আসার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। তবে গত প্রায় দুই দশকে দৃশ্যপট অনেকটাই বদলেছে। এখন কিশোরী ফুটবলারদের চোখে অপরিমেয় স্বপ্ন, মাঠে অপরিসীম সাহস আর সাফল্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক অর্জন। এই স্বপ্ন, সাহস ও সাফল্য প্রমাণ করে যে, প্রতিভার অভাব নয়, বরং সঠিক পরিচর্যা ও সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছে আমাদের মেয়েরা। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নারী ফুটবলের এক নবযাত্রার সূচক। এসব সাফল্যের পেছনে আছে কঠোর পরিশ্রম, সংগঠিত প্রশিক্ষণ ও নারী ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বড় সাফল্য পাওয়ার বীজ বুনে দিয়েছেন নারী ফুটবলাররা, এই বীজ থেকে আমরা কী অর্জন করতে চাই, সেই আলোকে সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

নারী ফুটবলের সম্ভাবনার কথা বললে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। প্রত্যন্ত এলাকার কিশোরী মেয়েরা এখন বেশি করে ফুটবল খেলায় আকৃষ্ট হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, অপর্যাপ্ত হলেও বয়সভিত্তিক ও ঘরোয়া লিগ আয়োজন করা হচ্ছে, যা নারী ফুটবলকে সমৃদ্ধ করছে। তৃতীয়ত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে। এখন অনেক পরিবার মেয়েদের ফুটবল খেলাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করছেন। যদিও অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়াটাই হয়ে উঠেছে বড় একটা ফ্যাক্টর। চতুর্থত, মিডিয়ার ভূমিকাও প্রশংসনীয়। পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ছে। ফলে অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস দুটোই বাড়ছে নারী খেলোয়াড়দের।

তবে সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। নারী ফুটবলারদের জন্য পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা এখনও অনুপস্থিত। অধিকাংশ ক্লাব নারী দল গঠনে আগ্রহ দেখায় না। পেশাদার লিগ পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। নারীদের কোনো প্রতিযোগিতাই নিয়মিত আয়োজিত হয় না। ঘরোয়া ফুটবলে প্রতিযোগিতামূলক খেলার যদি সুযোগ প্রসারিত না হয়, তাহলে অগ্রগতি হবে কীভাবে? অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ভালো সুব্যবস্থা নেই। খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, নিরাপত্তা ও আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত না করলে এই সম্ভাবনা বেশি দূর এগোতে পারবে না। এছাড়া গ্রাম আর শহরের বৈষম্য, কোচিং স্টাফ ও ট্রেনিং অবকাঠামোর ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রস্তুতির অভাব এখনও বড় অন্তরায়। আরও একটি বড় সমস্যা হলো, নারী ফুটবলারদের অনেকেই সামাজিক বাধার মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল পর্যায়ে অনেক জায়গায় ক্রীড়াকে ছেলেদের বিষয় হিসেবেই দেখা হয়। ফলে অনেক প্রতিভা অঙ্কুরেই ঝরে পড়ে। ভবিষ্যতে নারী ফুটবলকে এগিয়ে নিতে হলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশ নারী ফুটবলে এখন যে সম্ভাবনার আলো জ্বলছে, সেটিকে পূর্ণ বিকাশে রূপ দিতে প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক সহায়তা। যদি এই তিনটি স্তম্ভ সুদৃঢ় করা যায়, তবে একদিন বাংলাদেশের নারী দল বিশ্বকাপের মঞ্চেও দেখা দিতে পারে, এটি আর কল্পনা নয়, বরং বাস্তব এক সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে কি কাজে লাগানো যাবে?

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি শুভলাভ প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

২৫ বছর পরেও শক্ত অবস্থানে নেই বাংলাদেশ

২৫ বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেললে তার ফলাফলে কী পেল বাংলাদেশ? ২৬ জুন, ২০০০ সাল দিনটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বিশেষ কিছু। এই দিনই যে বাংলাদেশের অপেক্ষা ঘুচে গিয়েছিল। টেস্টের কুলীন ফরম্যাটে খেলার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার শেষ ধাপটা পেরিয়ে গিয়েছিল দলটা। তা রাঙাতে বিসিবির সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! নানা কর্মসূচিতে ২৫ বছর আগের সে প্রাপ্তিকে স্মরণ করতে চাইছে দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ এই প্রতিষ্ঠানটি। তবে মাঠের ক্রিকেট কী বলে? ক্রিকেটাররা কী রজতজয়ন্তীটা রাঙাতে পারছেন? বাংলাদেশ কিছু দিন আগে সফরে ছিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পর কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্টের লড়াইয়ে ছিল দলটা। যদিও পরিস্থিতিটা ভালো নয়, ২৪৭ রানে অলআউট হয়ে বাংলাদেশ বোলিংয়েও আছে বেশ চাপে। হয়তোবা এ ম্যাচটি হারতেও পারে বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতি অবশ্য বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। টেস্টে এমন দৃশ্য তো দলটার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারই! এই যে ২৫ বছর পার হলো টেস্ট ক্রিকেটের, সময়টা কিন্তু কম নয়। একটা দেশ গড়ে ফেলার জন্যও সময়টা বেশ বড়, ক্রিকেটীয় মানচিত্রে বড় জায়গা করে নেওয়ার জন্য তো সময়টা যথেষ্টর চেয়েও বেশি কিছু। উদাহরণ হিসেবে কাছের দেশ আফগানিস্তানই আছে। দেড় দশক আগের আইসিসি ওয়ানডে লিগ খেলা দলটা এখন খেলছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। কিন্তু ২৫ বছর পেরিয়ে টেস্টে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায়? আর টেস্ট তো বটেই, অন্য কোনো ফরম্যাটেও এখনো বাংলাদেশ দলের উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য আসেনি যা সত্যিই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ দলকে নিয়ে এ লেখাগুলো লেখার কারণ হচ্ছে যে, কিছুদিন আগে যে টেস্ট ক্রিকেটের ২৫ বছর রজতজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের উন্নতির জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশ ও জাতির উন্নতি হবে বিদেশে সুনাম বাড়বে এদেশের ক্রিকেটের, সেদিক নিয়ে একটু ভাববার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইলো। এ ব্যাপারে একটু ভাববে বিসিবি এবং সংশ্লিষ্ট সবাই। এটা কামনা রইল।

সুরাইবা বিনতে আলম, টেক্সটাইল, পূর্ব নাসিরাবাদ, টেকনিক্যাল বায়জিদ, চট্টগ্রাম, মোবাইল নং- ০১৬৩০৫১৯৬৯৬

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

আমাদের ক্রিকেট খেলা নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, ম্যাচ রিডিংয়ের অভাব এবং সবচেয়ে বড় কথা পেশাদারিত্বের সংকট চোখে পড়ার মতো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানে শুধু স্কিল নয়, মানসিক দৃঢ়তাও লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেন বারবার প্রমাণ করে চলেছে, বড় ম্যাচে তাঁদের দায়িত্ববোধ গুহাচারী প্রাণীর মতো নিখোঁজ। জেতা ম্যাচ এভাবে হেরে গেলে প্রশ্ন উঠবেই, এ দল আসলে কতটা ম্যাচিউর? আর কতদিন এমন ব্যর্থতা কাঁধে নিয়ে চলতে হবে? বাংলাদেশের ক্রিকেটের সময় এসেছে কড়া জবাবদিহি এবং দলকে শুধরানোর। কারণ, এমন লজ্জাজনক পরাজয় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের কী সময় সুযোগ এখনো আসেনি যে দলকে একটি শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত করার? আমরা আর কতকাল পিছিয়ে থাকব? আমরা জানি, বর্তমান সময়ে শ্রীলঙ্কা দলটা অনেকটা দুর্বল, তাঁরা এখনো গুছিয়ে উঠতে পারছে না। আমাদের দলটা তো মোটামুটি ব্যালেন্সড একটা দল লঙ্কানদের তুলনায়, সে হিসেবে আমরা কেন টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ বাজেভাবে হারলাম? আমাদের ক্রিকেট খেলাটারও সংস্কার করার প্রয়োজন।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল), কালাম উল্লাহ বাড়ি, আমতলী, আলম মনজিল, মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম-৪৩৫২। মোবাইল নং- ০১৮১৫৩৯৪০৫১।

নারী ফুটবলারাই সফল

ইতিহাস গড়ে এবং রেকর্ড সৃষ্টি করে প্রথমবার নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে এখন বাংলাদেশ দল। সব ম্যাচে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করে লাল-সবুজের দল এশিয়ান কাপের টিকিট কাটল। ১৯৮০ সালে প্রথমবার এশিয়ান কাপ খেলেছিল বাংলাদেশ পুরুষ ফুটবল দল। তবে নারী ফুটবল দলের কখনও এশিয়ার শীর্ষ পর্যায়ে খেলা হয়নি। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূলপর্বে উঠল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসবে এই আসর। এই আসরেও আমাদের মেয়েরা ভালো পারফরম্যান্স করে সফলতা লাভ করতে পারবে এমনটিই প্রত্যাশা রইল। এই নারী ফুটবলারাই একদিন মহিলা বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে। যেখানে ছেলে ফুটবলাররা সফল হতে পারে না, সেখানে আমাদের নারীরা আজ আমাদের দেশকে এবং পতাকাকে সম্মানিত করতে পারছে বিশ্ব দরবারে, এটাই আমাদের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিরাট কিছু। এমনিতেও গত দুই তিন বছর ধরে আমাদের নারী ফুটবলারদের বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁদেরকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার দরকার। একটু সাহায্য সহযোগিতা পেলে আমাদের নারী ফুটবলাররা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে। তাই তাঁদের এখন থেকেই সঠিক গাইডলাইন এবং বিশেষ পরিচর্যা করা দরকার। আশা রাখি, বাংলাদেশ নারী দল সামনে আরও অনেক সাফল্য পাবে।

মোহাম্মদ রাসেল মিয়া, আলম মনজিল, আমতলী, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২। মোবা: ০১৮১৫৩৯৪০৫১।

পাহাড়ের কন্যা থেকে বাংলার মেসি

বাংলাদেশের নারী ফুটবলের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের পেছনে একটি নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে- ঋতুপর্ণা চাকমা। রাঙামাটির কাউখালীর একটি ছোট পাহাড়ি গ্রাম থেকে উঠে আসা এই তরুণী আজ শুধু বাংলাদেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর পায়ের জাদু, মাঠের দুর্দমনীয় উপস্থিতি এবং অসাধারণ গোল করার দক্ষতার জন্য তিনি অর্জন করেছেন 'বাংলার মেসি' উপাধি। ঋতুপর্ণার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। ২০২২ এবং ২০২৪ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয় এবং ২০২৫ সালে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া তাঁর নৈপুণ্যের প্রমাণ। তাঁর খেলার ধরন, বল নিয়ন্ত্রণ, গতি ও গোল পোস্টের সামনে শান্ত মাথার পারফরম্যান্স তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা নারী ফুটবলারের মর্যাদা দিয়েছে। ঋতুপর্ণা চাকমা শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি বাংলাদেশের নারী ফুটবলের এক প্রতীক। তাঁর গল্প বাংলাদেশের নারী ফুটবলের সোনালি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

১৬ জুলাই ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৯ বর্ষ ১ম সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক **মোহাম্মদ হুজায়ফাহ আলম।**

নারী দলের এশিয়ান কাপে ঐতিহাসিক উত্থান

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাফল্যের গল্পে যোগ হলো এক নতুন অধ্যায়। এশিয়ান কাপের মূল পর্বে প্রথমবার জায়গা করে নিয়েছে লাল-সবুজের মেয়েরা। স্বাগতিক মিয়ানমারকে পরাজিত করে সম্ভাবনার জানালায় পা রেখেছিল তাঁরা, আর গ্রুপের আরেক ম্যাচে বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তানের ড্র যেন সে জানালাটিকেই দরজায় রূপ দিল। সি গ্রুপের শীর্ষে থেকেই নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের মূল পর্বে ওঠা। এই অর্জন শুধু একটি জয়ের গল্প নয়, এটি বহু বছরের পরিশ্রম, আত্মত্যাগ আর অদম্য মানসিকতার ফল। সাবিনা, কৃষ্ণা, মারিয়া, সানজিদারা কেবল মাঠে ঘাম ঝরাননি, তাঁরা সমাজে নারীর

অবস্থানকে এক ধাপ ওপরে নিয়ে যাওয়ার লড়াইটাও করেছেন একসাথে। তাঁদের এই পথচলা প্রমাণ করে দিয়েছে স্বপ্ন দেখার অধিকার সবাই রাখে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার শক্তিও। ২০২৬ সালের নারী এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ায়। বিশ্বের বড় বড় দলের সঙ্গে লড়বে বাংলাদেশ। এই অংশগ্রহণ কেবল একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নয়, এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের নতুন পরিচয়ের জন্য। বাংলাদেশের নারী ফুটবল ইতিহাসে এটি এক 'মাইলফলক' ঘটনা। আর এ অর্জন উদ্‌যাপন করার পাশাপাশি প্রয়োজন এখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি। উন্নত প্রশিক্ষণ, সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা ও জাতীয় পর্যায়ে নারী ফুটবলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। আজকের এই জয় যেন আগামী দিনের অনুপ্রেরণা হয় দেশের লাখো কিশোরী ফুটবলপ্রেমীর কাছে। সাবিনা-কৃষ্ণাদের হাত ধরে খুলে গেছে যে দরজা, এখন সময় এসেছে সেই পথ ধরে আরও অনেককে এগিয়ে আনার।

মো: নাসরুল্লাহ সাকিব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

জিততে জিততে জয় হাতছাড়া আর দেখতে চাই না

বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদাপ্রাপ্তির রজতজয়ন্তী ২৬ জুন ২০২৫। ২১ জুন শেষ হলো গল টেস্ট। যেখানে 'পেশাদার মনোভাব' প্রদর্শন করেও ড্র জোটে বাংলাদেশের কপালে। অথচ টেস্ট মর্যাদাপ্রাপ্তির রজতজয়ন্তী উৎসবকে রাঙিয়ে দেয়া যেত গল টেস্টের জয়ে। সুযোগটি হাতছাড়া হলো নাজমুল হোসেন শান্তদের অদূরদর্শিতায়। শেষদিনে ব্যাটিং করে মোটামুটি নিরাপদ একটা স্কোর দাঁড় করিয়ে 'খানিকটা আগে' খেলা ছেড়ে দিলে জয়ের জন্য ঠিকই প্রলুব্ধ হত শ্রীলঙ্কা। তাতে নাঈম হাসান তাইজুলদের ঘূর্ণিতে কুপোকাত হতেও পারতো স্বাগতিকরা। নাজমুল হোসেন শান্ত প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি (১৪৮ ও অপরাজিত ১২৫ রান) করার গৌরব অর্জন করেছেন এই টেস্টে, আবার এই টেস্টের মাধ্যমেই প্রথমবার বাংলাদেশের পক্ষে টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরির দ্বিতীয় নজির গড়েন তিনি। অবশ্য টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরির কীর্তি প্রথমবার গড়েন মুমিনুল হক চট্টগ্রামে এই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০১৮ সালে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত অর্জনে ঠাসা গল টেস্টে মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরি, আছে নাঈম হাসানের। কিন্তু জয়টা যদি আসতো, তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ আসরে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়েই যাত্রা হতো বাংলাদেশের। ড্র হওয়াতে শ্রীলঙ্কার সমান ৪ পয়েন্টই যাত্রা শুরুর সম্বল এখন। তবে এ ড্রকে জয়ে রূপান্তর করতে না পারার অদূরদর্শিতা আরেকবার যেন প্রদর্শন না করে বাংলাদেশ। কেননা বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের যাত্রাও ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (দ্বিতীয় তলা), গ্রাম-জামালপুর, ডাকঘর-বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬। মোবা: ০১৭১৪৩৯০২০২

নতুন আঙ্গিনায় ক্রীড়াজগত

অভিনন্দন বিসিবি'র সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল! বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আপনার কাছে আমাদের একটা ছোট অনুরোধ, বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশের ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাঁর নামে যদি মামলা থাকে সেটা সে মোকাবিলা করবেন। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে ফেলা হয় সাকিব আল হাসানের ছবি। যিনি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি তৎকালীন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ। সাকিব? তিনি আজও রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের পটভূমিতে, ইতিহাসে, গর্বে। রাজশাহীতে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে, রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের সামনেই আবারও স্থান পেয়েছে সাকিব আল হাসানের ছবি। সাথে ছিলেন তামিম, রিয়াদ, তাইজুলসহ আরও অনেকে। সাকিবের ছবির নিচে লেখা 'বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি- ২৪৬ উইকেট'। নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল আমরা বুলবুল ভাই হিসেবেই জানি এবং ডাকি। যার মুন্সিয়ানায় বোর্ড আবারও ক্রিকেটারদের সম্মান দিতে শুরু করেছে। গতকাল অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসের রাজকীয় বিদায় দেখে হঠাৎ মনে হলো আমাদের দেশের সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান-এর তো এখনো এমন বিদায় প্রাপ্য রয়ে গেল। সেই ম্যাথিউজ খুব ভালোবাসা থেকে বলেছিলেন 'আমি সাকিবকে ড্রেসিং রুমে আটকে রেখে টাইম আউট করাতাম।' আমরা সাকিবের বিদায় বাংলাদেশের মাটিতে দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

মিসেস নূর জাহান বেগম , ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিঙ্ক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা

একটি ফরম্যাটে হলেও সেরা হওয়া উচিত

বাংলাদেশ দল ক্রিকেট খেলতেছে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে, আমরা এখনও কোনো ফরম্যাটেই শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড়াতে পারিনি। বিশ্বের অন্যান্য দলগুলোর পারফরম্যান্সের দিকে আমরা তাকালেই দেখতে পাই তাঁরা কোনো না কোনো ফরম্যাটে ভালো পারফরম্যান্স করছে। সে হিসাব করলে আমরা এখনও পিছিয়ে রয়েছি বেশ। যার কারণে হয়তোবা সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান নাসের হুসাইনকে কিছু দিন আগে আমাদের দল সম্পর্কে একটি মন্তব্য করতে দেখা গেছে, সেটা হলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলটা এমন একটা দল, যে দল আজ পর্যন্ত কোনো একটা ফরম্যাটেই ভালো খেলতে পারেনি। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দলকে দেখি, তাঁরা কোনো সময় ওয়ানডের ফরম্যাটে, কোনো সময় টি-টুয়েন্টিতে আবার কখনও টেস্ট ক্রিকেটে ভালো খেলছে। সে হিসেবে বাংলাদেশ দল এখনও সব ফরম্যাটেই পিছিয়ে রয়েছে। তাঁর কথাতে কিন্তু কিছুটা যুক্তি রয়েছে। আশা করি, বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে বিসিবি এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

খাদিজাতুল কোবরা (তারিন), এনায়েতপুর, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল নম্বর- ০১৮৯৩০৮৯৭৫৬

হামজা তৈরিতে বর্তমান ফুটবল কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে

গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় লেখাটি আমার ভালো লেগেছে। লেখাটি মূলত আমাদের প্রবাসী ফুটবলারদের কেন্দ্র করে। এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সম্পাদক বলেছেন- সাপ্লাই চেইন অবধারিত করা, অর্থাৎ রিজার্ভ বেঞ্চে এবং পাইপ লাইনে একাধিক হামজা মানের ফুটবলার থাকা। বর্তমান কাঠামোতে হামজা মানের ফুটবলার উঠে আসবে না, তাই বাফুফেকে ফুটবল উন্নতির পরিকল্পনা করতে হবে। ক্লাবগুলো বয়সভিত্তিক দল গঠনে উদ্যোগ নিতে হবে। ফুটবল জাগরণে সব সেক্টরকে এক সূত্রে গাঁথতে হবে। উৎসবমুখর পরিবেশে সারাদেশ ফুটবল উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়লে হামজা মানের ফুটবলার পেতে সহজ হবে। জাতীয় দলে খেলায় পাইপ লাইন স্বাস্থ্যকর থাকলে জাতীয় দলের খেলার মান উঁচুতে উঠবে। এমনকি অন্যদেশের তৈরি প্রবাসী ফুটবলার দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে না।

মাইনুল হক পাপ্পু, হালিশহর, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের কাছে ধরাশায়ী পাকিস্তান

মো. মাহবুবুর রশিদ

বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসের হাতে সিরিজসেরার ট্রফি তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও এসিসি সভাপতি মহসিন নাকভিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন

শ্রীলঙ্কার মাটিতে শ্রীলঙ্কাকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে দেশে ফেরার পর এই সংস্করণে আরও একটি সিরিজ জয়ের উল্লাসে মেতেছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে লিটন দাস বাহিনী ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে পাকিস্তানকে। পাকদের বিপক্ষে এবারই প্রথম একাধিক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়েছে টাইগাররা। ইতিপূর্বে ২০১৫ সালের এপ্রিলে এক ম্যাচের সিরিজে শেষ হাসি হেসেছিল বাংলাদেশ, যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে। চৌদ্দ মাস পর এবার সেই একই ভেন্যুতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নেমে অন্যরকম ইতিহাস গড়েছে লাল-সবুজ দল। 'হোম অব ক্রিকেট' খ্যাত শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের 'রহস্যময় উইকেটে' পাকদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে গত মে-জুন মাসে পাকিস্তান সফরে গিয়ে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার ক্ষতে নিশ্চয় স্বস্তির 'মলম' লেগেছে লিটন দাসের দলের। সব মিলিয়ে (এক ম্যাচের সিরিজসহ) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি বাংলাদেশের ১৭তম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়। এই ফরম্যাটে টানা ৬ ম্যাচ হারের পর সমালোচনার বাণে বিদ্ধ হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একটা দলের দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর দুটি সিরিজ জিতে নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না।

পাকিস্তান সিরিজের তিন ম্যাচ তিন রকম অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে বাংলাদেশকে। প্রথম ম্যাচটায় ব্যাটে-বলে পাকিস্তানকে একেবারে বিধ্বস্ত করে হেসেখেলে বিশাল জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে সহজ জয়কে কঠিন করে বেশ উত্তেজনা ছড়িয়ে কোনোক্রমে জিতেছে টাইগাররা। আর তৃতীয় ম্যাচে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে একেবারে গোহারা হয়েছে বাংলাদেশ! টানা দুই জয়ে সিরিজ নিজেদের করে নেওয়ার আনুষ্ঠানিকতার তৃতীয় ম্যাচে একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন এনে দল সাজিয়ে ন্যূনতম প্রতিরোধই গড়তে পারেনি লিটন দাস বাহিনী, ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার খেসারত দিয়ে তারা করেছে অসহায় আত্মসমর্পণ!

একদিক থেকে দেখলে তাতে অবশ্য ভালোই হয়েছে! বাংলাদেশের আগেই সিরিজ জয় নিশ্চিত হওয়ার পর পাকিস্তান যেমন 'সান্ত্বনার জয়' পেয়েছে, তেমনি 'শেরেবাংলার উইকেটে রান ওঠে না' কথাটার কিছুটা হলেও জবাব মিলেছে। যদিও টি-টোয়েন্টির জন্য এমন উইকেট তৈরি করা ঠিক কি-না তা নিয়ে সমালোচনার জায়গা কিন্তু থাকছেই। পাশাপাশি এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, দ্বিপক্ষীয় সিরিজে নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তা অনুযায়ী আয়োজক দলের কন্ডিশন ও উইকেটের ফায়দা নেওয়া ক্রিকেটের পুরোনো ও বহুল প্রচলিত কৌশলগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত। যেটা বেশিরভাগ সময় কার্যকরী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু 'বুমেরাং'ও হয়। যেমন, গত ডিসেম্বরে নিজেদের আঙিনায় স্লো, লো ও টার্নিং উইকেট বানিয়ে চরমভাবে 'ধরা' খেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশ নিজেদের 'পছন্দের উইকেট' পেয়ে এই সংস্করণের দুই বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্যারিবীয়দেরকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে দেশে ফিরেছিল।

টস জিততে প্রায় ভুলে যাওয়া বাংলাদেশ টানা নয় টি-টোয়েন্টিতে টস হারার পর পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মুদ্রা নিক্ষেপের 'ভাগ্য পরীক্ষায়' জয়ী হয় এবং প্রথমে ফিল্ডিং বেছে নেন লিটন দাস। টাইগার কাপ্তানের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুরু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর বোলার-ফিল্ডাররা। ওপেনার সাইম আইয়ুবকে ব্যক্তিগত ৬ রানের মাথায় ফিরিয়ে দলীয় ১৮ রানে পাকিস্তানের ইনিংসে ধসের সূচনা করেন তানজিম আহমেদ। ওয়ানডাউনে নামা মোহাম্মদ হারিসকে (৪) কিছুক্ষণ পর মাঠছাড়া

প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ৫৫ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হন পারভেজ হোসেন ইমন

বাংলাদেশের পক্ষে তাসকিন আহমেদ শিকার করেন সর্বোচ্চ ৩ উইকেট

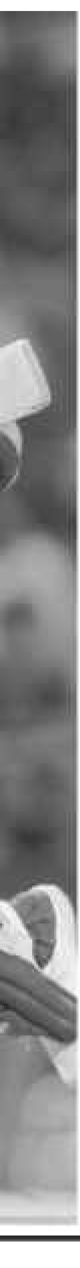

করেন অফ স্পিনার শেখ মেহেদী হাসান। এরপর মাত্র ৬ রানের ব্যবধানে আরও ৩ উইকেট হারিয়ে এক পর্যায়ে পাকিস্তান পরিণত হয় ৪৬/৫! সফরকারী দল যখন ষষ্ঠ উইকেটে ২৪ রান যোগ করে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তখনই রান আউটের শিকার হন অন্য ওপেনার ফখর জামান (৪৪)। সপ্তম উইকেট জুটিতে ৩৩ রানের সুবাদে শ'য়ের কোটা পেরুনো পাকিস্তান পরবর্তীতে ৭৮ রান যোগ করার মাঝে চটজলদি শেষ ৪ উইকেট খুইয়ে ৩ বল আগেই অলআউট হয়ে যায় ১১০ রানে। বাংলাদেশি ফিল্ডারদের তৎপরতায় পাকিস্তানের ৩ ব্যাটসম্যান হন রান-আউট। ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে টাইগারদের সফলতম বোলার পেসার তাসকিন আহমেদ। মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান সাকিবও (১/২০) দুর্দান্ত বোলিং করেন। 'কাটার মাস্টার' ২ উইকেট তুলে নিতে ২৪ বলে খরচ করেন স্রেফ ৬ রান! অফ স্পিনার শেখ মেহেদী হাসান ৩৭ রানে পান ১ উইকেট। ফখর জামান (৪৪), আব্বাস আফ্রিদি (২২) ও খুশদিল শাহ (১৭) ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনো ব্যাটসম্যান দুই অংকের কোটায় যেতে পারেননি। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, ব্যাটিং উইকেট বাংলাদেশের ইনিংসে হয়ে যায় বোলিং উইকেট! এদিন হয়েছে উল্টোটা! পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা যেখানে কাঁপাকাঁপি করেছেন, একই উইকেটে দাপুটে ব্যাটিং করেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। ফলে ১৫.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় জয়ের দুয়ারে। ৩৯ বলে অপরাজিত ৫৬ রানের ইনিংস খেলে ব্যাট হাতে সামনে থেকে পথ দেখিয়েছেন বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। তাওহিদ হৃদয় আউট হন ৩৬ রানে এবং ১৫ রানে অপরাজিত ছিলেন জাকের আলী অনিক। বাঁহাতি পেসার সালমান মির্জা ২টি এবং ডানহাতি পেসার আব্বাস আফ্রিদি ১ উইকেট পেলেও তা পাকিস্তানের ৭ উইকেটের পরাজয় রোখার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

দ্বিতীয় ম্যাচে ইনিংসের শুরু থেকেই পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের চোখে সরষে ফুল দেখাতে থাকেন বাংলাদেশের বোলাররা। এক পর্যায়ে ১৫ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট হারিয়ে এই সংস্করণে নিজেদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার লজ্জার সামনে পড়েছিল দলটি। প্রথম ৭ উইকেটে ৪৭ রান তোলা পাকিস্তান শেষ ৩ উইকেটে আরও ৭৮ রান যোগ করে ম্যাচটা বেশ জমিয়ে তোলে। তবে শেষরক্ষা হয়নি তাদের, খাদের কিনারা থেকে ঘুরে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে ম্যাচটা হেরে যায় ৮ রানের ব্যবধানে। ফাহিম আশরাফের ৩২ বলে ৫১, আব্বাস আফ্রিদির ১৩ বলে ১৯ ও আহমেদ দানিয়েলের ১১ বলে ১৭ রান বাংলাদেশের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিলেও শেষ হাসি হেসেছেন টাইগার বোলাররাই। শরীফুল ইসলাম ৩টি, শেখ মেহেদী ও তানজিম সাকিব ২টি করে এবং মোস্তাফিজ ও রিশাদ ১টি করে উইকেট নিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই বাংলাদেশকে সিরিজ জিতিয়ে দেন। এর আগে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে পুরো ২০ ওভার খেলে সবক'টি উইকেটের বিনিময়ে ১৩৩ রানের সংগ্রহ দাঁড় করেছিল বাংলাদেশ। ২৮ রানে ৪ উইকেট 'নাই' হয়ে যাওয়ার পরও স্বাগতিকদের লড়াকু পুঁজি পাওয়ার মূল কারিগর ছিলেন জাকের আলী অনিক। এর আগেও কিছু ম্যাচে দুর্দান্ত 'ফিনিশিং' দেওয়া এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বিপর্যয় রোখার পথে ৪৮ বলে কেবল ১টি চার মারলেও শেষ দিকে ৫টি ছক্কার মিশেলে উপহার দেন ৫৫ রানের ম্যাচ উইনিং ইনিংস। জাকেরকে দারুণ সঙ্গ দেন অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী (২৫ বলে ৩৩)। তাঁদের মধ্যকার পঞ্চম উইকেটে ৫৩ রানের জুটি মূলত চাপ কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজে পায় বাংলাদেশ। পারভেজ ইমন আউট হয়েছিলেন ১৩ রানে। পাকিস্তানের হয়ে সালমান মির্জা, আহমেদ দানিয়েল ও আব্বাস আফ্রিদি ২টি করে উইকেট নিলেও শেষ দিকে জাকেরের বুদ্ধিদীপ্ত ও কার্যকরী ব্যাটিংয়ে উইকেট বিবেচনায় জেতার মতো স্কোর গড়তে সমর্থ হয় বাংলাদেশ এবং সেটিকে যথেষ্ট বলে প্রমাণ করেন শরীফুল, মেহেদী, সাকিবরা।

সিরিজের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকতার 'ডেড রাবার' ম্যাচটি ছিল পাকিস্তানের জন্য সম্মানরক্ষার এবং বাংলাদেশের জন্য হোয়াইটওয়াশ কীর্তি অর্জনের। পারভেজ ইমন, তাওহিদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন, তানজিম সাকিব ও মোস্তাফিজুর রহমান: তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগের ম্যাচের একাদশের পাঁচজনকে বিশ্রামে রেখে রিজার্ভ বেঞ্চ 'বাজিয়ে' দেখার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। স্কোয়াডের সবাইকে দেখতে গিয়েই মূলত জয় থেকে ফোকাস সরে যায় এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। তাছাড়া এদিন উইকেটের আচরণও ছিল বেশ রহস্যময়। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে পাওয়ার প্লে'তে ঝড় তোলা পাকিস্তান ৮২ রানের ওপেনিং জুটির ওপর ভর করে ১৭৮ রানের টোটাল সেট করে। যেখানে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান সাহিবজাদা ফারহানের (৪১ বলে ৬৩)। এক ম্যাচ পর ফেরা তাসকিন আহমেদ ৩টি এবং এক বছর পর টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা নাসুম আহমেদ ২টি উইকেট নিলেও অন্য বোলাররা ছিলেন বেশ খরুচে। কঠিন লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২৫ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে কার্যত ওখানেই ছিটকে যাওয়া বাংলাদেশ আট নম্বরে নামা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের অপরাজিত ৩৫ এবং নাসুম আহমেদের ১৩ রানের সুবাদে কোনোক্রমে শ'য়ের গণ্ডি টপকাতে পারলেও শেষ অব্দি গুটিয়ে যায় ১০৪ রানে। ৭৪ রানের বড় জয়ে শেষটা রাঙাতে সমর্থ হয় পাকিস্তান, যদিও বৃষ্টিস্নাত রাতে ট্রফি নিয়ে উৎসবে মেতে উঠে লিটন দাসের দল।

প্রথম টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

* **তারিখ :** ২০ জুলাই ২০২৫
* **ভেন্যু :** শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর
* **টস জয় :** বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
* **পাকিস্তান ইনিংস :** ১৯.৩ ওভারে ১১০ রানে অলআউট (ফখর জামান ৪৪, আব্বাস আফ্রিদি ২২, খুশদিল শাহ ১৭; তাসকিন আহমেদ ৩/২২, মোস্তাফিজুর রহমান ২/৬, তানজিম হাসান সাকিব ১/২০, শেখ মেহেদী হাসান ১/৩৭)
* **বাংলাদেশ ইনিংস :** ১৫.৩ ওভারে ১১২/৩ (পারভেজ হোসেন ইমন অপরাজিত ৫৬, তাওহিদ হৃদয় ৩৬, জাকের আলী অনিক অপরাজিত ১৫; সালমান মির্জা ২/২৩, আব্বাস আফ্রিদি ১/১৬)
* **ফল :** বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী
* **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** পারভেজ হোসেন ইমন (বাংলাদেশ)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

* **তারিখ :** ২২ জুলাই ২০২৫
* **ভেন্যু :** শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর
* **টস জয় :** পাকিস্তান (ফিল্ডিং)

অসাধারণ বোলিং করেছেন শরীফুল ইসলাম

দ্বিতীয় ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় জাকের আলী অনিক

* **বাংলাদেশ ইনিংস** : ২০ ওভারে ১৩৩ রানে অলআউট (জাকের আলী অনিক ৫৫, শেখ মেহেদী হাসান ৩৩, পারভেজ হোসেন ইমন ১৩; সালমান মির্জা ২/১৭, আহমেদ দানিয়েল ২/২৩, আব্বাস আফ্রিদি ২/৩৭, মোহাম্মদ নাওয়াজ ১/১৯, ফাহিম আশরাফ ১/২০)
* **পাকিস্তান ইনিংস** : ১৯.২ ওভারে ১২৫ রানে অলআউট (ফাহিম আশরাফ ৫১, আব্বাস আফ্রিদি ১৯, আহমেদ দানিয়েল ১৭; শরীফুল ইসলাম ৩/১৭, তানজিম হাসান সাকিব ২/২৩, শেখ মেহেদী হাসান ২/২৫, মোস্তাফিজুর রহমান ১/১৫, রিশাদ হোসেন ১/৪২)
* **ফল** : বাংলাদেশ ৮ রানে জয়ী
* **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ** : জাকের আলী অনিক (বাংলাদেশ)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

* **তারিখ** : ২৪ জুলাই ২০২৫
* **ভেন্যু** : শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর
* **টস জয়** : বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
* **পাকিস্তান ইনিংস** : ২০ ওভারে ১৭৮/৭ (শাহিবজাদা ফারহান ৬৩, হাসান নাওয়াজ ৩৩, মোহাম্মদ নাওয়াজ ২৭, সাইম আইয়ুব ২১; তাসকিন আহমেদ ৩/৩৮, নাসুম আহমেদ ২/২২, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ১/২৮, শরীফুল ইসলাম ১/৩৯)
* **বাংলাদেশ ইনিংস** : ১৬.৪ ওভারে ১০৪ রানে অলআউট (মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন অপরাজিত ৩৫, নাসুম আহমেদ ১৩, নাঈম শেখ ১০; সালমান মির্জা ৩/২০, মোহাম্মদ নাওয়াজ ২/৪, ফাহিম আশরাফ ২/১৩, সালমান আগা ১/১২, আহমেদ দানিয়েল ১/১৬, হুসাইন তালাত ১/৩৬)
* **ফল** : পাকিস্তান ৭৪ রানে জয়ী
* **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ** : শাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান)
* **প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ** : জাকের আলী অনিক (বাংলাদেশ)
* **সিরিজের ফল** : ৩ ম্যাচের সিরিজ বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে জয়ী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মহসিন রাজা নকভী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম।

এবারও জুনিয়র টাইগারদের সিরিজ জয়

মো. মুলতানুর রহমান

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যুব ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামলেই শেষ হাসি হাসে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। প্রোটিয়া যুবাদেরকে তাদেরই ঘরের মাঠে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে আজিজুল হাকিম তামিম বাহিনী। এ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে গত দশ বছরে চারটি দ্বিপক্ষীয় যুব ওয়ানডে সিরিজ খেলে চারটিতেই জিতেছে জুনিয়র টাইগাররা। প্রথম দুটি ম্যাচ একতরফাভাবে জিতে সিরিজের নিষ্পত্তি করে ফেলার পর আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচটি হেরে যাওয়ায় হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি বাংলাদেশের যুবারা। তৃতীয় ম্যাচটিতে ৩২১ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ডার্কওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা। অবশ্য ম্যাচটি দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বৃষ্টির কারণে খেলায় বিঘ্ন না ঘটলে শেষ পর্যন্ত কল কী হতো বলা মুশকিল।

আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সফরে গেছে বাংলাদেশি যুবারা। প্রোটিয়া-মিশন শেষে এখন জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলছে তারা। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ যুব দলের মধ্যকার তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রত্যেকটি খেলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে বেনোনির উইলমোর পার্কে। ১৩০ রানের বিশাল জয়ে রাঙানো সিরিজ শুরু করেছিল জুনিয়র টাইগাররা। ব্যাটে-বলে স্বাগতিক দলটি বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পায়নি। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামা আজিজুল হাকিমের দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৬ উইকেটে ২৮৫ রান। সর্বোচ্চ ৭০ রান আসে জাওয়াদ আবরারের ব্যাট থেকে। বাঁহাতি এই মারকুটে ওপেনারের ৬১ বলের ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ২টি ছক্কার। এ ছাড়া রিজান হোসেন ও মোহাম্মদ আবদুল্লাহ উভয়েই সমান ৬৩ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডানহাতি পেসার জেজে বেসন ৪৭ রানের বিনিময়ে একাই শিকার করেন ৪ উইকেট, ১টি করে উইকেট নেন জেসন রাউলস ও বান্ডিলে এমবাথা। জবাব দিতে নেমে বাংলাদেশের বোলারদের বাঁধাপাশি আক্রমণের মুখে জয়ের ন্যূনতম সম্ভাবনাই জাগাতে পারেনি প্রোটিয়া যুবারা। দলীয় ১ রানে 'মড়ক' শুরুর পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে তাঁরা অলআউট হয়ে যায় ১৫৫ রানে। যদিও অক্ষত থেকে যায় ১৭.৫ ওভার। ডানহাতি পেসার ইকবাল হোসেন ইমন ও লেগ স্পিনার স্বাধীন ইসলাম দু'জনেই ৩টি করে উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামানোর মূল কারিগর। তাঁদেরকে দারুণ সাপোর্ট দেন ১টি করে উইকেট নেওয়া আজিজুল হাকিম, রিজান হোসেন ও দেবাশীষ দেবা। প্রোটিয়া অধিনায়ক মোহাম্মদ বুলবুলিয়া একপ্রান্ত আগলে রেখে ৭৯ বলে সর্বোচ্চ ৭২ রানের ইনিংস খেলেন। দুই অংকের কোটায় যেতে পারেন দলটির আর কেবল দু'জন- পল জেমস (২৪) ও ডেনিয়েল বসম্যান (১৭)। ম্যাচসেরার পুরস্কার ওঠে জাওয়াদ আবরারের হাতে।

প্রথম ম্যাচের কাছাকাছি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে দ্বিতীয় ম্যাচে। ১০৪ রানের টানা দ্বিতীয় জয়ে সিরিজ জেতা নিশ্চিত করে ফেলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ব্যাটিংয়ে সেই ব্যর্থতার বৃত্তেই আটকে থাকে প্রোটিয়া যুবারা। এদিন আগের ম্যাচের চেয়ে ৬ রান বেশি করতে পারলেও স্বাগতিকরা বল খেলে ১১টি কম। ৩০.২ ওভারে ১৫৫ রানে গুটিয়ে যাওয়া ইনিংসের একমাত্র হাফ সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন জেসন রাউলস। অধিনায়কের ৫ চার আর ২ ছয়ের মিশেলে গড়া ৫১ রানের ইনিংসে ছিল ৪৮ বলের ব্যবহার। অন্যদের মধ্যে কর্নি বোথা (২৬), উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান কামো ফিরি (২০) ও ইনাথি কিটসিনি (১৭) উইকেটে সেট হয়েও ইনিংস বড় করতে না পারায় দলীয় স্কোর সমৃদ্ধ হয়নি। বাংলাদেশের প্রত্যেক বোলারই ভালো বল করেন এবং বোলিং আক্রমণে আসা ছয় জনই পেয়েছেন উইকেটের দেখা। এর মধ্যে ২টি করে উইকেট দখল করেন আল ফাহাদ, আজিজুল হাকিম ও স্বাধীন ইসলাম এবং ইকবাল হোসেন ইমন, সানজিদ মজুমদার ও সামিউন বাশির পান ১টি করে উইকেট। এর আগে শুরুতে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশ আজিজুল হাকিম তামিম (৬৭), জাওয়াদ আবরার (৫৭) ও রিজান হোসেনের (৫২) তিনটি ফিফটি এবং অন্য ব্যাটসম্যানদের কিছু কিছু সংগ্রহের ওপর ভর করে জমা করেছিল ৬ উইকেটে ২৬৫ রান। কর্নি বোথা ও পল জেমসের পকেটে যায় ২টি করে উইকেট। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য (৬৭ রান ও ২/৩৫) দেখিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ বিবেচিত হন বাংলাদেশের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম।

প্রোটিয়া যুবাদের 'ধবলধোলাইয়ের' লক্ষ্য নিয়ে তৃতীয় ম্যাচে নেমে ৯ উইকেটে ৩২০ রানের বড় স্কোর করে বাংলাদেশ। জাওয়াদ আবরার (৬৮), রিফাত বেগ (৮৬) ও কালাম সিদ্দিকী (৮৫): বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপের প্রথম তিন জনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদেই স্কোরকার্ড ছুটতে

থাকে তরতর করে। প্রোটিয়া ডানহাতি পেসার এনটান্ডো সনি শেষ দিকে একাই ৬ উইকেট তুলে নিলেও তার আগেই রান-পাহাড়ে চড়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে যায় জুনিয়র টাইগাররা। আগের দুই ম্যাচের অভিজ্ঞতায় ইনিংস বিরতিতে মনে হচ্ছিল আজিজুল হাকিমদের আরেকটি বিশাল জয় কেবলই সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সব অনুমান মিথ্যে করে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে হয় ইয়োরিচ ফন শালকভিকের কথা। এই প্রোটিয়া ওপেনার ব্যাট হাতে বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে ওঠেন। ৩২১ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করার পর শুরু হয় বৃষ্টি। জয়ের জন্য প্রোটিয়া যুবাদের তখন দরকার ছিল ৩২ বলে ৪৪ রান, হাতে ৭ উইকেট। এমন অবস্থায় উইলমোর পার্কের আকাশ ভেঙে নেমে আসে বারিবর্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলেও আলোকস্বল্পতার কারণে আর খেলা সম্ভব হয়নি। ওই সময় ডার্কওয়ার্থ লুইস স্টার্ন পদ্ধতিতে (ডিএলএস) পদ্ধতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৪ রানে এগিয়ে থাকায় তাদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় ১৫৬ বলে ১৬৪ রানে অপরাজিত ছিলেন ফন শালকভিক, যা যুব ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ স্কোর। আগের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ছিল জ্যাক রুডলফের অপরাজিত ১৫৬, নেপালের বিপক্ষে ২০০০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে। আগেই সিরিজ জয় নিশ্চিত হলেও শেষটা মধুর হলো না বাংলাদেশি যুবাদের।

আরেকটি ইতিহাস হবে কি নারী ফুটবলে?

মো. সামীম সরদার

মিয়ানমার থেকে নিশ্চিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার টিকিট। লাওস থেকে থাইল্যান্ডের টিকিট মিলবে কি? থিংকট্যাঙ্ক সেই পিটার বাটলার, ক্যাপ্টেন সেই আফঈদা খন্দকার। শুধু আসর আলাদা, যুদ্ধের ময়দান আলাদা। তবে লক্ষ্য এক-এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় খেলা নিশ্চিত করা। নারী জাতীয় ফুটবল দল ইতিহাস গড়েছে প্রথমবার এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই আনন্দের রেশ থাকতেই আরেকটি এশিয়ান কাপের হাতছানি। এটা অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের। এর মধ্যে অনূর্ধ্ব-২০ দলটি জিতে নিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। এখন তাদের নজর এশিয়ায়। সিনিয়রদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দলটি কি পারবে দেশকে আরেকটি বিজয়গাঁথা উৎসবে ভাসাতে?

নারী ফুটবলে বাংলাদেশের এখন জয়জয়কার। দক্ষিণ এশিয়ায় যতগুলো টুর্নামেন্ট হয় তার সিংহভাগের ট্রফিই বাংলাদেশের হাতে। সময় এসেছে সাফের গণ্ডি থেকে এশিয়ান লেভেলে গিয়ে ভালো করার, নারী ফুটবলে বাংলাদেশ কতটা উন্নতি করেছে, সেটা প্রমাণ করার। এরই মধ্যে জাতীয় দলে সেই যোগ্যতা প্রমাণের সবচেয়ে বড় মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে। ভাবতেও গর্ব লাগে যে মাত্র ১৫ বছর আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া বাংলাদেশ এখন এশিয়ার সেরা ১২ দলের একটি। ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ আর পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ের দিন পাড় করে বাংলাদেশ এখন অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপানের মতো শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে খেলতে।

আগামী বছর ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোল্ডকোস্টে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপে খেলবে ১২ দেশ অস্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইরান, ভারত, বাংলাদেশ, চায়নিজ তাইপে, ভিয়েতনাম, উজবেকিস্তান, ফিলিপাইন ও উত্তর কোরিয়া। এ দেশগুরোর মধ্যে অভিষেক হবে কেবল বাংলাদেশেরই। বাকি ১১ দলের এশিয়ান কাপ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সর্বাধিক ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন চীন, ৩ বারের চ্যাম্পিয়ন চায়নিজ তাইপে ও উত্তর কোরিয়া, ২ বারের চ্যাম্পিয়ন জাপান ও একবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ২ বারের ফাইনালিস্ট ভারত ও একবারের ফাইনালিস্ট দক্ষিণ কোরিয়া আছে। জাপান তো সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। দেশটি দুইবার ফাইনাল খেলে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০১১ সালে।

এই পরিসংখ্যানগুলো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ কোন লেভেলের দেশগুলোর সঙ্গে খেলতে যাচ্ছে। অনূর্ধ্ব-২০ দল যদি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে তাহলে সেই মঞ্চেও থাকবে শক্তিধর দেশগুলো। নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ শুরু হবে আগামী বছর মূল এশিয়ান কাপ শেষ হওয়ার ১০ দিন পর ১ এপ্রিল। বয়সভিত্তিক এশিয়ান কাপের মূল পর্ব হবে থাইল্যান্ডে, যার বাছাই শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট। এশিয়ার দেশগুলো ৮ গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ও সেরা তিন রানার্সআপ দল পাবে থাইল্যান্ডের টিকিট। স্বাগতিকরা খেলবে সরাসরি।

কতটা সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের? বাংলাদেশ পড়েছে 'এইচ' গ্রুপে। খেলা হবে লাওসে। স্বাগতিক দেশ ছাড়া প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে তিমুর লেস্তে ও দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা বিশাল কঠিনই বাংলাদেশের জন্য। সেটা দক্ষিণ কোরিয়া থাকায়। তবে অন্য দুই ম্যাচে ভালো ফল করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সুযোগ থাকছেই। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ বরাবরই ভালো খেলে। অনেকে হয়তো বলবেন, সেটা দক্ষিণ এশিয়াতেই। এমনটি জাতীয় দলের ক্ষেত্রেও অনেকে বলেছিলেন মিয়ানমার যাওয়ার আগে। শক্তিশালী মিয়ানমারকে হারিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা প্রমাণ করেছেন এখন আর দক্ষিণ এশিয়ার বৃত্তে আটকে থাকার মতো দল নয় তারা। যে দলটি নিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলাদেশ, সেখানে জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুটবলার ছিলেন অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারসহ ৯ জন। অর্থাৎ বাংলাদেশের যুব দলের অনেক খেলোয়াড়ের সিনিয়র দলে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে। কোচ পিটার বাটলারের জন্য এটা ইতিবাচক একটা দিক।

গত ২১ জুলাই নারী সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার একাধিকবার বলেছিলেন, তিনি শিরোপাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সাফের টুর্নামেন্ট জিতলেই কি, না জিতলেই বা কি? এমন একটি মনোভাব ছিল তাঁর। তিনি এই দলটি থেকে আগামীর কিছু প্রতিভাবান ফুটবলার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি দারুণ সফল। ২৩ জনের স্কোয়াডের সবাইকেই তিনি খেলার সুযোগ দিয়েছেন। বিশেষ করে মিয়ানমার সফরে জাতীয় দলে থাকা ফুটবলারদের তিনি বেশির ভাগ ম্যাচেই বসিয়ে রেখেছেন। তিনি সব অপশন কাজে লাগিয়েছেন। যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন সেভাবেই পেরেছেন। তাতে শিরোপাও ধরে রাখা গেছে। শেষ

ম্যাচের পর পিটার বাটলার যখন পুরস্কার আনতে মঞ্চে উঠেছিলেন তখন গ্যালারি থেকে পিটার পিটার আওয়াজ ভেসে এসেছে। দর্শকদের এই ভালোবাসা এই ইংলিশ কোচকে আরও অনুপ্রাণিত করবেন নিশ্চয়ই। এমন দৃশ্য আগে কখনো হয়তো দেখেননি। বিদ্রোহী ফুটবলাদের কয়েকজনকে দলে না নিয়ে কিছুটা সমালোচনায় পড়েছিলেন পিটার। জাতীয় দলকে এশিয়ান কাপে তুলে এবং অনূর্ধ্ব-২০ দলকে দুর্দান্তভাবে খেলিয়ে সাফের শিরোপা ধরে রেখে তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন পিটার।

এশিয়ান কাপের টিকিট নিশ্চিত করা জাতীয় দলের জন্য একটা রোডম্যাপ তৈরি করবে বলে বাফুফে থেকে জানানো হয়েছে। প্রস্তুতির এই রোডম্যাপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে ফিফা প্রীতি ম্যাচ। সেই সঙ্গে জাতীয় দলকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করানো হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফুটবলারদের পক্ষ থেকে এমন দাবি উঠেছে এরই মধ্যে। কেবল খেলোয়াড়দের থেকেই দাবি ওঠেনি, অনেক ফুটবলবোদ্ধাও মনে করছেন পুরুষ দলের জন্য অনেক চেষ্টা তো করা হলো। কোনো প্রতিযোগিতার আগে পুরুষ দলকে বিদেশে পাঠিয়ে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করা এখন ডালভাতের মতো। তবে ফলাফল শূন্য। এবার নারীদের পেছনে অর্থ ও শ্রম দেওয়া যেতে পারে। নারীরা যে এরই মধ্যে দেশকে উপহার দিয়েছে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু।

আগামী মাসের শেষের দিকে কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তুরস্ক নারী ফুটবল দলের বাংলাদেশ সফরের একটা সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার আমন্ত্রণেই এ সফরটি করতে সম্মতি দিয়েছে তুরস্ক ফুটবল কর্তৃপক্ষ। কেবল তুরস্ক নয়, এমন অনেক দেশের সঙ্গেই আফঈদাদের ম্যাচ খেলানোর চেষ্টা করছে বাফুফে। অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর আগে প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি রাখতে চায় না বাফুফে। টুর্নামেন্ট শুরুর কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া বা আশপাশের কোনো দেশে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেকে। বিষয়টা এমন নয় যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে গেলেই অস্ট্রেলিয়া জয় করে আসতে পারবেন নারী ফুটবলাররা। কিংবা বিশ্বকাপ ও অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবে। তবে বাফুফের

দৃষ্টি ভালো লড়াইয়ের দিকেই বেশি। যদি তুমুল লড়াই করা যায় তাহলে ভাগ্য তো খুলেও যেতে পারে। এশিয়ান পর্যায়ে সম্মানজনক লড়াই করাটাও হবে বিশাল অর্জন। অভিষেক আসরে বাংলাদেশ প্রমাণ করতে চাইবে লাল-সবুজের মেয়েরা আরও শক্তি নিয়ে আসবেন আগামীতে।

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল পরপর দুইবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সাফের শিরোপার চেয়ে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলা অনেক গর্বের। সেই গর্বটা আরও রং ছড়িয়ে দেবে যদি বাংলাদেশ সেরা আটে উঠে বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক গেমসে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সিনিয়রদের মতো জুনিয়র দলও যদি এশিয়ান কাপে যেতে পারে তাহলে নারী ফুটবলে ২০২৫ সালটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রুপিং বাংলাদেশকে আশা দেখাচ্ছে। তাই তো সাফ শেষ হওয়ার পর খেলোয়াড়দের কোনো বিশ্রাম না দিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন কোচ পিটার বাটলার। বাফুফে প্রশংসনীয় কাজ করেছে অনূর্ধ্ব-২০ দলকে সাফের পর পাঁচ তারকা হোটেলে রেখে দিয়ে। বাফুফে ভবনে ফিরিয়ে না এনে আফঈদাদের হোটেলেই ক্যাম্প চলমান রেখেছে। ২ আগস্ট হোটেল থেকেই লাওস যাবে নারী ফুটবল দল। লাওসের কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই চার দিন আগে দল পাঠাবে বাফুফে। এমন একটি সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে বাফুফে মেয়েদের সুযোগ-সুবিধারও কোনো খামতি রাখতে চাচ্ছে না।

এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাই ২ আগস্ট শুরু হলেও বাংলাদেশের গ্রুপের বাঁশি বাজবে চার দিন পর ৬ আগস্ট। প্রথম দিনই বাংলাদেশ খেলবে স্বাগতিক লাওসের বিপক্ষে। ৮ আগস্ট বাংলাদেশ খেলবে তিমুর লেস্তের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ১০ আগস্ট সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। যে ২৩ জন নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শিরোপা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন পিটার বাটলার এবং এশিয়ান কাপের খেলার যোগ্যতা অর্জনে যাঁদের সবারই থাকার সম্ভাবনা আছে, তাঁরা হলেন মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী মণ্ডল, আফঈদা খন্দকার, নবিরন খাতুন, জয়নব বিবি রিতা, স্বপ্না রানী, ঐশি খাতুন, মোসাম্মাৎ সাগরিকা, উমেহলা মারমা, মুনকি আক্তার, পূজা দাস, শান্তি মারডি, সুরমা জান্নাত, কানন রানী বাহাদুর, তৃষ্ণা রানী, অয়ন্ত বালা মাহতো, রুপা আক্তার, বন্যা খাতুন,কানম আক্তার, রুমা আক্তার, সিনহা জাহান শিখা, নাদিয়া আক্তার জুতি ও ফেরদৌসি আক্তার সোনালি। এই ২৩ জনের মধ্যে সিনিয়র দলের ইতিহাস গড়া দলে ছিলেন-আফঈদা খন্দকার, স্বপ্না রানী, মুনকি আক্তার, জয়নব বিবি রিতা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী মণ্ডল, উমেহলা মারমা, নবিরন বেগম ও মোসাম্মাৎ সাগরিকা।

অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের মিশেলে গড়া অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়েও আশাবাদী হয়ে উঠছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আফঈদাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সবার নজর কেড়েছে। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবল দর্শকদের যেভাবে আনন্দ দিতে পারছে পুরুষ ফুটবল তার ধারেকাছেও নেই। এই মেয়েদেরই বেশি পরিচর্যা করার দাবিও উঠেছে। তাদের মাধ্যমে সম্মান এসেছে দেশে, সম্মান আসবে আগামীতেও। তাই ফল দেওয়া বৃক্ষের গোঁড়ায়ই যে বেশি পানি আর সার দিতে হবে, নিস্ফলা গাছের যত্ন নিয়ে যখন যুগের পর যুগ হতাশই হতে যাচ্ছে। জাতীয় দলে এশিয়ার সেরা ১২ তে উঠেছে। অনূর্ধ্ব-২০ দলও যদি প্রথমবারের মতো সেরা ১২ তে ওঠে তাহলে বাংলার আকাশ-বাতাসে আবার রং ছড়াবে ফুটবল।

তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম।

লক্ষ্য এবার এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

বাংলাদেশের নারী ফুটবলের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ছিল এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ আসর। ২০০৫ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সেই আসরে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল শুরুই প্রতিপক্ষের গোল উৎসবের উপলক্ষ হয়েছিল। এরপর নারী দল এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ বাছাই পর্ব, এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে খেলেছিল। শেষ পর্যন্ত এই দুই আসরেরই চূড়ান্ত পর্বে ওঠা। তবে এখন পর্যন্ত এই অনূর্ধ্ব-১৯/২০ আসরের ফাইনাল রাউন্ডে যাওয়া হয়নি লাল-সবুজ মেয়েদের। এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে চায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল। ৬-১০ আগস্ট লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের বাছাই পর্বে। এএইচ গ্রুপের এই বাছাই পর্ব থেকে চূড়ান্ত পর্বে যেতে আফঈদা খন্দকার প্রান্তিদের লড়াই করতে হবে লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলেই চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। তা না হলে তিন সেরা রানার্সআপ দলের একটি হতে হবে। সে লক্ষ্যেই অনূর্ধ্ব-২০ সাফ জয়ের পর আর ছুটি মেলেনি সাগরিকা, উমেলা , স্বপ্না রানী ও মুনকি আক্তারদের। আসরে বাংলাদেশ দল ৬ আগস্ট স্বাগতিক লাওসের বিপক্ষে, ৮ আগস্ট পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে এবং ১০ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলবে।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯/২০ নারী ফুটবল দল অথচ সবচেয়ে বেশি বার এএফসির এই বয়স শ্রেণির আসরে খেলেছে। তা পাঁচ বার। যেখানে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে চার বার খেলে দুই বারই চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কাটা। সিনিয়র এশিয়ান কাপে তিন বারের চেষ্টাতেই ফাইনাল রাউন্ডের ছাড়পত্র পাওয়া।

এবারের এই বাছাই পর্বে বাংলাদেশের প্রধান বাধা দক্ষিণ কোরিয়া। বাকি দুই দলের বিপক্ষে এখনও আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলা হয়নি লাল-সবুজ মেয়েদের। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ২০১৯ সালে তাজিকিস্তানের মাঠে সর্বশেষ এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ আসরে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচে মারিয়া, মনিকাদের ৭-০ গোলে হারায় কোরিয়ান মেয়েরা।

দক্ষিণ কোরিয়া সিনিয়র নারী ফুটবলে এশিয়ার রানার্সআপ দল। সুতরাং তাঁদের বয়সভিত্তিক দলও ভালো। তবে বাংলাদেশ দলেরও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বৃটিশ কোচ পিটার বাটলারের কোচিংয়ে। তাঁদের কাছে এখন ৫৫, ৭৪ র‌্যাঙ্কিংয়ে থাকা দলও কোনো ভয়ের কারণ নয়। অবশ্য তা সিনিয়র লেভেলে। তবে সেই সিনিয়র দলের অধিনায়ক আফঈদা প্রান্তিসহ ৭ ফুটবলার আছেন এই অনূর্ধ্ব-২০ দলে। এই দলটি সাফে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানকে ৬ ম্যাচে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে। তাই এবার আত্মবিশ্বাস জেগেছে সাগরিকা, নবীরনদের মনে। তাঁরা এবার লাওসের মাঠেও জয় দেখতে চায়।

এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফে দুই হ্যাটট্রিক ও ৮ গোল করা মোসাম্মৎ সাগরিকা জানান, আমাদের লক্ষ্য এখন এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ আসরের বাছাই পর্ব উতরানো। যদিও প্রতিপক্ষদের খেলা দেখিনি। তাঁদের ম্যাচের ভিডিওও দেখার সুযোগ হয়নি। এরপরও আমরা যদি আমাদের সেরাটা দিতে পারি, সাফের চেয়েও ভালো খেলতে পারি, কোচের নির্দেশ যথাযথ অনুসরণ করতে সক্ষম হই তাহলে কোয়ালিফাই করা সম্ভব। ডিফেন্ডার নবীরনও সেই সুরে কথা বললেন।

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯/২০ আসরে বাংলাদেশের দুটি জয় আছে। উভয় জয়ই মধ্য এশিয়ান দলের বিপক্ষে। প্রথমটি ২০১৯ সালে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে তাঁদের মাঠেই ৫-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করেছিলেন মনিকা চাকমা। পরেরটি ২০২৩ সালে ঢাকার কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে। আঁখি খাতুন ও স্বপ্না রানীর জোড়া গোলে ৪-০তে জয়।

২০০৫ সালে নয়া দিল্লীতে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলের বাছাই পর্বে বাংলাদেশ ০-৬ গোলে কিরগিজস্তানের কাছে এবং পরের ম্যাচে ভারতের কাছে ০-৯ গোলে পরাজিত হয়েছিল। ২০১০ সালে কমলাপুর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ তিন ম্যাচেই ধরাশায়ী হয় । জর্দানের কাছে ১-৬ গোলে হারের পর ইরানের কাছে ০-৬ এবং ভারতের কাছে ০-৬ গোলে হার। তবে বাংলাদেশ দলও যে ভালো খেলতে পারে, এই দলের পক্ষে আরও উন্নতি করা সম্ভব তা কিন্তু সেই আসরেই জানান দেয় সাবিনা, মিরোনারা। প্রতি ম্যাচেরই প্রথমার্ধ তুমুল লড়েছিল বাংলাদেশ দল। জর্ডানের বিপক্ষেতো লিডই নেয় সাবিনা খাতুনের গোলে। কিন্তু ফিটনেস ঘাটতিতে বিরতির পর আর দাঁড়াতে পারেনি স্বাগতিকরা।

এরপর ২০১২ সালে মালয়েশিয়ার মাঠে বাছাই পর্বে আরও ভালো পারফরম্যান্স। সেখানে উজবেকিস্তানের কাছে ০-২ এবং ভারতের কাছে ০-১ গোলে হার। ২০১৯ সালে এসে প্রথম জয়ের মুখ দেখা। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ০-৭ গোলে হারের পর চাইনিজ তাইপের কাছে ০-২ গোলে তাঁর। তবে শেষটা হয়েছিল তাজিকিস্তানের বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয় দিয়ে।

২০২৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাছাই পর্বে ইরানের কাছে হেরেই সর্বনাশ। তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ ৪-০ তে জয় পেলেও ইরানের কাছে ০-১ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ। সেই ম্যাচে লাল-সবুজ মেয়েদের জিততেই হতো।

১ম জাতীয় বেসবল কোচেস এবং আম্পায়ার্স ক্লিনিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি।

আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংসের সামনে কঠিন মিশন

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

এএফসি কাপে চারবারের চেষ্টাতেও ব্যর্থতা। এরপর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে খেলার ছাড়পত্র পাওয়া। সেখানেই প্রথম ম্যাচে হেরে বিদায়। গত বছর এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন প্রবর্তিত এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ। বসুন্ধরা কিংসের ব্যর্থতা সেই আসরেও। পারেনি এবারের লিগেও চ্যাম্পিয়ন হতে। ফলে সুযোগ হারায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার। কিন্তু এরপরও বসুন্ধরা কিংস সুযোগ পেয়েছে এবারের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। আর তা এএফসির বদান্যতায়। এএফসির আসরে খেলার জন্য লাইসেন্স পেতে হয়। ১২ আগস্ট শুরু হতে যাওয়া এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার জন্য লাইসেন্স করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেপালের কোনো ক্লাব। এই দেশগুলোর ক্লাব না খেলা মানে দলের সংখ্যা কমে যাবে। এতে গ্রুপিংয়ে সমস্যা হয়। অন্য দিকে ঢাকা আবাহনীর মতো এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে খেলার জন্য লাইসেন্স করে রাখে বসুন্ধরা কিংস। সেই লাইসেন্সের জন্যই এএফসির আসরে সুযোগই পেয়েছে ২০২৩-২৪ সিজনে ট্রেবল জয়ী বাংলাদেশি এই ক্লাবটি। এখন বসুন্ধরা কিংস কি পারবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে। এর আগে ২০১৭ সালে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব এভাবেই লিগের চতুর্থ দল হিসেবে এএফসি কাপের প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। প্লে-অফে ঢাকা আবাহনীর প্রতিপক্ষ কিরগিজস্তানের মারুস ইউনাইটেড। আর বসুন্ধরা কিংস পেয়েছে সিরিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আল-কারামাহ এফসিকে। ১২ আগস্ট বাংলাদেশে হবে এই দুই ম্যাচ। বসুন্ধরা এই ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল কিংস এরিনায়। ঢাকা আবাহনী প্রথমে সিলেটে খেলার কথা বললেও পরে তারা জাতীয় স্টেডিয়াম পারো এফসির সাথে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে এএফসিতে।

যদিও সিরিয়ান ক্লাবটি এই ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দিয়েছে কাতারের দোহাতে। এই এক ম্যাচের এই পর্ব শেষে জয়ী দল চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হবে। বাংলাদেশের এই দুই ক্লাবের খেলার কথা ছিল পারো এফসি ভুটান ও মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে। প্রথমে এএফসি সেটাই জানায়। পরে সিদ্ধান্ত বদল। এতে সাফের গণ্ডি পেরিয়ে বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ সিরিয়ার কারামাহ। আর আবাহনীর প্রতিপক্ষ কিরগিজস্তানের মারুস ইউনাইটেড। মারুসের চেয়ে আবাহনীর র‍্যাঙ্কিং ভালো। তাই আবাহনীর সাথে এই ম্যাচ হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। অন্য দিকে আল-কারামাহ এর চেয়ে পিছিয়ে বসুন্ধরা কিংস। তাই এক ম্যাচের এই প্লে-অফটি কারামাহ এর পছন্দের ভেন্যুতেই হবে।

এএফসির সাধারণ নিয়মে একটি দেশ থেকে একটি ক্লাবই সুযোগ পায় গতবছর থেকে চালু হওয়া এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। কিন্তু সাফ অঞ্চলের তিন দেশের কোনো ক্লাবই লাইসেন্স পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জনই করতে পারেনি। তাই এবার বাংলাদেশের দুই ক্লাবকে সুযোগ দেওয়া। আর সেই সুযোগের রাস্তাও তৈরি হয়েছে দেশের আরেক ক্লাবের ব্যর্থতায়। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) ক্লাব কম্পিটিশনের নিয়ম হলো লিগ চ্যাম্পিয়ন দলই খেলার সুযোগ পাবে। গত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা জিতেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু তাঁরা এএফসির আসর খেলার লাইসেন্সই করতে পারেনি। ফলে লিগের দ্বিতীয় দল হিসেবে ঢাকা আবাহনীকে সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ তাঁরা লাইসেন্স করেছিল। বাফুফে ক্লাবগুলোকে লাইসেন্স করার জন্য আবেদন জানালে আবাহনী, মোহামেডান, বসুন্ধরা কিংস, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন আবেদন করে। তবে আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংস ছাড়া কোনো দলই লাইসেন্সের প্রয়োজনীয় সব কাগজ জমা দিতে পারেনি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সব ক্লাব কখনই এএফসির লাইসেন্স করতে পারেনি। এতেই পিছিয়ে তাঁরা।

আগস্টের ১২ তারিখে খেলা। অথচ এখন পর্যন্ত দলই গুছিয়ে নিতে পারেনি বসুন্ধরা কিংস। তাঁদের রোমানিয়ার কোচ ভ্যালেরিও তিতাকে বিদায় করে দিয়েছে। তারা গত সিজনের কোনো বিদেশিকেই রাখবে না। নতুন কোচ কে হবেন, নতুন বিদেশি কারা হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। আবাহনী অবশ্য কোচ মারুফুল হককে দায়িত্ব দিয়ে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছে। উল্লেখ্য এএফসির ক্লাব ফুটবলে বাংলাদেশি ক্লাবগুলোর প্লে-অফ ভাগ্য সহায়ক নয়।

দুই মৌসুম আগে আবাহনী প্লে-অফ কোয়ালিফায়ার্সে মালদ্বীপের ক্লাবকে হারালেও প্লে-অফে আর পারেনি। এর আগেও আবাহনী একাধিকবার হেরেছিল প্লে-অফে। সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবও জিততে পারেনি মালদ্বীপের ক্লাবের বিপক্ষে। আর বসুন্ধরা কিংস তো এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে হেরেছিল আমিরাতের ক্লাবের কাছে।

আবাহনীকে অবশ্য আগে এএফসি প্রেসিডেন্টস কাপে হারের লজ্জা দিয়েছিল কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানের ক্লাব। এবার আবাহনীর পালা কিরগিজ ক্লাবকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া। আর বসুন্ধরা কি পারবে সিরিয়ান ক্লাবটির বিপক্ষে জিততে।

সোলেমান দিয়াবাতে

দলবদলের বাজারে আলোচনার শীর্ষে দিয়াবাতে

মো. সামীম সরদার

সোলেমান দিয়াবাতে। মালির এই স্ট্রাইকার বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে পরিচিত নাম। তাঁর নামের সাথে আরেকটি ট্যাগ লেগেছিল 'মোহামেডান।' লেগেছিল এ জন্য বলা যে, সাদা-কালোদের সাথে তাঁর যে প্রায় অর্ধযুগের সম্পর্ক সেটা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে নতুন এই মৌসুমে। কয়েক সপ্তাহ আগেই গোলমেশিনখ্যাত এই ফুটবলার ঘোষণা দিয়েছেন মোহামেডানে আর দেখা যাবে না তাঁকে। না, দিয়াবাতে নিজে থেকে মোহামেডানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি, মোহামেডানই তাঁকে আর রাখেনি। দিয়াবাতে নিজেই গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মোহামেডানের কোনো আগ্রহ নেই তাঁর বিষয়ে। মোহামেডানই নাকি বলেছে দিয়াবাতেকে তাঁদের আর দরকার নেই।

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে দিয়াবাতের অভিষেক মোহামেডানের সাদা-কালো জার্সিতে। ২০১৯ সাল থেকে টানা খেলে যাচ্ছিলেন মতিঝিলের ঐতিহ্যবাহী দলটিতে। মোহামেডানের সমর্থকরা দিয়াবাতেকে তাঁদের ঘরের ছেলে হিসেবেই দেখতেন। ১৪ বছর পর ফেডারেশন কাপের শিরোপা আর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা মোহামেডান জিতেছে। সেখানে বিশাল অবদান এই দিয়াবাতের। অথচ মোহামেডান লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের মৌসুমেই দিয়াবাতেকে দেখা যাবে অন্য জার্সিতে। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটির কাছে কোনো ক্লাবই কোনো খেলোয়াড়ের নাম জমা দেয়নি। ক্লাব-ফুটবলার যতই চুক্তি হোক; বাফুফেতে নিবন্ধন না হওয়া পর্যন্ত বলার উপায় নেই কে কোথায় খেলবেন। তবে বিভিন্ন সূত্রে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে ২০২৫-২৬ মৌসুমে দিয়াবাতেকে দেখা যাবে মোহামেডানেরই চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীতে। তবে বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের দলবদলে অনেক নাটকীয় ঘটনা হয়ে থাকে। তাই বাফুফেতে নিবন্ধন না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই চূড়ান্ত করে বলা ঠিক হবে না। নতুন মৌসুমে বিদেশি কোটা কমেছে। একটি ক্লাব সর্বাধিক চারজন বিদেশি ফুটবলার নিবন্ধন করতে পারবে। খেলতে পারবে তিনজন। আর বিদেশিদের মধ্যে দলবদলের বাজারে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় মালির এই ফরোয়ার্ড। মোহামেডানের জার্সিতে শতাধিক গোল করা দিয়াবাতে যেদিন সাদা-কালো জার্সি খুলে ফেলার ঘোষণা দেন তারপর থেকেই ঘরোয়া ফুটবলে আলোচনা ছিল নতুন মৌসুমে কোথায় দেখা যাবে তাঁকে। গণমাধ্যম, ফুটবল দর্শকরা নানাভাবে জানার চেষ্টা করছিলেন মোহামেডান ছেড়ে কোথায় গন্তব্য দিয়াবাতের। গত মৌসুম শেষ করে দেশে চলে যাওয়ায় দিয়াবাতের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়াও হয়ে উঠেছিল কঠিন। শেষ পর্যন্ত আবাহনী থেকেই আভাস দেওয়া হয় দিয়াবাতের সাথে দলটির আলোচনা চলছিল। ১ জুন থেকে চলমান ফুটবলের দলবদল শেষ হবে ১৪ আগস্ট। আর দুই সপ্তাহ পরই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন ফুটবলার ২০২৫-২৬ মৌসুমে কোন ক্লাবে খেলবেন সেই ধাঁধায় আর থাকতে হবে না ফুটবল ভক্তদের। এরই মধ্যে সব ফয়সালা হয়ে যাবে। দিয়াবাতেকে ছেড়ে দিয়ে মোহামেডান ওই জায়গা পূরণ করছে গত মৌসুমে রহমতগঞ্জে খেলা ঘানার স্যামুয়েল বোয়েটেংকে দিয়ে। গত আসরের সর্বাধিক গোলদাতা ও একমাত্র ডাবল হ্যাটট্রিকম্যানকে নতুন মৌসুমে দেখা যাবে সাদা-কালো জার্সিতে, সেটা এক প্রকার নিশ্চিত। পুরোনো বিদেশিদের মধ্যে মোহামেডান রেখে দিয়েছে শুধু উজবেকিস্তানের মুজাফফর মুজাফফরভকে।

নতুন মৌসুমে কোন দল কেমন শক্তিশালী হলো তা বিশ্লেষণ করা যাবে পূর্ণাঙ্গ খেলোয়াড় তালিকা দেখার পর। তবে দলবদলের বাজারে যে সব তথ্য ভাসছে তাতে এবার আবাহনী সবার আগেই ঘর গোছগাছ

স্যামুয়েল বোয়েটেং

করেছে। গত মৌসুমে বিদেশি ছাড়াই আবাহনী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপে রানার্সআপ হয়েছে। অভিজ্ঞ কোচ মারুফুল হকের পারফরম্যান্সে খুশি ছিল আবাহনী। তাই তো নতুন মৌসুমেও তাঁকে রেখে দিয়েছে আকাশি-নীলরা। মোহামেডানকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন করানো কোচ আলফাজ আহমেদ এবারও থাকছেন মতিঝিলের ডেরায়। বসুন্ধরা কিংস তাঁদের গত মৌসুমের কোচ রোমানিয়ার ভ্যালেরি তিতেকে এবার ছেড়ে দিয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত নতুন কোচের বিষয়টি ঘোষণা দেয়নি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস।

সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুম। চ্যালেঞ্জ কাপ, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপ গত মৌসুমেও হয়েছিল। এবার তিনটা থেকে আয়োজন বেড়ে দাঁড়াবে ৫ এ। বিদায়ী মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ আয়োজন করেনি বাফুফে। এই টুর্নামেন্টটি থাকছে ২০২৫-২৬ মৌসুমে। স্বাধীনতা কাপ দিয়ে শেষ হবে মৌসুম। তার আগে হবে সুপার কাপ। এক যুগের মতো বিরতি দিয়ে আবার ফিরছে আলোচিত টুর্নামেন্ট সুপার কাপ। সুপার কাপ একেবারেই অনিয়মিত। ২০০৯ সালে কোটি টাকা প্রাইজমানির এই আলোচিত টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালে টুর্নামেন্ট হয়েছে দুই বছর পরপর।

ঘোষিত সূচির কোনো পরিবর্তন না হলে লিগ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১২ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ, ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ, ১০ জানুয়ারি সুপার কাপ ও ২৯ এপ্রিল স্বাধীনতা কাপ শুরু হবে। মৌসুমের শেষ টুর্নামেন্ট স্বাধীনতা কাপ হবে শুধু স্থানীয় খেলোয়াড় দিয়ে। তিনটি টুর্নামেন্টই হবে লিগের ফাঁকে। সপ্তাহের দুই দিন শুক্রবার ও শনিবার হবে প্রিমিয়ার লিগের খেলা এবং টুর্নামেন্টের ম্যাচ হবে মঙ্গলবার।

এবারের মৌসুমের সবচেয়ে বড় নতুনত্ব হলো সাউথ এশিয়ান কোটা। বাংলাদেশি ফুটবলার হিসেবেই সাফ অঞ্চলের অন্য দেশ থেকে ৫ জন ফুটবলার নিতে পারবে ক্লাবগুলো, যা বিদেশি কোটার সাথে সম্পর্কিত নয়। এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের গাইডলাইন অনুসারে এই অঞ্চলের ঘরোয়া ফুটবলে এই ধারা যোগ হয়েছে। তাতে এ অঞ্চলের ফুটবলাররা অন্যান্য দেশে খেলার সুযোগ পাবে।

অবশেষে যুব বিশ্বকাপ হকির প্রস্তুতি শুরু

মোরসালিন আহমেদ

অবশেষে যুব বিশ্বকাপ হকি মাঠে গড়ানোর চার মাস আগে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দলের প্রস্তুতি মাঠে গড়াল। দল গঠন কল্পে প্রাথমিকভাবে ৪৫ জন ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪৪ জনই বিকেএসপির। এর বাইরে পুরোনো ঢাকা থেকে মাত্র একজন ডাক পেয়েছেন। এ মুহূর্তে দু'জন স্থানীয় কোচ মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ও মশিউর রহমান বিপ্লব ২৬ জুলাই থেকে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আবাসিক ক্যাম্পে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেছেন। তবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে হল্যান্ডের কোচ সিগ ফাইভ আইকম্যান দলের দায়িত্ব নেবেন। বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন তাঁকে তিন মাসের জন্য নিয়োগ দিয়েছে। খেলোয়াড়রা ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পর এক প্রশ্নে কোচ আশিকুজ্জামান বলেন, আরও আগে প্রস্তুতি মাঠে গড়ালে ভালো হত। সামনে আমরা যতটুকু সময় পাচ্ছি তা বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত নয়। অপর কোচ বিপ্লব জানান, প্রথম এক মাস আমরা খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে কাজ করব। যুব দলের নয়া কোচ আইকম্যান হল্যান্ড থেকে এমন বার্তা পাঠিয়েছেন দুই কোচকে। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে ৫ আগস্ট ঢাকায় আসবেন ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে। তবে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি সম্পর্কে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান বলেন, একটু বিলম্বে শুরু হলেও দলের জন্য খুব একটা সমস্যা হবে না। কেননা যারা আবাসিক ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন তাঁরা সারা বছরই অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও টুর্নামেন্টের মধ্যে রয়েছেন।

এদিকে বিকেএসপির বাইরে একমাত্র ক্যাম্পে ডাক পাওয়া পুরোনো ঢাকার আরমানিটোলা ওস্তাদ ফজলুর রহমান ফজলু একাডেমি থেকে উঠে আসা নাজমুস সাকিব মাহমুদ এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রথমবারের মতো যুব দলে ডাক পেয়ে ভালো লাগছে। আমি ছাড়া সবাই বিকেএসপির ছাত্র। দলে টিকে থাকতে হলে আমাকে অনেক কম্পিটিশন করতে হবে। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এ জন্য মানসিকভাবে আমি প্রস্তুত রয়েছি। অপর প্রশ্নে বলেন, আমরা পারিবারিকভাবেই হকির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার বড় ভাই প্রথম বিভাগ লিগে খেলতেন। বাবারও হকির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। এ ছাড়া দেশের অন্যতম তারকা রাসেল মাহমুদ জিমি আমার আত্মীয় হন। ছোটবেলা থেকে হকি দেখে দেখে বড় হয়েছি। ২০১৮ সালে খেলা শুরু করি। ২০২৩ সালে বর্ণক সমাজের হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে একটি হ্যাটট্রিকসহ ১২ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি মূল দলে জায়গা করে নিতে পারব।

বাংলাদেশ হকি দল অবশ্য অনেক দিন ধরেই বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখে আসছে। সেই স্বপ্নটা ২০২৪ সালের জুনে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে যুব এশিয়া কাপে খেলার মাধ্যমে হাতছানি দিচ্ছিল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ওই একই বছরের ডিসেম্বরে ওমানে যুব এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে লাল-সবুজের দেশ পঞ্চম স্থানের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে টিম বাংলাদেশ দেশে ফিরলে সংবর্ধনা, আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি যুব দলকে নতুন বছরের শুরু থেকে অর্থাৎ এ বছরের শুরু থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণের রাখা হবে ফেডারেশন কর্মকর্তারা গণমাধ্যমে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি, সেটি ৭ মাস পর মাঠে গড়াল এবং বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর মাত্র চার মাস আগে আবাসিক ক্যাম্প শুরু হলো।

ভারতের চেন্নাইয়ে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ অংশ নিতে যাচ্ছে। বিশ্বের ২৪টি দেশ ৬টি গ্রুপে অংশগ্রহণ করবে। শুরুতে রাউন্ড রবিন লিগে প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে দল মোকাবিলা করবে। এরপর ফরম্যাট অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল দিয়ে বিশ্বকাপের যবনিকা ঘটবে। লাল-সবুজের দল 'এফ' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে সবশেষ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। রীতিমতো কঠিন গ্রুপে পড়েছে। তবুও বুক চিতিয়ে লড়াই করে ভালো ফল করতে আত্মবিশ্বাসী ছেলেরা। গত ২৬ জুন সুইজারল্যান্ডের লুসানে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকাপের অপর দলগুলোর মধ্যে 'এ' গ্রুপে জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, 'বি' গ্রুপে স্বাগতিক ভারত, পাকিস্তান, চিলি, সুইজারল্যান্ড, 'সি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, 'ডি' গ্রুপে স্পেন, বুলগেরিয়া, মিশর, নামিবিয়া এবং 'ই' গ্রুপে নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া খেলবে।

জাতীয় দলের এশিয়া কাপে খেলার হাতছানি

ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগিরিতে আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ৮ জাতির এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াতে যাচ্ছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো হচ্ছে স্বাগতিক ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চাইনিজ তাইপে। এর মধ্যে একটি দল না খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেটিরই সবুজ সংকেত মিলেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশন থেকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসানকে এশিয়ান হকি থেকে জানানো হয়েছে এশিয়া কাপে একটি দলের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি খেলতে রাজি হয় তাহলে কনফার্ম করতে বলা হয়েছে। না হলে আয়োজক দেশ অন্যকোনো দলকে আমন্ত্রণ জানাবে। বাংলাদেশ অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই এশিয়া কাপে খেলে আসছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এএইচএফ কাপে সেমিফাইনালে হেরে এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ নষ্ট করে। এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে রিয়াজুল হাসান বলেন, বিষয়টি আমাদের মৌখিকভাবে জানিয়েছে, আমরাও এশিয়ান হকিকে জানিয়ে দিয়েছি আমরা খেলতে প্রস্তুত রয়েছি। এখন তাঁদের কাছ থেকে অফিসিয়ালভাবে প্রস্তাব পেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। কোন দেশটির খেলার সম্ভাবনা নেই তা এশিয়ান হকি কিংবা স্বাগতিকরা খোলাসা না করলেও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই দেশটিই হলো পাকিস্তান। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভারতে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাতেই বাংলাদেশ দলের খেলার সুযোগ মিলতে পারে এশিয়া কাপে।

বড়দের পথে হাঁটছে ছোটরা

পরাগ আরমান

কমন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবেই পাশ করল বাংলাদেশ। 'একশতে একশ' পেয়েছে বাংলাদেশের নারীরা। বলছিলাম, সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের কথা। টুর্নামেন্ট থেকে ভারত যখন নাম প্রত্যাহার করে নেয়, বস্তুত তখনই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় স্বাগতিক বাংলাদেশের নারীরা। কারণ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে ঠেকানোর মতো একটি দলই আছে, সেটি হলো ভারত। অবশ্য মাঝে মধ্যে নেপালও বাংলাদেশের জয় থামাতে চাইলেও সবসময় পেরে ওঠেনি। তাই চ্যাম্পিয়নশিপের স্পটলাইটটা ছিল স্বাগতিকদের উপরই। অবশ্য তখনও বাকি ছিল আনুষ্ঠানিকতা। বসুন্ধরার কিংস অ্যারেনায়, ১১ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত সেই আনষ্ঠানিকতাই করল স্বাগতিক দলের তরুণীরা। তবে এই সাফল্য পেতে বাংলাদেশ দলের কঠিন পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাপিয়েও আলোচনায় এসেছে চুলোচুলির ঘটনা। আর টুর্নামেন্টের শেষটা হয়েছে বেদনাবিধুর, মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক বিমান-দুর্ঘটনার শোকের মাতম দিয়ে।

প্রথম ম্যাচটা সাধারণত দুর্বল দলের সঙ্গেই খেলতে চায় দলগুলো। তাতে সুবিধা এই যে শুরুতেই নিজেদের সবলতা-দুর্বলতা বুঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। নিজেদের দুর্বল দিকগুলো সংশোধনের সুযোগ কাজে লাগাতে চায় সবাই। আর সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের ফিক্সচার যেন বাংলাদেশকে সেই সুযোগই করে দেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলতে নামে স্বাগতিকরা। সে ম্যাচে অতিথিদেরকে গোল বন্যায় ভাসিয়ে ৯-১ ব্যবধানে জয় পায় আফঈদা খন্দকারের দল। স্ট্রাইকার মোসাম্মৎ সাগরিকা করেন হ্যাটট্রিক, মুনকি আক্তার করেন দুটি গোল। এ ছাড়া একটি করে গোল আসে স্বপ্না রানী, সিনহা জাহান শিখা, রূপা আক্তার ও শান্তি মার্ডির পা থেকে। নয় গোলের ছয়টিই করে বাংলাদেশের মেয়েরা দ্বিতীয়ার্ধে। সাগরিকা আরও দুটি গোল করলেও অফসাইডের কারণে সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। বয়সভিত্তিক সাফ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ বরাবরই সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে এসেছে। সাফল্য দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতেও তাঁদের কোনো সমস্যা হয়নি। বরং পিটার বাটলারের দলের কাছে রীতিমতো উড়েই যায় শ্রীলঙ্কান তরুণীরা।

ডাবল লিগ পদ্ধতির খেলায় পরের ম্যাচেই বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল নেপাল। শিরোপা জয়ের আরেক দাবিদার তাঁরা। নিজেদের পারফরমেন্স দিয়ে সেই প্রমাণও করেছে নেপালের মেয়েরা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে তাঁরা ৬-১ ব্যবধানে হারায় ভুটানকে। পূর্ণিমা রানী হ্যাটট্রিকসহ চার গোল করেন। আর দুটি গোল করেন সেনু পারিয়ার। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচটি যেন সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই। তবে সেই লড়াইয়ে ৭৬ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল বাংলাদেশই। পরের ১০ মিনিটে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়। দুই গোল করে ম্যাচে ফেরে নেপাল। তৈরি হয় নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা। পয়েন্ট ভাগাভাগির দোটানায় পড়ে আফঈদা-সাগরিকারা। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তৃষ্ণা রানী। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে ৩-২ গোলের জয়ে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুধুই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আর সাদামাটা জয়-পরাজয়ে শেষ হলে তো কোনো কথাই ছিল না। খেলার ৫৬ মিনিটে দুই দলের খেলোয়াড়রা জড়িয়ে পড়েন হাতাহাতি আর মারামারিতে। নেপালের ফুটবলার সিমরান চুল টেনে ধরেন সাগরিকার। সাগরিকাও পাল্টা টেনে ধরেন সিমরানের চুল। উত্তেজনা ছড়ায় অন্য খেলোয়াড়দের মাঝেও। দফারফা হয় রেফারির মধ্যস্ততায়। এই চুলোচুলির ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের সাগরিকা আর নেপালের সিমরানকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন রেফারি। বাকি সময়টা দু'দলকে ১০ জন নিয়েই খেলতে হয়। সেই সঙ্গে তাঁদেরকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৫০০ ডলার করে জরিমানাও করা হয়।

পরের ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান। নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে পরাস্ত করে রীতিমতো উৎসবের মুডে ছিল বাংলাদেশের তরুণীরা। দুই জয়ে আত্মবিশ্বাসও তাঁদের তখন আকাশছোঁয়া। সুতরাং ভুটানকে যে তাঁরা উড়িয়েই দেবে সেটা স্বাভাবিক। প্রথম ম্যাচে নেপালের কাছে ৬-১ গোলে পরাজিত হলেও পরের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ায় ভুটানিজ নারীরা। শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ তে

বিধ্বস্ত করে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাখে তাঁরা। কিন্তু অদম্য ইচ্ছেয় তখন ফুরফুরে মেজাজে থাকা টাইগ্রেসরা সামনে যা পাচ্ছে তাই মাড়িয়ে যাচ্ছে শিরোপা ছোঁয়ার জন্য। সুতরাং তাঁদেরকে মাটিতে নামানোর সাধ্য কী ভুটানের। শান্তি মার্ডির হ্যাটট্রিকে ৪-১ ব্যবধানে ভুটানকে পরাজিত করে পুরো পয়েন্ট নিয়ে প্রথম লিগ শেষ করে বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়নশিপ তখন স্বাগতিকদের হাতের নাগালে। প্রথম লেগের ধারা অব্যাহত রাখতে পারলেই বাংলাদেশকে আর পায় কে? জয় পেলেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি পিটার বাটলারের দলের। ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাঝপথে হঠাৎ ভেন্যু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। এমন ঘটনা একেবারে নজিরবিহীনই বলা যায়। খেলা শুরু হয়েছিল বিকেলে। প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্বাগতিকরা ছিল ১-০ গোলে এগিয়ে। এরপর নামে ভারি বৃষ্টি। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মাঠ খেলার উপযোগী করা যায়নি। দুই দলের সম্মতিতে বাকি অর্ধেক অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধ হয় কিংস অ্যারেনার পাশের অনুশীলন মাঠে। ফুটবলে এমন ঘটনা খুবই বিরল। এমন অস্বাভাবিক ঘটনার পরও ছন্দ হারায়নি বাংলার মেয়েরা। দারুণ ফুটবল উপহার দেয় তাঁরা। তবে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী এক মাঠেই সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। এমন ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জানায়, খেলা বন্ধ করলে টুর্নামেন্টের পুরো সূচিই পিছিয়ে যেত। দুই দলের কোচ ও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার পরই বিকল্প মাঠে দ্বিতীয়ার্ধ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রথম লিগ শেষে সবার শীর্ষে স্বাগতিকরা। বাটলারের দলের সাফ শিরোপা জয়ে সুবাস পাওয়া শুরু তখন থেকেই। তবে বাংলাদেশের নারীদের প্রধান প্রতিপক্ষ নেপাল কিন্তু প্রথম লিগের মতো বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া শুরু করে। আর বাংলাদেশ স্লো এন্ড স্টেডি নীতিতে অবিচল। দ্বিতীয় লিগের প্রথম ম্যাচে ভুটানকে ৩-০ গোলে হারালেও প্রথমার্ধে গোলের জন্য তেমন কোনো চেষ্টা করেনি বাংলাদেশ। যেন তাঁরা ঠিকই জানে জয় আসবেই। প্রথম দুটি গোল করেন তৃষ্ণা রানী। আর অন্য গোলটি করেন স্বপ্না। একপেশে খেলায় শ্রীলঙ্কাকে হারায় ৫-০ গোলে।

এরপরই অলিখিত ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামে বাংলাদেশের মেয়েরা। ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু পা পিছলে পড়ে গেলেই শিরোপা চলে যাবে অন্য ঘরে, একেবারে নেপালে। এমন সমীকরণের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে গোল বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সাফ শিরোপা নিজেদের করে নেয় লাল-সবুজের মেয়েরা। ৪-০ গোলে জয়ী হয় বাংলাদেশ। সবক'টি গোল একাই করেন দলের স্ট্রাইকার মোসাম্মৎ সাগরিকা। প্রথমার্ধে একটি এবং দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাটট্রিকসহ চারটি গোল করে ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জেতেন এই কিশোরী। সাগরিকার গতি, বল কন্ট্রোল কিংবা গোলে শট নেওয়ার পারদর্শিতা ম্যাচটিকে একপেশে করে তোলে। ২০২২ সালের পর এবারের সাফেও ছিল না কোনো ফাইনাল। ডাবল লিগ পদ্ধতির ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জিতে নেয় বাংলাদেশ। আর ১২ পয়েন্ট নিয়ে নেপাল হয় রানার্সআপ।

গত বছরের অক্টোবর মাসে সিনিয়ররা সাফ শিরোপা জয়ের পর বিদ্রোহ আর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এদেশের নারী ফুটবল। কোচ সরানোর জন্য বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন সিনিয়ররা। পরে বিদ্রোহ অবসান হলে, এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা দলগুলোকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে চূড়ান্ত পর্বে খেলা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বড়দের দেখানো পথেই হাঁটল জুনিয়ররা। এবার সিনিয়রদের মতোই লক্ষ্য তাঁদের এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা। নিয়মিত অনুশীলন আর সাফল্য ধরে রাখার মানসিকতা বাংলাদেশ নারী দলকে নিয়ে গেছে শিরোপা জয়ের সুবর্ণদিনে। নারীদের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

আর মাত্র এক বছরের অপেক্ষা

ফারজানা ইয়াসমীন

বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার সবচেয়ে বড় আসর। প্রতি চার বছর পর পর একবার এই আসর বসে। আর এই আসরের জন্যই কোটি মানুষ অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। সবশেষ কাতার বিশ্বকাপের পর এই আবেগ, উত্তেজনা আবার নতুন করে কোটি ফুটবলভক্তদের মনে উঁকি দিচ্ছে। আর মাত্র এক বছরের অপেক্ষা, ২০২৬ সালের জুন মাসে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা তাই এখন থেকেই অপেক্ষার দিন গুনতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে অনেক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী। এবারই প্রথমবার তিনটি দেশ যৌথভাবে এত বড় একটি আয়োজন করতে যাচ্ছে। এবারের আয়োজক তিনটি দেশ হলো- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো। তিনটি দেশের আয়োজনে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে। এরই মাধ্যমে শুধু ফুটবলের সীমান্তকেই নয়, বরং বিশ্বের মানুষের মিলবন্ধনের সীমারেখাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাস অনেক বছরের পুরোনো। ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে বিশ্বকাপে প্রথমবার বিশ্বকাপের মাঠে যখন বল গড়িয়েছে, তখন কেউ হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি এই আসর একদিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞে পরিণত হবে। তখন মাত্র ১৩টি দেশ এই আসরে অংশগ্রহণ করেছিল, আর এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮। ফুটবলের এই মেগা আসরে অংশগ্রহণের ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রমাণ করে এটি শুধু মাত্র একটি খেলার বিস্তার নয়, এটি কোটি মানুষের একতা ও বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ সব পার্থক্য ভুলে মানুষ একটাই নাম ধরে চিৎকার করে- গোল। উন্নত, অনুন্নত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোকেও কিছু সময়ের জন্য হলেও এক কাতারে নিয়ে আসে। ২০২৬ সালের আসরও মানুষে মানুষে ভালোবাসার জয়গান নতুন করে উচ্চারিত হবে। নতুন পৃথিবীর নিকট এই বিশ্বকাপ আসর সাম্য ও মানবতার উদাহরণ হিসেবে থাকবে।

সবশেষ কাতার বিশ্বকাপ ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু স্মরণীয় চমক উপহার দিয়েছে, যা ফুটবলপ্রেমীদের মনে বহুদিন দাগ কেটে থাকবে। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দীর্ঘ ৩৬ বছরের শিরোপা খরা ঘুচিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি পুনরুদ্ধার করে। আর্জেন্টিনার রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে লিওনেল মেসির নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। তারকা যায় তারকা আসে, ২০২৬ বিশ্বকাপও নতুন ইতিহাসের সূচনা করবে। এই বিশ্বকাপ হবে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্বকাপ। এমবাপ্পে, হল্যান্ড, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের মতো সুপারস্টাররা বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াবেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০২৬ বিশ্বকাপ হবে ইতিহাসের অন্যতম সেরা মেগা আসর। এটি হবে এক ভিন্ন স্বাদের বিশ্বকাপ। যেখানে একদিকে থাকবে কাতার বিশ্বকাপের মতো আধুনিকতার ছোঁয়া, অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার ফুটবল উন্মাদনা। সব মিলেমিশে ফুটবলপ্রেমীদের উপহার দেবে অবিস্মরণীয় এক আসর। তাই আমাদের সবার চোখ এখন ২০২৬ সালের জুন মাস, তারপরই স্বপ্নপূরণের বিশ্বমঞ্চ।

হংকং ম্যাচের আগে নেপাল পরীক্ষা

মো. সামীম সরদার

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা দিয়েছিল এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে পরের ম্যাচটি খেলার আগে জাতীয় ফুটবল দলকে ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচের অভিজ্ঞতা দেবে। ১০ জুন ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই এমন ঘোষণা এসেছিল বাফুফে থেকে। নির্দিষ্ট করে বললে গত ২৯ মে বাফুফের ন্যাশনাল টিমস কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল ইউরোপের যেকোনো একটি দলের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ স্বপ্ন রয়েই গেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের জন্য। প্রীতি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালের বিপক্ষে। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বরের ম্যাচ দুটিতে বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে হিমালয়ের দেশটি।

ইউরোপ টার্গেট করে দৌড়ঝাঁপের পর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নেপালে থামল কেন? এর ব্যাখ্যাও দিয়েছে দেশের ফুটবলের অভিভাবক প্রতিষ্ঠানটি। বাফুফের দাবি তাঁরা কেবল ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গেই ম্যাচ খেলার চেষ্টা করেনি। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশের সঙ্গেও চিঠি চালাচালি করেছে। একটি-দুটি নয়, ২৭টি দেশের সঙ্গে বাফুফে ম্যাচ খেলার চেষ্টা করেও পারেনি। তাই উপায় না দেখে নেপালের সঙ্গেই খেলতে যাচ্ছে ২ ম্যাচ।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার এতগুলো দেশকে প্রস্তাব দিয়েও বাফুফেকে কেন নিরাশ হতে হলো? ইউরোপ ও আফ্রিকায় আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ বাছাই নিয়ে ব্যস্ত। তাই সব দেশই নাকি সেই অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তাহলে কী আর করার? হংকংয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের আগে নেপালে গিয়েই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ম্যাচ খেলার বাংলাদেশের সামনে আরকেটি সুযোগ ছিল। সেপ্টেম্বরেই শ্রীলঙ্কা আয়োজন করতে যাচ্ছে চার জাতি টুর্নামেন্ট। সেখানে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাফুফে খেলতে সম্মত হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখে ইউরোপ আফ্রিকায় দল খুঁজছিল। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করলে বাংলাদেশের জায়গায় অন্য দল চূড়ান্ত করে। নেপাল অবশ্য আগেই বাফুফেকে তাঁদের দেশে গিয়ে ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের ম্যাচের এক সপ্তাহ পরই অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশকে দুই ম্যাচে আতিথেয়তা দিতে আমন্ত্রণ জানায়। এর মধ্যে ভিয়েতনামও বাংলাদেশকে ম্যাচ খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাফুফে শেষ পর্যন্ত নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২ জুলাই অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে সম্মতিপত্র দেয়।

ভিয়েতনামকে রেখে বাংলাদেশ কেন নেপালকে বেছে নিয়েছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের চেয়ে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভিয়েতনাম ৭১ ধাপ এগিয়ে। আর নেপাল এগিয়ে মাত্র ৮ ধাপ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ অক্টোবর ঢকায় ও ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের মাঠে। ভিয়েতনাম শক্তিতে হংকংয়ের চেয়ে ৩৬ ধাপ এগিয়ে। তাই এমন একটি দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেললে ক্যাবরেরার শিষ্যদের প্রস্তুতিটা আরও ভালো হত কি না, সে বিতর্ক আলোচনাও আছে। তবে বাফুফে ভিয়েতনামের পরিবর্তে নেপালকে বেছে নেওয়ার একটা কারণ হিসেবে আঞ্চলিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছে। অতীতে দেখা গেছে বাংলাদেশ প্রীতি ম্যাচ খেলার প্রতিপক্ষ সংকটে পড়লে নেপাল এগিয়ে আসে। দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশনের এমন সম্পর্কের কথই বাফুফে উল্লেখ করেছে। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের জন্য ভালো হতো নেপালের চেয়ে বেশি শক্তির দল ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচ খেললে।

ঘুরেফিরে বাংলাদেশের বেশি প্রীতি ম্যাচ খেলা হয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বিপক্ষেই। গত ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের এশিয়ান কাপ বাছাই মিশন শুরু হয়েছে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে বাংলাদেশ চারটি ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলেছে, যার দুটি ভুটান ও দুটি মালদ্বীপের বিপক্ষে। ওই চার ম্যাচে ফিফটি ফিফটি সফলতা ছিল ক্যাবরেরার দলের। ভুটানে গিয়ে এক ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ হেরেছিল। আর ঢাকায় মালদ্বীপের বিপক্ষে এক ম্যাচ হেরে এক ম্যাচ জিতেছিল। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ভুটানের সঙ্গে খেলেছিল বাংলাদেশ। জিতেছিল ২-০ গোলে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হলেও সে ধারাবাহিকতা থাকেনি। শিলংয়ে গিয়ে ভারতের বিপক্ষে ড্র করেছিল বাংলাদেশ। সেটি ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীর লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ। ওই ম্যাচ সামনে রেখে ভারতও ফিরিয়ে এনেছিল দেশটির তারকা ফুটবলার সুনিল ছেত্রিকে। তবে হামজার ছোঁয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে প্রাধান্য নিয়েই খেলেছিল। বিশেষ করে প্রথমার্ধে। শুরুর দিকে বাংলাদেশ গোলের যে সুযোগগুলো পেয়েছিল সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে জয় নিয়েই দেশে ফিরতে পারত।

১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ ঘিরে জমজমাট অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হওয়া ওই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরে যায় ২-১ গোলে। ২-০ তে পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ ব্যবধান কমালেও হার

এড়াতে পারেনি। হামজার পর কানাডাপ্রবাসী শমিত সোম যোগ হয়েছিল এই ম্যাচে। তারপরও হারতে হয়েছে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গ্রুপিং হওয়ার পর বাংলাদেশের স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা বলেছিলেন তিনি ঘরের তিন ম্যাচের দিকে বেশি নজর দেবেন। ঘরের তিন ম্যাচ থেকে ৯ পয়েন্ট নিতে পারলে বাংলাদেশের এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হবে। তবে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচই যে হেরে বসে বাংলাদেশ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশি এগিয়ে ছিল না সিঙ্গাপুর। ২৫ ধাপ মাত্র। সবার প্রত্যাশা ছিল এই ম্যাচটি জিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল ফেরাটাকে উদ্‌যাপন করবে তাঁরা। এই ম্যাচের আগে ৪ জুন ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে জিতলেও বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হেরে পয়েন্ট টেবিলে পিছিয়ে পড়ে।

কাঠমান্ডুতে গিয়ে স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতবে নাকি অন্য ফল করবে, সেটা সময়ই বলে দেবে। তার চেয়ে বড় কথা এ দুটি ম্যাচ দিয়ে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে তাঁর শিষ্যদের ভালো করে ঝালিয়ে নিতে পারবেন। পরের ম্যাচটি যেহেতু ঘরে তাই বাংলাদেশকে জেতার লক্ষ্য নিয়েই খেলতে হবে। প্রথম দুই ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়ায় এমনিতেই বাংলাদেশের এশিয়ান কাপে খেলার সম্ভাবনা অনেক কমে এসেছে। যদি ঘরের বাকি দুই ম্যাচের একটিতেও পয়েন্ট হারায় তাহলে বাংলাদেশের জন্য বাকি ম্যাচগুলো শুধু আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে। এক কথায় কাগজ-কলমে যে সুযোগ আছে, তা বাস্তবে পরিবণত করতে ক্যাবরেরার দলকে বাকি ৪ ম্যাচে অনেক ভালো করতে হবে।

নেপালের বিপক্ষে খেলা সবশেষ প্রীতি ম্যাচটি হেরেছিল বাংলাদেশ। তাও ৩-১ গোলে। ২০০০ সালের নভেম্বরে ঢাকায় দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল নেপাল। প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছিল ২-০ গোলে। ওই বছর ১৩ নভেম্বর হওয়া ওই ম্যাচ জয়ের পর বাংলাদেশ আর কখনো নেপালকে হারিয়ে উদ্‌যাপন করতে পারেনি। ওই সিরিজেরই পরের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। এর পর হওয়া তিন ম্যাচের দুটি জিতেছে নেপাল, একটি ড্র হয়েছে। মারদেকা কাপ, এশিয়ান গেমস, বঙ্গবন্ধু কাপ, এসএ গেমস, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ, এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ ও ফিফা প্রীতি ম্যাচ মিলে বাংলাদেশ ও নেপাল মুখোমুখি হয়েছে ২৪ বার। জয়ের পাল্লা বাংলাদেশের দিকেই ঝুলে আছে। বাংলাদেশ জিতেছে ১৩ ম্যাচ, নেপাল ৭ ম্যাচ। ড্র হয়েছে চারটি ম্যাচ। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের বড় জয় ৫-০ গোলে। ১৯৮৪ সালে কাঠমান্ডু এসএ গেমসে বাংলাদেশ জিতেছিল ওই ব্যবধানে। নেপালের কাছে বাংলাদেশের বড় হার ওই আসরেই। ফল ছিল ৪-২।

যে টুর্নামেন্টের জন্য নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ কোনো সম্ভাবনায় দাঁড়িয়ে? এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ গ্রুপের অন্য তিন দলই কাগজে-কলমে বেশি শক্তিশালী। তবে সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়। তাই ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ আবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে, তেমন একটা প্রত্যাশা ছিল সমর্থকদের। ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সেই প্রত্যাশার পালে আরও হাওয়া লেগেছিল। সিঙ্গাপুরের কাছে হারের পর সে সম্ভাবনা কমে গেছে।

তারপরও সমীকরণ মিলিয়ে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনা খুঁজে বের করছেন সমর্থকেরা। ১৮ পয়েন্টের খেলা। ৬ পয়েন্টের লড়াই শেষে খাতায় যোগ হয়েছে ১। বাংলাদেশের চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে সিঙ্গাপুর ও হংকং। তাহলে এখন চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার কতটা সম্ভাবনা বেঁচে আছে বাংলাদেশের? ফুটবলে অনেক কিছুই হতে পারে। বাংলাদেশ যেহেতু গাণিতিকভাবে ছিটকে যায়নি, তাই অনেক কিছু হতেও পারে। তবে বাস্তবতা কঠিন। কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঘরের মাঠে হেরে যাওয়ায়। তাহলে বাংলাদেশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়ে রাখছে কোন সমীকরণ? বাংলাদেশের এখনো ম্যাচ বাকি চারটি, যার দুটিই হংকংয়ের বিপক্ষে। অন্য দুটি ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। পরের ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ অক্টোবর। ম্যাচটি ঢাকায়। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দেশটিকে কী হারাতে পারবে বাংলাদেশ? তারা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ড্রয়ের পর ভারতকে হারিয়ে দিয়ে দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে করে ভালো অবস্থানে আছে।

হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকের মধ্যে ফিরে আসে ৫০ বছর আগের দুর্বিষহ এক স্মৃতি। ১৯৭৫ সালে মারদেকা কাপে দুই দেশের প্রথম দেখা হয়েছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে। বাংলাদেশের জালে গুনে গুনে ৯ গোল দিয়েছিল হংকং। একটি গোল পরিশোধ করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। অফিশিয়ালি ম্যাচে হংকংকে কখনো হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। যদিও দীর্ঘ ৫০ বছরে মাত্র চারটি ম্যাচ হয়েছে বাংলাদেশ-হংকংয়ের। এর মধ্যে বাংলাদেশ দুটিতে হেরেছে, দুটি ড্র করেছে। বাংলাদেশকে ৪৫ বছর পর এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে পরের চার ম্যাচই মহাগুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে হংকং ও ভারতের বিপক্ষে ঘরের দুই ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট না পেলেই মাঠে মারা যাবে বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাস্তবে সম্ভাবনা কমে গেলেও কাগজ-কলমে যেহেতু আছে, তাই বাংলাদেশকে লড়েই যেতে হবে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের মেয়েরাও লড়াই করেছে এবার। সেখানে শতভাগ সফল ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। মিয়ানমারে হওয়া বাছাই পর্বে বাংলাদেশ প্রথমে বাহরাইন, পরে মিয়ানমার ও শেষে তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে। গ্রুপসেরা হয়ে বাংলাদেশ নাম লিখিয়েছে এশিয়ার শীর্ষ ১২ দলের এশিয়ান কাপে। কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখতে পারলে টিকে থাকবে বিশ্বকাপের সমীকরণও। মেয়েদের এই সাফল্য হয়তো চাপে ফেলেছে ছেলেদের। পুরুষ ফুটবল দল মেয়েদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কতদূর যেতে পারে, সেটা দেখার অপেক্ষায় সবাই।

কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপলের লেখা 'তির-ধনুকে বাজিমাত' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা।

চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স এবার রানার্সআপ

মো. মুলতানুর রহমান

শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যয় নিয়ে গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল) খেলতে গিয়েছিল রংপুর রাইডার্স। একের পর এক ম্যাচ জিতে তরতর করে অপরাজিতভাবে ফাইনালেও উঠে গিয়েছিল বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না! নুরুল হাসান সোহানের দল পুরো আসরে ম্যাচ হেরেছে একটি এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটিই কি না ফাইনাল! শেষটা ভালো না হওয়ার ফলে ট্রফি অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়নি রংপুরের। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের কাছে হেরে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন রাইডার্সকে এবার রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পরাজয় দিয়ে শুরুর পর আয়োজক দলই হেসেছে শেষ হাসি।

রংপুরকে শিরোপার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বোলাররা। আবার সেই বোলাররাই ফাইনালে ডুবিয়েছেন দলকে! বিশেষ করে ডেথ ওভারের বোলিং-ই গড়ে দিয়েছে পার্থক্য। ইনিংসের শেষ ৩ ওভারে ৪৪ রান বিলিয়েছেন রংপুরের বোলাররা। মূলত সেখানেই মোমেন্টাম হেলে পড়ে গায়ানার দিকে। উইকেট ও কন্ডিশন বিবেচনায় ফাইনালের ম্রায়ুক্ষয়ী মঞ্চে ১৯৭ রান ছিল অনেক বড় লক্ষ্য। ইনিংস বিরতিতেই মনে হচ্ছিল অন্তত ৩০ রান বেশি হয়েছে। বাস্তবেও হয়েছে তাই। তাড়া করতে নেমে ১৬৪ রানে অলআউট হয়ে ৩২ রানে ম্যাচ হেরেছে গায়ানা। একটি ব্যতিক্রম বাদে রংপুরের ব্যাটসম্যানরা অবশ্য টুর্নামেন্টের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একই ধাঁচের পারফরম্যান্স করেছে। ১৬২, ১৬১, ১৫৮ ও ১৬৪; ফল আসা চার ম্যাচে রাইডার্স ব্যাটসম্যানদের ইনিংসপ্রতি রান তোলার দৌড় ছিল মোটামুটি ১৬০ রানের আশেপাশে। যে ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটেছে রংপুরের, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে ৭৯ রানে অলআউট হওয়া ওই ম্যাচটি অবশ্য বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে।

গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ৮ রানের নাটকীয় জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল রংপুর রাইডার্স। কাইল মেয়ার্সের অপরাজিত ৪৪ ও ইফতিখার আহমেদের হার না মানা ৩৪ রানের ওপর ভর করে প্রথমে স্কোরবোর্ডে জমা করা ১৬২ রানকেই উইনিং স্কোর বানিয়েছেন রংপুরের বোলাররা। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ৪ ওভারে ৩২ রান দরকার ছিল গায়ানার। ১৭তম ওভারে ৭ রান দিয়ে শেমরন হেটমেয়ারকে আউট করা সৈয়দ খালেদ আহমেদ দুর্ধর্ষরূপ ধারণ করেন ১৯তম ওভারে। ওই ওভারের প্রথম ৪ বলে একটি চার ও ছক্কায় ১১ রান খরচ করলেও পরবর্তীতে পরপর দুই বলে ডুয়েইন প্রিটোরিয়াস ও সামার স্প্রিঙ্গারকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে খাদের কিনারায় ঠেলে দেন এই ডানহাতি পেসার। শেষ ওভারের প্রথম বলে ডেভিড উইসাকে প্যাভেলিয়নে পাঠিয়ে সোহানের দলকে উল্লাসে মেতে ওঠার সুযোগ এনে দেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। ৪ ওভারে ৩৬ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট দখল করে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেন খালেদ আহমেদ।

টি-টোয়েন্টিতে একজন বোলার সাকুল্যে ২৪টি বল করার সুযোগ পান। এর মধ্যে ৪ উইকেট তুলে নেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু খালেদ আহমেদ চমক দেখিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও 'এক হালি উইকেট' শিকার করেন এবং অনুমিতভাবে বিবেচিত হন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়। সুবাদে হোবার্ট হারিকেন্সের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্স অর্জন করে স্নায়ুক্ষয়ী ১ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়। ১৫২ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে ৮২ রানের মাথায় পঞ্চম উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়া হোবার্ট ষষ্ঠ উইকেটে ৪১ রানের জুটির কল্যাণে বিপর্যয় কাটিয়ে হাঁটতে থাকে জয়ের পথে। শেষ ৪ ওভারে ৩৬ রান দরকার, হাতে ৫ উইকেট; এমন অবস্থা থেকে হোবার্টের হাতে 'হারিকেন' ধরিয়ে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেন খালেদ। ১৭তম ওভারে এক উইকেট নেওয়া এই পেসার ১৯তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হজম করলেও তৃতীয় ও চতুর্থ বলে ফাবিয়ান অ্যালেন ও রাফ ম্যাকমিলানকে মাঠছাড়া করে রংপুরকে এনে দেন জয়ের সুবাস। আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের করা শেষ ওভারের চতুর্থ বলে হোবার্টের শেষ ভরসা মোহাম্মদ নবী ফেরার পর শেষ বলে বিলি স্টেনলেক দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রানআউট হলে ১৫০ রানে অলআউট হয়ে দলটি হেরে যায় মাত্র ১ রানে! এর আগে রংপুরের ৬ উইকেটে করা ১৫১ রানের ইনিংসে ৪২ বলে হার না মানা ৬৭ রান আসে কাইল মেয়ার্সের ব্যাট থেকে, ইব্রাহিম জাদরান করেন ৪৩। হোবার্ট হারিকেন্সের লেগ স্পিনার উসামা মির ১৫ রানে ৩ উইকেট নিলেও দলকে জয়ের মুখ দেখাতে পারেননি তাঁর দলের ব্যাটসম্যানরা।

দুবাই ক্যাপিটালসকে হারিয়ে রংপুর রাইডার্স টানা

তৃতীয় জয়ের মুখ দেখে। নুরুল হাসান সোহান বাহিনীর এবার জয় আসে প্রথম ম্যাচের মতো, ৮ রানে! ইফতিখার আহমেদের অপরাজিত ৪১, সৌম্য সরকারের ৩৬ ও নুরুল হাসান সোহানের ৩৪ রানের ওপর ভর করে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামা রংপুর ২০ ওভারে ৫ উইকেটে সংগ্রহ করে ১৫৮ রান। দুবাইয়ের ৫ বোলার নেন ১টি করে উইকেট। রান-তাড়ায় ৭ রানে ২ উইকেটের পতন ঘটা দুবাই

৮৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ার দ্বারপ্রান্ত থেকে লোয়ার অর্ডারের সৌজন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেতার মতো প্রেক্ষাপট তৈরি করলেও শেষ ওভারে ম্যাচটা বের করে আনেন রংপুরের বোলাররা। বাঁহাতি অফস্পিনার সাইফ হাসান ২০ রানে দখল করেন ৩ উইকেট।

পরপর তিন জয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট হাতে পাওয়া রংপুরের জন্য চতুর্থ ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে মাত্র ৭৯ রানে গুটিয়ে চরম হতাশ করেন রাইডার্সের ব্যাটসম্যানরা। ১৩.৫ ওভার স্থায়ী ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন সাইফ হাসান ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এই দুজনের জুড়িদারিতে তৃতীয় উইকেটে আসে ৪১ রান। ৫৬/২ থেকে ২৩ রান যোগ করতেই পরের ৮ উইকেট খুইয়ে বসে রংপুর। সাইফ ও অঙ্কন ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। অফস্পিনার আঙ্গুস শাউ, বাঁহাতি স্পিনার জেইডেন লেনক্স ও ডানহাতি পেসার ব্লেয়ার টিকনার; প্রত্যেকেই তুলে নেন ৩টি করে উইকেট। নিশ্চিত পরাজয় যখন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল রংপুর রাইডার্সকে, তখনই 'সহায়তার হাত' বাড়িয়ে দেয় বৃষ্টি! প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামের আকাশ ভেঙে নেমে আসে বারিবর্ষণ, রান তাড়ায় একটা বলও মোকাবেলার সুযোগ পায়নি সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস। ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে উভয় দলকে এক পয়েন্ট করে ভাগ করে দেওয়া হয়।

সর্বোচ্চ ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে ওঠা রংপুর রাইডার্স প্রতিপক্ষ হিসেবে পায় ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট অর্জন করা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নেন গায়ানার অধিনায়ক ইমরান তাহির। নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করা রংপুরের বোলাররা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে খেই হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা প্রয়োজনের সময় উইকেট তো নিতে পারেনইনি, এমনকি আটকাতে ব্যর্থ হন রানের চাকাও। ওপেনার এভিন লুইসকে (৫) দলীয় ২১ রানে ফেরানোর পর দ্বিতীয় উইকেটে ১২১ রানের বড় জুটি গড়েন জনসন চার্লস (৬৭) ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ (৬৬)। তবে শেষ দিকে রংপুরের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছেন ১৫ বলে ১৯ রান করা শেরফাইন রাদারফোর্ড ও ৯ বলে ২৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলা রোমারিও শেফার্ড। পঞ্চম উইকেটে এই দুজনের ২২ বলে ৪৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১৯৬ রানের মগডালে চড়ে ম্যাচের লাগাম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় গায়ানা। ইনফর্ম খালেদ আহমেদ ১ উইকেট নিতেই দিয়ে ফেলেন ৪৪ রান। জবাবে ১৯.৫ ওভারে ১৬৪ রানে অলআউট হয়ে ৩২ রানে পরাজিত হওয়া রংপুর বলতে গেলে এক মুহূর্তের জন্যও জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি। দলটির সফলতম ব্যাটসম্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মেয়ার্স করতে পারেন ১০ বলে মাত্র ৫ রান। সুবিধা করতে পারেননি বাঁহাতি ওপেনার সৌম্য সরকারও (১৩)। ইফতিখার আহমেদ (২৯ বলে ৪৬) ও সাইফ হাসানের (২৬ বলে ৪১) ইনিংস দুটো পরাজয়ের ব্যবধানই কমিয়েছে শুধু। শেষ দিকে ১৭ বলে ৩০ রান করে কিছুটা চেষ্টা করেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ৪ ওভারে ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ডানহাতি পেসার ডুয়েইন প্রিটোরিয়াস গায়নার সফলতম বোলার। লেগ স্পিনার ইমরান তাহির ও বাঁহাতি স্পিনার গুডাকেশ মোতি পকেটে পুরেন ২টি করে উইকেট। রংপুরের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৮ রানের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ৩২ রানে ফাইনাল জিতে শিরোপা নিজেদের ঘরে রেখে দেয় স্বাগতিক গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। ৩৮ বলে ৬৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতে নেন চ্যাম্পিয়ন দলের রহমানউল্লাহ গুরবাজ।

গায়ানার হয়ে খেলা আফগানিস্তানের তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান রহমানউল্লাহ গুরবাজের ব্যাট থেকে ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে এসেছে আসরের সর্বোচ্চ ১৩৯ রান (ইনিংস ৫, গড় ২৭.৮০)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৫ রান করেছেন রংপুর রাইডার্সের ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্স। বোলিংয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকার করেছেন ইমরান তাহির। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের বর্ষীয়ান প্রোটিয়া লেগ স্পিনার ৫ ইনিংসে ৯.২৮ গড়ে তুলে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের অ্যাওয়ার্ড উঠেছে চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়কের হাতে। ৪ ইনিংসে ১০.৯০ গড়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ উইকেট পকেটে পুরেছেন রংপুর রাইডার্সের বাংলাদেশি পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ।

রংপুর রাইডার্সের ৫ ম্যাচের ছোট-চিত্র...

- **প্রথম ম্যাচ :** রংপুর রাইডার্স ১৬২/৫ (২০), গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ১৫৪/১০ (১৯.১), ফল- রংপুর ৮ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- সৈয়দ খালেদ আহমেদ (রংপুর, ৪/৩৬)
- **দ্বিতীয় ম্যাচ :** রংপুর রাইডার্স ১৫১/৬ (২০), হোবার্ট হারিকেন্স ১৫০/১০ (২০), ফল- রংপুর ১ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- সৈয়দ খালেদ আহমেদ (রংপুর, ৪/২৬)
- **তৃতীয় ম্যাচ :** রংপুর রাইডার্স ১৫৮/৫ (২০), দুবাই ক্যাপিটালস ১৫০/১০ (১৯.২), ফল- রংপুর ৮ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- ইফতিখার আহমেদ (রংপুর, ৪১* রান ও ১/২৩)
- **চতুর্থ ম্যাচ :** রংপুর রাইডার্স ৭৯/১০ (১৩.৫), সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস-, ফল- বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত, ম্যাচসেরা- ঘোষিত হয়নি
- **ফাইনাল :** গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ১৯৬/৪ (২০), রংপুর রাইডার্স ১৬৪/১০ (১৯.৫), ফল- গায়ানা ৩২ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- রহমানউল্লাহ গুরবাজ (গায়ানা, ৬৬ রান)।

জাকের আলীর প্রথম অর্জন

মো. মনির উদ্দিন

দ্বিতীয় ম্যাচে চাপের মুখে ৫৫ রানের ইনিংসের পথে জাকের আলীর একটি দর্শনীয় শট...

নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারেন জাকের আলী অনিক। অনেক সময় যে পারফরম্যান্স করে এমনকি কেউ কেউ প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচও হতে পারেন না, তেমন কিছু করেই যে একটা সিরিজ সেরার পুরস্কারই জিতে নিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান! যদিও সিরিজে তাঁকে একবারও গ্লাভস হাতে উইকেটের পেছনে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি সফরকারী পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে যে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ, সেখানে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের অ্যাওয়ার্ড উঠেছে জাকের আলীর হাতে। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য ঠিকই আছে। সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ব্যাটসম্যান সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মোট রানের সংখ্যাটা একটু চমকে ওঠার মতোই, ৩ ম্যাচে ৩৫.৫০ গড়ে ৭১! এত কম রান করে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ইতিপূর্বে আর কেউ প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়েছেন কি-না সন্দেহ! রেকর্ড ঘেঁটে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৯ রান (২ ইনিংসে, স্ট্রাইকরেট ১৩০.১৮) এসেছে বাংলাদেশের বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাট থেকে। অবশ্য রান সংখ্যার প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে এটাও স্মরণ রাখতে হবে খেলাটা কোন উইকেটে হয়েছে। যে যাই বলুক কিংবা যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেটের মান নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই এবং বোলিং সহায়ক উইকেটে অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে রান তুলতে মোটামুটি 'জান' বেরিয়ে গেছে ব্যাটসম্যানদের। এই ফাঁকে তিনবার ব্যাট হাতে নেমে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ফায়দাই পেয়েছেন জাকের আলী। এক্ষেত্রে অবশ্য চাইলে দুই ম্যাচ খেলা পারভেজ ইমনকেও বিবেচনায় রাখতে পারতেন অ্যাডজুডিকেটররা। কিন্তু তাঁদের বিবেচনায় 'ইম্প্যাক্ট' মানদণ্ডে জাকের এগিয়ে গেছেন। আর বোলিং উইকেট বলে বোলারদের সাফল্য স্বাভাবিক হওয়ায় তাঁরা হিসেবের অনেকটাই বাইরে রয়ে যান। পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার সালমান মির্জা সিরিজে সর্বোচ্চ ৭ উইকেট তুলে নিলেও তাঁর দল সিরিজ হেরেছে বলে অনুমিতভাবেই বিবেচনায় আসেননি। এ ছাড়া বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদ দুই ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬ উইকেট পেলেও উইকেট অনুকূল হওয়ায় সেটি 'বিশেষ' কোনো গুরুত্ব পায়নি। ফলে ৭১ রান করে জাকের আলীর সিরিজসেরা হওয়া একটু কেমন যেন হলেও মোটেই প্রশ্নবিদ্ধ নয়। বিশেষ করে এমন কঠিন উইকেটেও কিন্তু ব্যাটিংয়ে তাঁর 'ইনটেন্ট' ছিল পজেটিভ।

সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ে জাকের আলীর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথম ম্যাচে ১০ বল মোকাবিলা করে অপরাজিত ছিলেন ১৫ রানে। হাতে পর্যাপ্ত বল এবং উইকেট অক্ষত ছিল ওই ইনিংসকে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ না-ই বা ধরতে পারেন। তৃতীয় ম্যাচে তো দাঁড়াতেই পারেননি, মুখোমুখি হওয়া দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে যান মাত্র ১ রান করে। তিনি আসল ক্যারিশমা দেখিয়েছেন দ্বিতীয় ম্যাচে। ২৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ যখন কাঁপছিল, তখন ক্রিজে গিয়ে শক্তহাতে হাল ধরেন জাকের আলী। একটু পর ওপেনার পারভেজ ইমন প্যাভেলিয়নে ফিরলেও পঞ্চম উইকেটে শেখ মেহেদী হাসানকে (৩৩) নিয়ে ৫৩ রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামাল দেন। ৪৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংসের একেবারে শেষ বলে আউট হওয়া জাকের তাঁর ৫ ছক্কার ৪টিই মেরেছেন শেষ তিন ওভারে। ফলে শেষের ঝড়ে ১৩৩ রানের লড়াকু স্কোর গড়তে সমর্থ হয় বাংলাদেশ এবং রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরির পর বোলারদের সৌজন্যে টানা দ্বিতীয় জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নেয় লিটন বাহিনী। অবশ্য সেদিন প্রথমে ব্যাট হাতে ২৫ বলে ৩৩ রান এবং পরে বল হাতে

ইতোমধ্যে লড়াকু যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন জাকের আলী

টি-টোয়েন্টিতে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ অ্যাওয়ার্ড জয়ী বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা...					
খেলোয়াড়	প্রতিপক্ষ	আয়োজক	সময়কাল	পারফরম্যান্স	সিরিজের ফল
সাকিব আল হাসান	জিম্বাবুয়ে	জিম্বাবুয়ে	মে ২০১৩	২ ম্যাচে ৫২.৫০ গড়ে ১০৫ রান ও ৬ উইকেট	১-১ এ সিরিজ ড্র
সাব্বির রহমান	এশিয়া কাপ	বাংলাদেশ	ফেব্রু-মা ২০১৬	৫ ম্যাচে ৪৪.০০ গড়ে ১৭৬ রান, সর্বোচ্চ ৮০	ভারত চ্যাম্পিয়ন
সাকিব আল হাসান	ও. ইন্ডিজ	ও. ইন্ডিজ	জুল-আগস্ট ২০১৮	৩ ম্যাচে ৩৪.৩৩ গড়ে ১০৩ রান ও ৩ উইকেট	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
সাকিব আল হাসান	ও. ইন্ডিজ	বাংলাদেশ	ডিসেম্বর ২০১৮	৩ ম্যাচে ৫১.৫০ গড়ে ১০৩ রান ও ৮ উইকেট	ও.ইন্ডিজ ২-১ এ জয়ী
লিটন দাস	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	মার্চ ২০২০	২ ম্যাচে ১১৯.০ গড়ে ১১৯ রান, সর্বোচ্চ ৬০*	বাংলাদেশ ২-০ এ জয়ী
সৌম্য সরকার	জিম্বাবুয়ে	জিম্বাবুয়ে	জুলাই ২০২১	৩ ম্যাচে ৪২.০০ গড়ে ১২৬ রান ও ৩ উইকেট	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
সাকিব আল হাসান	অস্ট্রেলিয়া	বাংলাদেশ	আগস্ট ২০২১	৫ ম্যাচে ২২.৮০ গড়ে ১১৪ রান ও ৭ উইকেট	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী
নাসুম আহমেদ*	নিউজিল্যান্ড	বাংলাদেশ	সেপ্টেম্বর ২০২১	৫ ম্যাচে ৮.৩৭ গড়ে ৮ উইকেট, ইকো. ৪.৭৮	বাংলাদেশ ৩-২ এ জয়ী
নাজমুল হোসেন শান্ত	ইংল্যান্ড	বাংলাদেশ	মার্চ ২০২৩	৩ ম্যাচে ১৪৪.০ গড়ে ১৪৪ রান, সর্বোচ্চ ৫১	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী
তাসকিন আহমেদ	আয়ারল্যান্ড	বাংলাদেশ	মার্চ ২০২৩	৩ ম্যাচে ৮.৮৭ গড়ে ৮ উইকেট, সেরা ৪/১৬	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
সাকিব আল হাসান	আফগানিস্তান	বাংলাদেশ	জুলাই ২০২৩	২ ম্যাচে ৩৭ রান ও ১০০.৫০ গড়ে ৪ উইকেট	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী
শরীফুল ইসলাম	নিউজিল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড	ডিসেম্বর ২০২৩	৩ ম্যাচে ৯.৬৩ গড়ে ৬ উইকেট, সেরা ৩/২৬	১-১ এ সিরিজ ড্র
তাসকিন আহমেদ	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	মে ২০২৪	৪ ম্যাচে ৯.১২ গড়ে ৮ উইকেট, সেরা ৩/১৪	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী
মোস্তাফিজুর রহমান	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	মে ২০২৪	৩ ম্যাচে ৮.২০ গড়ে ১০ উইকেট, সেরা ৬/১০	যুক্তরাষ্ট্র ২-১ এ জয়ী
শেখ মেহেদী হাসান	ও. ইন্ডিজ	ও. ইন্ডিজ	ডিসেম্বর ২০২৪	৩ ম্যাচে ৫.৭৫ গড়ে ৮ উইকেট ও ৩৭ রান	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী
লিটন দাস	শ্রীলঙ্কা	শ্রীলঙ্কা	জুলাই ২০২৫	৩ ম্যাচে ৩৮.০০ গড়ে ১১৪ রান, সর্বোচ্চ ৭৬	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
জাকের আলী অনিক	পাকিস্তান	বাংলাদেশ	জুলাই ২০২৫	৩ ম্যাচে ৩৫.৫০ গড়ে ৭১ রান, সর্বোচ্চ ৫৫	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী

** নাসুম আহমেদ যুগ্মভাবে সিরিজসেরা হয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের টম ল্যাথামের (৫ ম্যাচে ৫৩.০ গড়ে ১৫৯ রান) সঙ্গে*

২৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন শেখ মেহেদী হাসান। কিন্তু এই অফস্পিন অলরাউন্ডারকে ছাপিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় জাকের আলীর হাতে। এরচেয়ে বড় ইনিংস থাকলেও এই ইনিংসকেই (৫৫ রান) নিজের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস আখ্যায়িত করে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলছিলেন, 'আমার কাছে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দল না জিতলে আমি নিজের ইনিংস কাউন্ট করি না। আজ যেহেতু জিতেছি, ইনিংসটাকে হিসাবে রাখলাম। আমি যতই ভালো খেলি, দল না জিতলে সেটিকে হিসাবে রাখি না।' বিগ হিটার এই ব্যাটসম্যান এর আগে টি-টোয়েন্টি তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একবারই প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন, গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটাউনে তৃতীয় ম্যাচে ৪১ বলে ৩ বাউন্ডারি আর ৬ ছক্কায় ৭২ রানের হার না মানা ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলার সুবাদে।

২৭ বছর বয়সী জাকের আলী অনিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত হয়েছেন এখনো এক বছরও হয়নি। এর মধ্যেই টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে বেশ কিছু কার্যকরী ইনিংস খেলে সবার নজর কেড়েছেন। বিশেষ করে চাপের মুহূর্তে তাঁর সাবলীল ব্যাটিং সত্যিই দেখার মতো। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ তিন সংস্করণেই জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন একজন দক্ষ ফিনিশারের সন্ধানে রয়েছে বাংলাদেশ। এই জায়গায় আশার আলো দেখাচ্ছেন জাকের। স্রোতের বিপরীতে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে অন্য জাতের ও ভিন্ন ধাতের ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে মেলে ধরে যিনি 'লড়াকু যোদ্ধা' খ্যাতি পেয়েছেন ইতোমধ্যেই। বিপর্যয়েও মাথা ঠান্ডা রাখার গুণসম্পন্ন জাকেরের অর্জনের মুকুটে 'নতুন পালক' যোগ করেছে পাকিস্তান সিরিজ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এবারই প্রথম প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

জাকের আলী : ডরভয়হীন ব্যাটিংয়ের প্রতীক

এর ফলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের সিরিজসেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় যোগ হয়েছে নতুন আরও একটি নাম। এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছেন সাকিব আল হাসান, শুরুটাও তাঁর হাত ধরেই। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ ৫ বার প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়েছেন এক সময়ের এই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে আর কেবল একজনেরই রয়েছে একাধিকবার সিরিজসেরার ব্যক্তিগত ট্রফি জেতার গৌরব। তিনি লিটন দাস, বাংলাদেশের বর্তমান টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। এ ছাড়া একবার করে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ৯ জন- সাব্বির রহমান (এশিয়া কাপে), সৌম্য সরকার, নাসুম আহমেদ (যুগ্মভাবে), নাজমুল হোসেন শান্ত, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শেখ মেহেদী হাসান ও জাকের আলী অনিক।

প্রথম বিভাগ লিগে ইসফট এরিনা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

মোরসালিন আহমেদ

প্রথম বিভাগ দাবা লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে অর্ধ যুগ পর আবারও প্রিমিয়ার বিভাগ দাবা লিগে ফিরছে ইসফট এরিনা চেস ক্লাব। সদ্যসমাপ্ত স্পন্সরবিহীন প্রথম বিভাগ লিগে তারা ৯ ম্যাচে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট পেয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করে। ইসফট এরিনার হয়ে লিগে অংশগ্রহণ করেন নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, ক্যান্ডিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আজমাইন পারভেজ সাযর, দেলোয়ার হোসেন ও মো. আন্টিকুজ্জামান জুয়েল (অধিনায়ক)। এর আগে দলটি ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লিগে রানার্সআপ হয়ে প্রথম বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। তারপর ২০১৭ সালে প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঘরোয়া দাবার সর্বোচ্চ দলগত আসর প্রিমিয়ার বিভাগে উঠে আসে। ২০১৮ সালে দলটি প্রিমিয়ারে সেরা পাঁচে ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে কোনো রকমে রেলিগেশন লেভ করে। যদিও ২০২০ সালে এসে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পুলিশ দাবা দলের কাছে প্রিমিয়ারে টিম বিক্রি করে দেয়। এর আগে ২০১৯ অবশ্য ইসফট এরিনার আরেকটি দল দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগে উঠে এসেছিল। এক প্রশ্নে ইসফট এরিনা চেস ক্লাবের সভাপতি মোকাদ্দেসুর রহমান খান সোহান উপরোক্ত তথ্য জানান। তিনি বলেন, ৬ বছর পর প্রিমিয়ারে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। আগামী মৌসুমে শক্তিশালী দল গঠন করে চ্যাম্পিয়ন ফাইট দিতে চান। এ বছর প্রথম বিভাগে শক্তিশালী দল গঠন করে প্রতিটি ম্যাচে দাপুটে জয় পেয়েছে ইসফট এরিনা। দলটি শিরোপা জয়ের মিশনে নেমে ৪-০ পয়েন্টে মাগুরা আকাই স্মৃতি সংসদ, তৌসিক অ্যাপারেলস চেস ক্লাব ও ক্লাসিক চেস একাডেমিকে; ৩.৫-০৫ পয়েন্টে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব, স্পোর্টস বাংলা 'বি', শফি উদ্দিন শাহ স্মৃতি সংসদ ও এলিগেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চেস ক্লাবকে; ৩-১ পয়েন্টে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি দাবা দলকে এবং ২.৫-১.৫ পয়েন্টে আবদুন নূর ভূঁইয়া মেমোরিয়াল ক্লাবকে পরাজিত করে।

তবে ১৪ ম্যাচ পয়েন্ট সমান হওয়ায় গেম পয়েন্টের মাধ্যমে ২৬ গেম পয়েন্ট পেয়ে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব রানার্সআপ ও ২৩.৫ গেম পয়েন্ট নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি দাবা দল তৃতীয় স্থান লাভ করে। লিগে সাধারণ বীমার হয়ে ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. শরীয়ত উল্লাহ, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আবজিদ রহমান, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আবু হানিফ (অধিনায়ক), অনন্ত চৌধুরী ও নাসির উদ্দিন অপু এবং অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মনির হোসেন, মোহাম্মদ শামীম (অধিনায়ক), মর্তুজা মাহাথির ইসলাম, মোহাম্মদ ইলিয়াস ও আমির সোহেল অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আবদুন নূর ভূঁইয়া মেমোরিয়াল ক্লাব চতুর্থ, ১১ পয়েন্ট পেয়ে তৌসিফ অ্যাপারেলস চেস ক্লাব পঞ্চম, ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এলিগেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চেস ক্লাব ষষ্ঠ, মাগুরা আকাই স্মৃতি সংসদ-৬ পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম, স্পোর্টস বাংলা 'বি' ৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম, শফি উদ্দিন শাহ স্মৃতি সংসদ ২ পয়েন্ট পেয়ে নবম এবং পয়েন্ট না পাওয়া ক্লাসিক চেস একাডেমি দশম হয়েছে।

এদিকে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ৬টি বোর্ড পুরস্কারের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন ইসফট এরিনা চেস ক্লাবের খেলোয়াড়রা ৫টিতে জিতেছেন। তাঁরা হলেন এক নম্বর বোর্ডে মো. আন্টিকুজ্জমান জুয়েল, দুই নম্বর বোর্ডে দেলোয়ার হোসেন, তিন নম্বর বোর্ডে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, চার নম্বর বোর্ডে ক্যান্ডিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ, অতিরিক্ত এক নম্বর বোর্ডে ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আজমাইন পারভেজ সাযর এবং অতিরিক্ত দুই নম্বর বোর্ডে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাবের মো. নাসির উদ্দিন অপু।

উল্লেখ্য ১৩-২৩ জুলাই বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের আয়োজনে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে ১০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন ইসফট এরিনা চেস ক্লাব ও রানার্সআপ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লিগে উন্নীত হলেও পয়েন্ট টেবিলের সবশেষ দল ক্লাসিক চেস একাডেমি দ্বিতীয় বিভাগে অবনমন হয়েছে। লিগে এ বছর বিদেশি খেলোয়াড় লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতিটি দল স্থানীয়দের নিয়েই দল গড়েছিল।

তবে গেল কয়টি মৌসুমের তুলনায় সদ্যসমাপ্ত লিগে এবার বিগ বাজেটের দল যেমন চোখে পড়েনি, ঠিক তেমননি খেলোয়াড়রাও তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাননি। এ বছর শিরোপা লড়াই তিন থেকে চারটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশিষ্ট দলগুলো রেলিগেশন লেভ করতে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করে খেলেছে। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন আন্তর্জাতিক আরবিটার মো. হারুন অর রশিদ এবং ফেডারেশনের দুই কার্যনির্বাহী সদস্য আমিনুল ইসলাম ও আরিফুজ্জামান আরিফ।

প্রথম বিভাগ দাবা লিগ রোল অফ অনার : ১৯৭৭: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮০: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮১: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮২: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৩: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮৪: বাংলাদেশ আনসার, ১৯৮৫: বেঙ্গল গ্রুপ, ১৯৮৬: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮৭: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৮: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৯: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯০: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯১: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯২: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯৩: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯৪: ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯৫: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৯৬: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৯৭: লিওনাইন চেস ক্লাব, ১৯৯৮: বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯৯: বাংলাদেশ বিমান, ২০০০: তিতাস ক্লাব, ২০০১: বাংলাদেশ বিমান, ২০০২: বাংলাদেশ বিমান, ২০০৩: বাংলাদেশ বিমান, ২০০৪: লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০০৫: লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০০৬: বাংলাদেশ বিমান, ২০০৭: বাংলাদেশ বিমান, ২০০৮: ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, ২০০৯: বাংলাদেশ বিমান, ২০১০: বাংলাদেশ বিমান, ২০১১: ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব, ২০১২: লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০১৩: ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ২০১৪: সোনালী ব্যাংক ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব, ২০১৫: ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ২০১৬: একসেস চেস ক্লাব, ২০১৭: ইসফট এরিনা চেস ক্লাব, ২০১৮: জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ২০১৯: লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০২০: রূপালী ব্যাংক ক্রীড়া পরিষদ, ২০২১: সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগার, ২০২২: বাংলাদেশ নৌবাহিনী, ২০২৩: খেলাঘর দাবা সংঘ, ২০২৪-২০২৫: ইসফট এরিনা চেস ক্লাব।

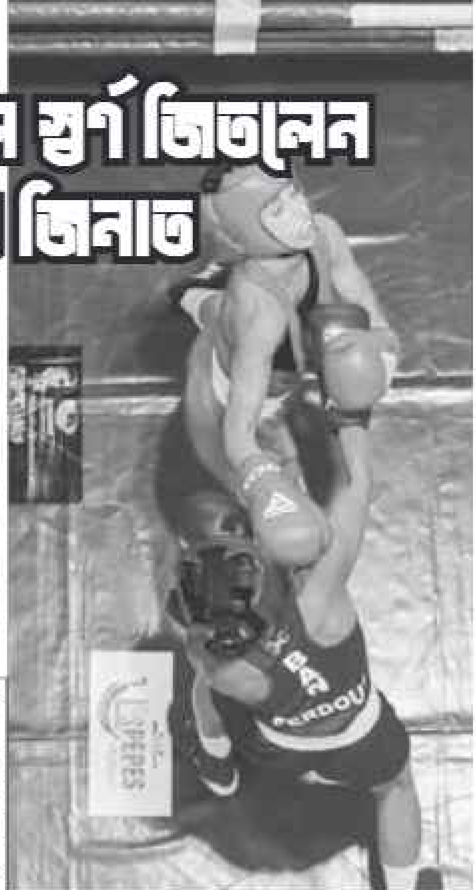

এবার পর্তুগালে স্বর্ণ জিতলেন বক্সার জিনাত

ওমর ফারুক রুবেল

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে প্রবাসীদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। ফুটবলে লন্ডন প্রবাসী হামজা চৌধুরী, জিমন্যাস্টিকসে আশিকুল ইসলাম চমক দেখিয়েছে। বক্সিংয়ে দেখাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস। নেলসন ম্যান্ডেলা টুর্নামেন্টের পর এবার পর্তুগালে ব্রাগা ওপেনে লাল সবুজের হয়ে খেলে স্বর্ণপদক জিতলেন এই প্রবাসী বক্সার। জিনাত ফেরদৌস অবশ্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হলেও বেড়ে উঠেছেন, নিজেকে বক্সার হিসেবে গড়ে তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক নানা আসরে লাল-সবুজদের হয়ে অংশগ্রহণ করছেন এ বক্সার এবং পদকও জিতেছেন।

জিন্নাত ফেরদৌসের বক্সিংয়ে আবির্ভাব ২০২৩ সালে হঠাৎ করেই। তিনি লাল-সবুজের হয়ে অংশ নেন এশিয়ান গেমসে। সেখানে যদিও প্রথম বিশ্বমঞ্চে তেমন ভালো কিছু করতে পারেননি। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত কোচ কলিন স্টিফান মরগ্যানের কাছে ট্রেনিং চালিয়ে যান জিন্নাত। তাঁর ঝুলিতে অবশেষে সাফল্য ধরা দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা কাপে গোল্ড জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জিন্নাত। পর্তুগালের এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জিনাত ও তাঁর কোচ কলিন স্টিফেন মরগ্যান গিয়েছিলেন। প্যারিস থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ম্যানেজার মাহাদী হাসান খান।

ব্রাগা ওপেন বক্সিংয়ে স্বর্ণজয়

সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস। ১৩ জুলাই পর্তুগালে ব্রাগা ওপেন বক্সিং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ৫০ কেজি ওজন শ্রেণির লাইট ফ্লাইটওয়েটে স্বর্ণপদক জিতেছেন তিনি। ফাইনালে তিনি স্বাগতিক বক্সার গঞ্জালেস মিগুয়েল পাওলাকে হারিয়ে এই পদক জেতেন। এর আগে স্পেনের বক্সারকে হারান তিনি।

ব্রাগা ওপেনে সেরা নারী বক্সার জিনাত

পর্তুগালের ব্রাগা ওপেনে সাধারণত ইউরোপের বক্সাররা অংশ নিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু জিনাত। যিনি একমাত্র এশিয়া মহাদেশের বক্সার হিসাবেই এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। ফলে ব্রাগা ওপেন কর্তৃপক্ষ জিনাতকে সেরা মহিলা বক্সার হিসাবে পুরস্কৃত করে।

ব্রাগা ওপেন কী

ব্রাগা একটি শহরের নাম। যা উত্তর পর্তুগালে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণ পোর্তোর বিখ্যাত একটি শহর ব্রাগা। বেশ ক'বছর ধরেই এই শহরে বক্সিং প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। যা এখন বেশ সমৃদ্ধ। এই ব্রাগা ওপেনে অংশ নেন উচ্চশ্রেণির যুবক-যুবতী, জুনিয়র এবং স্কুলের বক্সাররাও।

নেলসন ম্যান্ডেলায় স্বর্ণজয় জিনাতের

এর আগে জিনাত নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক বক্সিংয়ে স্বর্ণ এবং পোল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ২০২৩ সালে হাংজু এশিয়ান গেমসেও খেলেছেন এই প্রবাসী বক্সার। আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে গত বছরের ২৩ এপ্রিল ডারবানে বক্সিংয়ে এই ইতিহাস গড়েন জিনাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত নেলসন ম্যান্ডেলা কাপ আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জয় করেন তিনি। সেখানেও খেলেন ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে তিনি। ২৭ দেশের এই টুর্নামেন্টে স্বর্ণ জয়ের পথে জিন্নাত হারিয়েছেন ইথিওপিয়ার সেরা বক্সার গাজিয়া বেথেলহামকে।

ইউরোপে জিনাতের প্রথম পদক জয় পোল্যান্ডে

পর্তুগালের আগে ইউরোপে জিন্নাত প্রথম পদক জিতেছিলেন পোল্যান্ডে। পোল্যান্ডের আন্তর্জাতিক মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। এটাই ইউরোপে বাংলাদেশের কোনো বক্সারের প্রথম পদকজয় ছিল। ইউরোপীয় বক্সিং কনফেডারেশনের আয়োজনে গত বছরের ২-৭ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের গিউইসে অনুষ্ঠিত হয় ১৯তম আন্তর্জাতিক সিলেসিয়ান ওপেন মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ১৭টি দেশ অংশ নেয় এই টুর্নামেন্টে। প্যারিস অলিম্পিক খেলায় অনেক বক্সার অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। ৫২ কেজি এলিট ক্লাব ওজন শ্রেণিতে হাঙ্গেরির কাতা প্যাপকে দুই রাউন্ডে ৫-০ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইউক্রেনের দারিয়া ওলহার কাছে হেরে ব্রোঞ্জ জেতেন জিনাত।

এশিয়ান গেমসে বিধ্বস্ত শুরু

লাল-সবুজের এপ্রোন পড়ে জিনাতের প্রথম রিংয়ে নামা এশিয়ান গেমসের মতো সুবিশাল মঞ্চে। ২০২৩ সালে হাংজুতে প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়া এ বক্সার পরের রাউন্ড থেকে বিদায় নেন। মঙ্গোলিয়ান বক্সার ইয়ুসগেন রীতিমতো নাকাল করেন হাইপ তুলে গেমসে খেলতে যাওয়া জিনাত ফেরদৌসকে। ম্যাচের ফলাফল ৫-০!

এশিয়ান ও এসএ গেমসেও থাকবেন জিনাত

পোল্যান্ডের পর পর্তুগালেও স্বর্ণপদক জয়। জিনাতের এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এমএ কুদ্দুস খান বলেন, 'এই স্বর্ণজয়ে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন জিনাত। তাই আগামী সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমস এবং এশিয়ান গেমসেও তাকে লাল-সবুজের দলে রাখা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এসএ গেমস ও এশিয়ান গেমসের আগে কোচের বেতনসহ অর্থের প্রয়োজন পড়বে জিনাতের। ফেডারেশনের সভাপতি লে. কর্নেল (অব.) এমএ লতিফ খানের পরামর্শে যুক্তরাষ্ট্রে অনুশীলনের জন্য কোচ ও জিনাতকে আর্থিক সহায়তাও করা হবে।'

সবার জন্য ক্রীড়াঙ্গন

ইকরামউজ্জমান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু প্রাপ্তি চেতনে এবং অবচেতনে। গত এক বছরের সংস্কার একটি বহুল শ্রুত শব্দে পরিণত হয়েছে। মানুষ এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কীভাবে দেখতে চেয়েছে। চব্বিশের মূল দর্শন ক্রীড়াঙ্গনের ক্ষেত্রে হলো নারী-পুরুষে বৈষম্যের অবসান, গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সংগঠকদের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার। আর এটি অগ্রাধিকার নির্ণয় করে-কেননা সংস্কার তো একটি চলমান বিষয়-এটি ছাড়া তো ক্রীড়াঙ্গন অচল ও অকার্যকর হতে বাধ্য। ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থান সুযোগ করে দিয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও স্বেচ্ছাচারিতা এবং দমন মূলক ঐতিহ্য ভাঙার। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সেফ একটি রেজিম চেঞ্জ নয়। এর দর্শন অন্য রকম। এর চেতনার পরিধি অনেক বড়।

মানুষ তো কেবল তার স্বপ্নের সমান। সে আশা করে। অপেক্ষা করে। বাস্তবতার জমিনে দাঁড়িয়ে যদি আমরা সঠিকভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে আতস্থ করতে পারতাম তা হলে আগামীতে আমরা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখতে পারতাম। তবে ক্রীড়াঙ্গনে একটি ঝাঁকুনি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ট্রাডিশনের বিপক্ষে দাঁড়ানো হয়েছে এটি কম বিষয় নয়। ক্রীড়া ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের এডহক বডি গঠন করা হয়েছে। ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা আগের তুলনায় কমানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে যাদের নিয়ে ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের এডহক বডি গঠন করা হয়েছে-তারা আসলে কারা, তাদের 'ব্যাক গ্রাউন্ড'। তারা কি নিজ থেকে প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার মতো মানসিকতাসম্পন্ন। ক্রীড়াঙ্গনে যদি দায়িত্ব প্রাপ্ত সংগঠকেরা যদি খেলাকে ভালোবেসে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সবাই মিলে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ না করতে ব্যর্থ হন-তাহলে বিভিন্ন খেলা দারুণভাবে 'সাফার' করবে। ঠেকা ধাক্কা দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তো নেই। সবাই তো প্রবল উৎসাহ নিয়ে, সবকিছু বুঝে শুনেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। এডহক কমিটি হয়েছে। এবার ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধনের জন্য নতুন কমিটি করা হয়েছে। কাগজে দেখেছি এই কমিটিতে স্থান হয়েছে এমন একজন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে চলে গেছেন। সেখানে বৈধভাবে তাঁর থাকার ব্যবস্থা আছে। আমরা চাচ্ছি ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের নামে খেলাধুলা যাতে স্থবির না হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বাধাগ্রস্ত না হয়। বর্তমানে পুরো দেশে সার্বিক ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থা মোটেই ক্রীড়াবান্ধব নয়। অপ্রিয় শোনালেও এটাই বাস্তবতা। ব্যক্তি স্বার্থ থেকে ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থকে বড় করে দেখতে না পারলে ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের সুফল পাওয়া যাবে না। জোড়াতালি আর ধামাচাপা দিয়ে ক্রীড়াঙ্গন চলবে না। এই ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলোকে আমলে রাখতেই হবে। ক্রীড়া চেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রীড়াঙ্গনে আস্থা এবং বিশ্বাসের বিকল্প নেই। মানুষ এখন ক্রীড়াঙ্গনকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে। তারা ক্রীড়াঙ্গনের মধ্যে দেশকে দেখতে চায়। দেখতে চায় জাতি চরিত্রের প্রতিফলন।

ক্রীড়াঙ্গনে যেমন অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখার সুযোগ নেই। তেমনি সুযোগ নেই অতীতকে অস্বীকার করা। খেলার চর্চা একটি লম্বা সফর। এই সফরে আছে টিমের নিরলস চেষ্টা। আছে সফলতা, ব্যর্থতা আর সীমাবদ্ধতা। খেলার চর্চাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে এটি দরকারি বিষয়। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন এবং সাফল্যের স্বাদ পেতে পারেন, যদি তিনি যা করছেন তার প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও সত্যিকারের আন্তরিক হন।

এক সময়ের 'ঢাকা স্টেডিয়ামের' নাম বদল করে ১৯৯৬ নতুন নামকরণ করা হয়েছে। এরপর আবার চলতি বছর (২০২৫) সেই স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে 'জাতীয় স্টেডিয়াম'। এটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এই স্টেডিয়াম সুষ্ঠুভাবে ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে প্রাণচঞ্চল হচ্ছে কি না, এটি গুরুত্বপূর্ণ। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্টেডিয়ামের সঠিক ব্যবহার। এর রক্ষণাবেক্ষণ। 'মেইন সাবজেক্ট' থেকে 'ঐচ্ছিক সাবজেক্ট' তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবেগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শুধু মাত্র আবেগ দিয়ে ক্রীড়াঙ্গন চলে না।

ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে শূন্যে বুলি আর আশ্বাসের বাণী শোনানোর দিন এখন আর নেই। সচেতনতা বেড়েছে। বেড়েছে সাদা কালো বোঝার ক্ষমতা। ইতিমধ্যেই অনেক বেলা হয়ে গেছে। মানুষ এখন দেখতে চারজন কল্যাণমুখী ক্রীড়াঙ্গন। দেখতে চায় ন্যায়ভিত্তিক সমতার ক্রীড়াঙ্গন। দেখতে চায় না ক্রীড়াঙ্গনে উপেক্ষা আর অবহেলার অবসান।

ক্রীড়াঙ্গনে সমস্যা হলো নীতিতে সমন্বয়হীনতা ও নেতৃত্বের অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তার জগত সেই পুরনো দিকেই থেকে গেছে। জীবন কিংবা খেলাধুলা রূপকথার গল্পের মতো নয়। অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যেতে হবে। মেনে নিতে হবে। একে অপরকে দোষারোপ করে, একে অপরকে হিংসা করে বিরুদ্ধাচরণ এবং অভিযোগ উত্থাপন করে তো সমস্যার সমাধান হয় না। প্রয়োজন যে খেলাই হোক না কেন, সেই খেলার স্বার্থে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ এবং ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে কাজ করা।

আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে হওয়া উচিত একটি উদ্দেশ্য নিয়ে টেকসই মডেল, যা কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করে এবং সবার জন্য ক্রীড়াঙ্গন নিশ্চিত করবে। পদে পদে ক্রীড়াঙ্গনে সব সময় বড় বেশি অজুহাত। ক্রীড়াঙ্গনের ভালো চাইলে, ক্রীড়াঙ্গনকে যুগোপযোগী করতে হলে প্রয়োজন জিরো অজুহাত নীতিতে কাজ করা। আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে উদ্ভাবনী শক্তিটা সত্যি দুর্বল। একটি ধারণা আরেকটি ধারণার জন্ম দেয়। উদ্দেশ্য নিয়ে যখন উদ্ভাবন হয় তখন তাতে আসে স্থায়ী পরিবর্তন।

খেলাধুলায় নেতৃত্ব বিকাশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। সার্চ কমিটি কাজ করতে যেয়ে সেটি লক্ষ্য করেছে, তবে সমস্যার সমাধানে তারা আশাব্যঞ্জক কাজ করতে পেরেছে এটি বলার সুযোগ নেই। ক্রীড়াঙ্গনে উন্নয়নের সুফল পেতে হলে তৃণমূল থেকে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সেদিকে নজর কম। খেলোয়াড় তো জন্মায় না সৃষ্টি করতে-আর সেটি একদম এন্ট্রি লেভেল থেকে। এই যে আমাদের নারী ফুটবলাররা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে দেশের মানুষকে গর্বিত করেছেন, পাশাপাশি ফুটবলে নতুন সম্ভাবনার বড় দরজা খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন এর পেছনে আছে একটি ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে মেয়েরা। কীভাবে ফুটবলে তৃণমূল থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। দেশ জুড়ে প্রাইমারি স্কুল পর্যায়ের ফুটবল মেয়েদেরকে ক্রীড়াঙ্গনে এনেছে। খেলার প্রতি তাদের উৎসাহ এর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব পালন উপলক্ষ্যে কক্সবাজারে শুরু হয় বিচ ফুটবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি ও টুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিয়ন প্রধান আপেল মাহমুদ।

শহীদ আবু সাঈদ টুর্নামেন্টে তাহসিন চ্যাম্পিয়ন

সাদিয়া তাবাসসুম

শহীদ আবু সাঈদ স্মরণে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গত ১৬ জুলাই 'শহীদ আবু সাঈদ ফিদে র‌্যাপিড রেটিং টুর্নামেন্ট' এর আয়োজন করে। দিনব্যাপী এ আসরের প্রতিটি রাউন্ড ছিল দারুণ জমজমাট আর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। টুর্নামেন্ট শেষে বাংলাদেশ আনসারের ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া ও স্পোর্টস বাংলার ফিদেমাস্টার সুব্রত বিশ্বাস ৯ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করায় শিরোপা নির্ধারণে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাহসিন চ্যাম্পিয়ন ও সুব্রত রানারআপ হয়েছেন। শিরোপা জয়ের পথে তাহসিন আজরুক আনান, তাশরিক সাইহান শান, সিয়াম চৌধুরী, তিন ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. শাখওয়াত বিন ওসমান শাওন, মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ ও মো. আবজিদ রহমান এবং দুই ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম ও সাকলাইন মোস্তফা সাজিদকে পরাজিত করেন। তবে আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়ের কাছে পরাজিত হন। অন্যদিকে রানারআপ হওয়ার পথে সুব্রত অবশ্য সংগ্রাম দাস, রায়ান রশিদ মুগ্ধ, দুই ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. মাসুম হোসেন ও মো. সাজিদুল হক, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারিসা খুশবু, ফিদেমাস্টার মো. শরীফ হোসেন, দুই আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় ও মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন সাগর হারিয়েছেন। কিন্তু ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম কাছে হেরে যান।

এদিকে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ৮ জনের পয়েন্ট সমান হওয়ায় টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে তৃতীয় থেকে দশম হয়েছেন যথাক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাবের ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আবজিদ রহমান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন সাগর, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফিদেমাস্টার মো. শরীফ হোসেন, ফিদেমাস্টার নাইম হক, মানহাস ক্যাসেলের ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. সাজিদুল হক, ইনকট এরিনা চেস ক্লাবের ক্যান্ডিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নীলাভা চৌধুরী। অন্যদিকে ৬.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিতাস ক্লাবের সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ একাদশ ও লিওনাইন চেস ক্লাবের রায়ান রশিদ মুগ্ধ দ্বাদশতম স্থান লাভ করেন। তবে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে তাশরিক সায়হান শান, মোহাম্মদ উল্লাহ মোহন, দিপু সিংহ, সিয়াম চৌধুরী, নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ ও দেলোয়ার হোসেন। ম্যাচগুলো পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ, আন্তর্জাতিক আরবিটার শাহজাহান কবীর, ন্যাশনাল আরবিটার মো. মুরাদ হোসেন ও তরিকুল ইসলাম তারেক। ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ১৪৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মোট এক লাখ টাকা অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়।

বিশ্ব দাবা দিবস সেইলর চেকমেট টুর্নামেন্টে মুগ্ধ-আজান-রাদ চ্যাম্পিয়ন

জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২০ জুলাই বিশ্ব দাবা দিবস সেইলর চেকমেট নারায়ণগঞ্জ ২০২৫ আন্তঃস্কুল আন্তর্জাতিক র‌্যাপিড টুর্নামেন্ট' এর আয়োজন করেছিল নারায়ণগঞ্জে জেলার ঐতিহ্যবাহী মহসিন ক্লাব। এদিন সকালে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা কেক কেটে বিশ্ব দাবা দিবস উদযাপন করেন। সেই সঙ্গে দিনব্যাপী র‌্যাপিড টুর্নামেন্টে মেতে উঠেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে তিনটি ক্যাটাগরিতে এ আসর অনুষ্ঠিত হয়। ৭ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতির খেলায় অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে পূর্ণ ৭ পয়েন্ট পেয়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখার রায়ান রশিদ মুগ্ধ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন, ৫ পয়েন্ট নিয়ে নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুলের আমিনুল ইসলাম সুদিন রানারআপ ও নারায়ণগঞ্জ গণি হাইস্কুলের মো. আবিদুর রহমান তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এদিকে

চাল দেওয়ার আগে ভেবে নিচ্ছেন চ্যাম্পিয়ন তাহসিন তাজওয়ার জিয়া

অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখার সাকায়েত কিবরিয়া আজান ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জিতেছেন। একই পয়েন্ট সংগ্রহ করে নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুলের মো. রিয়াদ রহমান রানারআপ ও আইইটি গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের আশফাক শাফিন আহনাফ তৃতীয় হয়েছেন। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে পূর্ণ ৭ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ ফিলোসোফিয়া স্কুলের মোহাম্মদ মাবরুর রাদ। তবে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে হেরিটেজ স্কুলের তাশিব আহমেদ মাহরুস রানারআপ ও ৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন আদর্শ শিশু গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলের তাসরিন রহমান। টুর্নামেন্টের খেলাগুলো পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ ও ফিদে আরবিটার মোহাম্মদ শামীম। টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতিরিক্ত কর কমিশনার মর্তুজা শরিফুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইপিলিয়ন গ্রুপের সিএসআর প্রধান নাজমুল আহসান ও চেসবাংলাদেশ. কম সম্পাদক মোরসালিন আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মেরিনা জাহান। উল্লেখ্য, ফ্যাশন হাউস সেইলরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নারায়ণগঞ্জ মহসিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

কুস্তির নারী কোচ হয়ে ইতিহাস

বাংলাদেশের কুস্তিগীরদের মধ্যে শিরিন সুলতানার অবস্থান সফলদের সাথেই উচ্চারিত হবে। দীর্ঘদেহী এই খেলোয়াড় নিজেকে খেলার সাথেই রেখেছেন। মাঝেমধ্যে গলফ খেলে অন্য প্রতিভার জানান দিয়ে থাকেন। এবার কোচ হিসেবে নতুন এক ইতিহাস গড়েছেন। যা বাংলাদেশের কুস্তির ইতিহাসে প্রথম। জাতীয় কুস্তি দলের সাবেক এই তারকা খেলোয়াড় এখন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নতুন ইতিহাসের পাশাপাশি শিরিনের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে এসেছে এবারের দায়িত্বটা। সাবেক একজন খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর সবকিছু হাতের তালুর মতো চেনা। সামনে তিনটি বড় গেমস রয়েছে, যেগুলোতে বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করবেন। আসরগুলো হচ্ছে এশিয়ান ইয়ুথ গেমস, ইসলামিক সলিডারিটি গেমস ও সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমস। এই তিনটি বড় আন্তর্জাতিক আসরকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশন বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছে। এই আসরগুলোকে সামনে রেখে রাজধানীর মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে জাতীয় কুস্তি দলের অনুশীলন ক্যাম্প। ৫২ জন কুস্তিগীরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছেন কোচ শিরিন। নিয়ম করে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা এবং বিকেল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত চলে কঠোর অনুশীলন।

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

পুরো দায়িত্বটাই এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ : মেসবাহ উদ্দিন আজাদ

মোরসালিন আহমেদ

কুস্তি এমন এক খাদের কিনারায় অবস্থান করছে যেখানে পুরো দায়িত্বটাই এখন বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে খেলার নিজস্ব ভেন্যু নেই, জিম নেই, স্পন্সর নেই, ফান্ড নেই, গুণগত মানের প্লেয়ার, কোচ, রেফারির অভাব সেখানে এ খেলাটি এখনো এগিয়ে চলছে! ভাগ্য ভালো সার্ভিসেস দলগুলো কুস্তিতে পেয়েছি। নইলে এ খেলাটি এতদিনে প্রায় বিলীন হয়ে যেত। কথায় বলে না, এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়, তিন মুখ ছাই দিয়েও ভরে না। আমি আছি সেই পজিশনে। এসব রিকভার করতে সময় লাগবে। এমন দৈন্যদশা থেকে বেরিয়ে আসতে আমাকে সময় দিতে হবে। আর্থিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজছি। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে প্লেয়ারদের কিভাবে আরও বেটার রাখা যায়, সাফল্য পাওয়া যায় এসব নিয়ে কাজ করছি। যেসব প্লেয়ার, কোচ, রেফারি বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা চলছে। বিগত দিনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনতে চাচ্ছি। কুস্তিকে তৃণমূল ছড়িয়ে দিয়ে খেলাটির সুদিন ফেরাতে নানারকম পরিকল্পনা রয়েছে। সবাইকে নিয়ে খেলাটিকে এগিয়ে নিতে চাই। কুস্তির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলাভাবে এভাবে কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন আজাদ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। খেলাটির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আপনি তো সার্চ কমিটির চয়েসে ছিলেন না। তাঁরা আপনাকে সদস্য পদেও রাখেননি। হঠাৎ এমন কী হলো যে, আপনিই পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক হয়ে এলেন?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : সার্চ কমিটির চয়েসে আমি ছিলাম না। উনারা আমাকে সদস্য পদেও রাখেননি। সার্চ কমিটি গঠিত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অ্যাডভোকেট মাহবুবুল আমিন জীবন ভাই। কমিটি গঠনের পরপর উনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দায়িত্ব লাভের পর একদিনও ফেডারেশনে আসতে পারেননি। কখনো বাসায়, কখনো হসপিটালে এভাবে তাঁর দিন কাটছিল। ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রিকই ফেডারেশন হয়ে থাকে। এ পদে কাজের পরিধি অনেক। সর্বত্র ফেডারেশন কেন্দ্রিক থাকতে হয়। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে গতি আসছিল না। তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিষয়টি উপলব্ধি করে নতুন কাউকে সাধারণ সম্পাদক করার জন্য ভাবছিল। অনেকের নামও শোনা যাচ্ছিল। শেষে আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমার উপর আস্থা রাখায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : দায়িত্ব লাভের পর এখন কোনটি বেশি চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : পুরো দায়িত্বটাই এখন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে গেছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাহাকার। এমন হাজারো নেই নেই এর মধ্যে কুস্তির স্বার্থে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আপনি নিজেও জানেন, আমাদের নিজস্ব ভেন্যু নেই, জিম নেই, সারা বছর আর্থিক সঙ্কট লেগে থাকে, খুব একটা স্পন্সর পাওয়া যায় না। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে যেসব অনুদান পাওয়া যায় তা অফিস স্টাফ ও আনুষাঙ্গিক খরচের পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। হাতে যা অবশিষ্ট থাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত পরিজন থেকে চেয়ে এনে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলো তুলতে হয়। ফেডারেশনের জন্মলগ্ন থেকে এমনটা দেখে আসছি। সত্যি বলতে কী, এভাবে ফেডারেশন চলতে পারে না। একটা সিস্টেমের মধ্যে আনতে হলে সময় লাগবে। সেদিকটাই আমাদের অ্যাডহক কমিটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। যাতে পরবর্তী কমিটি এসে অন্তত শূন্য হাতে যেন তাঁদের শুরু করতে না হয় সে ব্যবস্থা করে যাব। আপনি এখন বলতে পারেন আমিও তো দীর্ঘ দিন ধরে ফেডারেশনে আছি। কিন্তু বুঝতে হবে ফেডারেশনে থাকা মানেই সব কিছু নয়। এখানে সীমিত গণ্ডির ভেতরে ইচ্ছে করলেই সব কিছু করা সম্ভব নয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হলেন প্রাণভ্রমর। এখন আমি এ দায়িত্বে আছি, আশা করি ভালো কিছু করে যেতে পারব।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হলেন প্রাণভ্রমর। তাহলে নতুন দায়িত্ব পেয়ে কুস্তিকে কীভাবে সাজাতে চাচ্ছেন?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : ছোট ছোট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। এ মুহূর্তে এশিয়ান ইয়ুথ গেমস, ইসলামিক সলিডারিটি গেমস এবং এসএ গেমস দরজায় কড়া নাড়ছে। এ তিন আসরে কীভাবে ভালো করা যায়- এ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে দলগঠনের কাজ চলছে। গেমসে অংশগ্রহণ, দল পাঠানো, জাতীয় পর্যায় প্রতিযোগিতার আয়োজন- এসব কিছুই গতানুগতিক কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে। তবে এর বাইরে আমার মূল পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়, তৃণমূল পর্যায় থেকে নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনতে চাই। বর্তমানে যেসব জেলায় কুস্তির বেশি প্রচলন রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কোচ পাঠিয়ে ১৫ থেকে ২০ দিনের এক একটা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করতে চাচ্ছি। সেখান থেকে বাছাইকৃতদের ঢাকায় এনে অন্তত তিন মাসব্যাপী বিশেষ আবাসিক ক্যাম্প করার ইচ্ছে রয়েছে। এরপর তাঁদের নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট করতে চাই। যারা ভালো করবেন তাঁদের সার্ভিসেস দলগুলোয় চাকরির ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আমাদের হারানো ঐতিহ্য মাটিতে আগে যে কুস্তি খেলার প্রচলন ছিল সেটা আবার নতুন প্রজন্মের সামনে মেলে ধরতে চাই। শুধু তাই নয়, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে ভবিষ্যতে নিজ মাটিতে কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ইচ্ছে আছে। এ ছাড়া সাউথ এশিয়ান কুস্তি কম্পিটিশন করার টার্গেট রয়েছে। প্লেয়ারদের মানোন্নয়নে ভারত কিংবা ইরানে দল পাঠিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী কন্ডিশন ক্যাম্প করার চেষ্টা করছি। কোচ ও রেফারিদের মানোন্নয়নে বিশেষ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে আপগ্রেড করার চেষ্টা করব। পরিকল্পনা তো অনেকই করা যায়, কিন্তু তা বাস্তবায়নে অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, কুস্তি কেন পিছিয়ে?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : আমি মনেকরি, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না পারায় কুস্তি পিছিয়ে পড়ছে। ক্রমশ : পিছিয়ে পড়ার কয়েকটি কারণও রয়েছে। প্রথমত আমাদের নিজস্ব কোনো ভেন্যু নেই। টুর্নামেন্ট বলুন আর ট্রেনিং বলুন ভেন্যু প্রাপ্তি সাপেক্ষে আয়োজন করতে হচ্ছে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও সারা বছর মাঠে খেলা রাখতে

পারছি না। এই না পারার কারণেই এগোতে পারছি না। আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে। অনেক ছেলেমেয়ে সারাদেশ থেকে নক করে খেলতে চায়, খেলা শিখতে চায়, ট্রেনিং করতে চায়। কিন্তু ঢাকায় এনে তাঁদের কোথায় রাখব? কোথায় প্র্যাকটিস করাব, ট্রেনিং করাব? ভালো প্লেয়ার তৈরি না হওয়ার পেছনে এটিও একটি বড় বাধা। দ্বিতীয়ত স্পন্সর সঙ্কট। কুস্তিতে খুব একটা স্পন্সর প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায় না। এ জন্য অনেক সময় আমাদের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারছি না। তৃতীয়ত জাতীয় পর্যায়ের পর তাঁদের আমরা গেমসে পাঠাতে পারলেও দেশের বাইরে কোনো টুর্নামেন্টে ঠিকমতো পাঠাতে পারছি না। এটিও পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। ঘরোয়া কুস্তি মূলত সার্ভিসেস টিমের উপর বেঁচে আছে। তাঁরা যদি কুস্তি দল না করত তাহলে এতদিনে কুস্তি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হত। যেকোনো ক্রীড়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে আধুনিকমানের ক্রীড়া অবকাঠামো, ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি এবং আর্থিক নিশ্চয়তা। এ তিনটির কোনোটিই আমাদের নেই। কাজেই ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের অন্যসব ফেডারেশনের মতো আমরা সেভাবে এগোতে পারছি না। তবে আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের যে অ্যাডহক কমিটি রয়েছে সবাই কুস্তির মানোন্নয়নে ভীষণ আন্তরিক। কুস্তির এমন দুর্দশা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন : একটু পেছনে ফিরতে চাচ্ছিলাম। আপনি কুস্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন কীভাবে?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : আমরা বংশগতভাবে কুস্তিগীর। আমার দাদা করিম বক্স পালোয়ান। উনি বিন্দা পালোয়ান নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। বৃটিশ আমলে অনেক নাম কুড়িয়েছিলেন। সেসময় ঢাকা শহরে কুস্তির কয়েকটি আখড়ার মধ্যে আমাদেরও একটা আখড়া ছিল। আমার আব্বা মোসলেম উদ্দিন বগু মিয়া। তিনিও কুস্তিগীর ছিলেন। ফেডারেশনের কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় সাফ গেমসে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গেমসের উদ্বোধনী দিনের আগের দিন হোটেল সোনারগাঁওয়ে স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। আমিও ছোটবেলা থেকে কুস্তি করতাম। কিন্তু হাত ভেঙে যাওয়ায় ন্যাশনাল লেবেলে খেলার সুযোগ হয়ে উঠেনি। আব্বা মারা যাবার পর আমি ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই ১৯৯৮ সাল থেকে। শুরুতে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম। পরবর্তীতে দুই মেয়াদে যুগ্মসম্পাদক ছিলাম। এবার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলাম। পাকিস্তান আমলে আমাদের 'গামা রেসলিং ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্কুল' ছিল। সংক্ষেপে সবাই 'জিডব্লিউপিটিএস' নামে বেশি চিনতেন। স্বাধীনতার পর 'বঙ্গবীর শরীর চর্চা কেন্দ্র' নামকরণ করা হয়। আব্বা মারা যাবার পর এটির নাম 'মোসলেম উদ্দিন বগু ভাই শরীর চর্চা কেন্দ্র' করা হয়। এটি মিডফোর্ড স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল হসপিটালের পাশে অবস্থিত। এটা আমাদের পারিবারিক ক্লাব। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই এ ক্লাবের মাধ্যমে কুস্তি, সাইক্লিং, বডিবিল্ডিং, বক্সিং ও ভলিবলে অংশগ্রহণ করে আসছি। একসময় ফুটবলেও থার্ড ডিভিশন ও পাইওনিয়র লিগে টিম ছিল।

প্রশ্ন : আমরা ব্রোঞ্জ নইলে রৌপ্য এর বেশি যেতে পারছি না কেন?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : আমাদের চারপাশের দেশগুলো অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা সুযোগ-সুবিধার অভাবে পিছিয়ে পড়ছি। যে কারণে দিন দিন পদক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। এসএ গেমস কিংবা আন্তর্জাতিক পরিসরে আমরা রৌপ্য-ব্রোঞ্জপদকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। এর উপরে উঠতে হলে অনেক পরিকল্পনার, বিনিয়োগ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও প্লেয়ারদের আর্থিক নিশ্চয়তার দরকার। তাঁর চেয়ে বড় কথা, তিন মাস ছয় মাস প্র্যাকটিস করে ভারতের সামনে থেকে স্বর্ণপদক আনা সহজ নয়। ওরা সারা বছর প্র্যাকটিসে থাকে, টুর্নামেন্টের মধ্যে থাকে। আমরা কুস্তিগীরের জন্য সেভাবে কিছুই করতে পারছি না। নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কিংবা গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদীভাবে এগোতে হবে। না হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কী এ মুহূর্তে স্বর্ণজয় ভীষণ কঠিন। যেকোনো আসরে ১০টি ইভেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭টি ইভেন্টে প্রতিটি দেশ অংশ নিতে পারে। সেক্ষেত্রে এসএ গেমসে ভারত যে ৩টি ইভেন্ট অংশ নিচ্ছে না সেখানে আমাদের মেয়েরা কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো করছেন, ফাইট দিচ্ছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার দরুণ কাঙ্ক্ষিত পদক জয়ের কাছে গিয়ে হেরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তানের পরেই ছেলেদের অবস্থান। তাঁরাও ময়দানি লড়াইয়ে প্রাণপণ লড়ছেন। কিন্তু সেই অনভিজ্ঞতার কারণেই একটা জায়গায় এসে পারছেন না। এ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অবশ্যই দেশে যেমন বেশি বেশি টুর্নামেন্ট প্রয়োজন, ঠিক তেমননি বিদেশেও প্রচুর টুর্নামেন্ট খেলা দরকার। তাহলে প্লেয়ারদের অভিজ্ঞতা বাড়বে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ বুঝবে, কেন পারছে না সেটিও উপলব্ধি করতে পারবে। এমন উপলব্ধি থেকে নিজেরা নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরাতে পারলে তবেই কেবল কাঙ্ক্ষিত পদক জয় সম্ভব।

প্রশ্ন : সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসে আপনি কিসে কিসে সংস্কার করতে চাচ্ছেন?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : খুব বেশি দিন হয়নি দায়িত্ব পেয়েছি। আগে দেখতে হবে কিসে কিসে সংস্কার প্রয়োজন। এরপর কুস্তি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেব। কমিটির সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করব। তবেই এ পথে এগোব। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনেক পুরোনো। এটি সময়োপোযোগী করা প্রয়োজন। বিগত দিনগুলোয় যারা ভালো খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু সুযোগ পাননি তাঁদের সবাইকে বলেছি এখন থেকে যেকোনো দলগঠনে ট্রায়াল হবে। যারা যোগ্য তারাই দলে থাকবে। কোচ ও রেফারি উভয়কে একই কথা বলেছি। যোগ্যতার ভিত্তিতেই সব কিছু হবে। এদিকে ফেডারেশনের ফান্ডের অবস্থা কখনো স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই যে ফেডারেশনে ন্যূনতম ফিক্সড ডিপজিট নেই সেখানে অনিয়ম, দুর্নীতি বা অর্থ বেহাতের প্রশ্নই আসে না। কুস্তিগীরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। আন্তর্জাতিক আঙিনায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। সর্বোপরি ফেডারেশনের অভ্যন্তরে সকল ভেদাভেদ ভুলে একটা পরিবার হিসেবে কুস্তিকে গড়ে তুলতে চাই।

প্রশ্ন : স্পন্সর সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে কোনো পরিকল্পনা করছেন কী?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : স্পন্সর সঙ্কট কুস্তির জন্য নতুন কিছু নয়। ফেডারেশনের জন্মলগ্ন থেকে এমন সঙ্কট দেখে আসছি। অতীতে বিভিন্ন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অনেক দিন ধরে ওয়ালটন স্পন্সর করে আসছিল, কিন্তু সেটাও এখন বন্ধ। এককথায় স্পন্সরবিহীনভাবে এগিয়ে চলছি। বর্তমান কমিটির সভাপতি মহোদয় বিগ্রেডিয়ার জেনারেল অব. ফকরুদ্দিন হায়দার স্পন্সরের জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন। কমিটির অন্যসব কর্মকর্তারাও যার যার অবস্থান থেকে স্পন্সর আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আশা করছি, অর্থসঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

প্রশ্ন : এ মুহূর্তে প্লেয়ার, কোচ ও রেফারির স্ট্যান্ডার্ড কোন পর্যায়?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : ন্যাশনাল লেবেলে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৫০ জনের মতো কুস্তিগীর রয়েছেন। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই কোয়ানটিটি থেকে কোয়ালিটির সংখ্যা কম। এ সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দেশে লেবেল-২ কোচের সংখ্যা ২০ জনের মতো। তবে চেষ্টা করছি সাবেক ও তরুণদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোচিং পেশায় আনতে। তাহলে ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন কোচ পাব। এ মুহূর্তে যারা রয়েছেন মোটামোটি ভালো কোচিং দিচ্ছেন। তাঁদের আরও আপগ্রেড করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় টুর্নামেন্ট পরিচালনা করার মতো রেফারি থাকলেও আন্তর্জাতিকমানের লাইসেন্সধারী রেফারি দেশে নেই। বেশ কিছু অভিজ্ঞ রেফারিকে বলেছি, উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য চিন্তা-ভাবনা কর। ফেডারেশন তোমাদের পাশে থাকবে, সহায়তা করবে। কীভাবে দ্রুত আন্তর্জাতিক রেফারি তৈরি করা যায় এ নিয়েও পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশ্ন : বিদায় বেলা কুস্তিকে কোথায় রেখে যেতে চান?

মেসবাহ উদ্দিন আজাদ : আমার একান্ত ইচ্ছা সাউথ এশিয়ায় অন্তত একটা স্বর্ণপদক জয়। চেষ্টা করব লক্ষ্যে পৌঁছাতে। এর আগে তৃণমূল থেকে প্রতিভা উঠিয়ে এনে জাতীয় দলের জন্য পাইপলাইন তৈরি করতে চাই। টুর্নামেন্টগুলো নিয়মিত রেখে যেতে চাই। ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি এবং কুস্তিগীরদের আর্থিক নিশ্চয়তা একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. মুমিনুল হক
২. নাজমুল হোসেন শান্ত
৩. নাজমুল হোসেন শান্ত

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আল্লাহ হোসেন, চরমোস্তাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ২। আরিফুর রহমান খান, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা; ৩। দেলোন সরকার, প্রযত্নে-সরকার ভিলা, রোড-৬, বাড়ি-১৮, বড়ইতলা মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৪। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম-লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৫। শরিফুন নাহার, করিম রোড, নয়ানীগ্রাম, লালমোহন, ভোলা; ৬। ঝিলকিহ বেগম, বাসা-৪, রোড-১৬, ব্লক-ডি, মিরপুর-১২, ঢাকা; ৭। আমজাদ হোসেন, প্রযত্নে-মুন্সি বাড়ি, গ্রাম-মান্দারী, ডাকঘর- পাইরাবাজার, থানা+জেলা-লক্ষ্মীপুর; ৮। আদিবা ইসলাম, গ্রাম-শ্রীকন্ঠপুর, ডাকঘর-বাকাভবানীপুর, থানা-পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৯। রাফিয়া আক্তার লিজা, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর-মকবুলাবাদ, থানা-চকোরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ১০। উম্মে হাবিবা হিরা, মেজর মোহাম্মদ আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১১। রেহেনা বেগম, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ১২। রাকিব হোসেন, গ্রাম-আলীসাহরনী, ডাকঘর-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ; ১৩। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৪। মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আইডি-২৬১৮ ইনজিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি. ৫১ কালুরঘাট ভারি শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম; ১৪। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১৫। নুর জাহান আক্তার স্বিবা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১৬। হাসেন বানু, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। মো. আসিফ আল মেহেদী হাসান, ৮৭/২, জিন্নাপাড়া, মেইন রোড, খুলনা; ১৮। জান্নাত ফারজানা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১৯। মোহাম্মদ আব্দুল মালেক তালী, শিপইয়ার্ড খুলনা; ২০। রওশন আরা, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২১। আহসান আনাম, প্রযত্নে- রহিম রহমান মার্কেট, আদর্শ পাড়া, বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ২২। মো. সরোয়ার আলম, ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ২৩। আলাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ২৪। মো. সালাহউদ্দিন তপাদার, গ্রাম+ডাকঘর-চৌমুহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা-রাজশাহী; ২৫। মো. মোতাহার হোসেন মণ্ডল, মাঠপাড়া, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর;

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পুরণ করে আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।

- সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৯ বর্ষ ■০২ সংখ্যা ■ ১ আগস্ট ২০২৫

১. সম্প্রতি বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়েছেন কে?
২. সম্প্রতি বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বাধিক রান কে করেছেন?
৩. সম্প্রতি বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বাধিক উইকেট কে করেছেন?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

আন্তর্জাতিক দাবা দিবস সেইলর চেকমেট নারায়ণগঞ্জ ইন্টার স্কুল ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাপিড রেটিং টুর্নামেন্ট অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের রায়ান রশিদ মুগ্ধ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে একই স্কুলের সাজায়েত কিবরিয়া আজান চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে নারায়ণগঞ্জ ফিলোসোফিয়া স্কুলের মোহাম্মদ মাবরুর বাদ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন। নারায়ণগঞ্জের মহসিন ক্লাবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ নুরুউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতিরিক্ত কর কমিশনার মর্তুজা শরিফুল ইসলাম। তত্ত্বেয় বক্তব্য রাখেন ইপিলিয়ন গ্রুপের সিএসআর প্রধান নাজমুল আহসান, আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ ও চেসবাংলাদেশ.কম সম্পাদক মোরসালিন আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মেরিনা জাহান।

এ ছবি কার-৬০৮-এর সঠিক উত্তর

ক্রিকেটার
মিরাজ

এ ছবি কার-৬০৮ বিজয়ী

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। —সম্পাদক

এ ছবি কার?-৬১০

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। —সম্পাদক

ছবিটির নাম..

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা..

....

....মোবাইল..............................

এ ছবি কার-৬০৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আল্লাহ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ২। দোলন সরকার, প্রযত্নে- সরকার ভিলা, রোড-৬, বাড়ি-১৮, বড়ইতলা মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৩। ঝিলকিহ বেগম, বাসা-৪, রোড-১৬, ব্লক-ডি, মিরপুর-১২, ঢাকা; ৪। আমজাদ হোসেন, প্রযত্নে-মুন্সি বাড়ি, গ্রাম- মান্দারী, ডাকঘর-পাইরাবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ৫। আরিফুর রহমান খান, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা; ৬। কারজানা ইসলাম, গ্রাম- শামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ৭। শরিফুন নাহার, করিম রোড, নয়ানীগ্রাম, লালমোহন, ভোলা; ৮। আদিবা ইসলাম, গ্রাম-শ্রীকণ্ঠপুর, ডাকঘর-বাকাভবানীপুর, থানা-পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৯। রাফিয়া আক্তার লিজা, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর- মকবুলাবাদ, থানা-চকোরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ১০। উম্মে হাবিবা হিরা, মেজর মোহাম্মদ আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১১। রেহেনা বেগম, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ১২। রাব্বি হোসেন, গ্রাম-আলীসাহরদী, ডাকঘর- মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১৩। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৪। মো. আখতার সরদার, গ্রাম-নাগুলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৫। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে-ওবায়েদউল হক ভবন, (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, ডাকঘর- বারইয়ার হাট, থানা- জোরারগঞ্জ, উপজেলা- মীরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম; ১৬। হাসেন বানু, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। রওশন আরা, বাড়ি- ২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৮। এমএ মালেক, শিপ ইয়ার্ড, খুলনা; ১৯। মো. কোয়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২০। জান্নাত কারজানা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ২১। নুর জাহান আক্তার দ্বিবা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ২২। মো. সরোয়ার আলম, ৫ নং চন্দিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ২৩। মোহাম্মদ আলীফ উদ্দিন, গ্রাম- জাহানারাবাদ, ৫ নং চন্দিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ২৪। আহসান আনাম, প্রযত্নে- রহিম রহমান মার্কেট, আদর্শ পাড়া, বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ২৫। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ২৬। মো. সালাহউদ্দিন তপার, গ্রাম+ডাকঘর- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ২৭। বিন্দিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৮। মো. মোহাতাব হোসেন, সহকারী শিক্ষক, জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট;

অষ্টম জাতীয় উশু চ্যাম্পিয়নশিপ উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি।

প্রথম ম্যাচে হেরে শুরুর পর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা দুই জয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁদের মাটিতে টি-টোয়েন্টি জিতে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না বাংলাদেশের জন্য

হারের বৃত্ত ভেঙে টানা দুটি সিরিজ জয়ের গৌরব

মো. রেজাউল হক

টি-টোয়েন্টিতে একের পর এক পরাজয়ে জেরবার হয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। সেই যে গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদেরই মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে বিস্ময়কর কীর্তি গড়েছিল টাইগাররা, তারপর থেকে একটি ব্যতিক্রম বাদে পরাজয়ই হয়ে ওঠে ভাগ্যলিখন! এক দুই করে টানা ৬ ম্যাচ হেরে বসে লিটন দাসের দল। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে বদলে যাওয়ার গান গাওয়ার পর বাংলাদেশের এমন উল্টোপথে যাত্রা সবাইকে অবাক না করে পারেনি। স্বভাবতই চারিদিক থেকে ভেসে আসে সমালোচনার তীর। বিশেষ করে মে মাসে শারজার মাঠে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হার লাল-সবুজের দলকে একেবারে লজ্জাজনক খাদের কিনারায় নিয়ে যায়। আগের সিরিজে টি-টোয়েন্টির দুই বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করা দলটা পরের সিরিজে আমিরাতের মতো পুঁচকে দলের বিপক্ষে সিরিজ হারের গ্লানি নিয়ে মাঠ ছাড়লে মানহানিকর অবস্থা তো হবেই। এরপর পাকিস্তান সফরে গিয়ে লাহোরে ৩ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ অসহায় আত্মসমর্পণ করলে 'গেল রে, গেল রে' রব ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। শ্রীলঙ্কা সফরেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে হারের বৃত্তে বন্দী থাকে বাংলাদেশ। পরপর ৬ ম্যাচে পরাজয় বরণ করা টাইগারদের আত্মবিশ্বাস ও টিম স্পিরিট বলে কিছু ছিল না। যেন খেলার জন্য খেলতে নামা, জয়ের কোনো তাড়নাই দেখা মেলেনি।

সমর্থকরা যখন আশা ছেড়ে দিয়ে সমালোচনার খড়গ নিয়ে আরও জোরালোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়, তখনই অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সিরিজ হারের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে জিতে নিয়েছে পরের দুটি সিরিজ! তাও আবার যেমন তেমন দলের সঙ্গে নয়, টি-টোয়েন্টির সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে হারিয়ে। অল্প ক'দিনের ব্যবধানে দুটি সিরিজ জয় এসেছে দুই রকম স্টাইলে। লঙ্কানদের বিপক্ষে তাঁদের মাঠে ১-০ তে পিছিয়ে পড়ার পর টানা দুই ম্যাচ জিতে শেষ হাসি হাসা লিটন দাসের দল নিজেদের আঙিনায় পাকিস্তানকে প্রথম দুই ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জয় নিশ্চিত করার পর অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে তৃতীয় ম্যাচে বলতে গেলে নিজেরাই ডেকে এনেছে পরাজয়।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতবে, সিরিজ জিতবে; আর সমালোচনা হবে না এ হয় নাকি! ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করার পর উইকেটের মান নিয়ে বরাবরের মতোই প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু দ্বিপক্ষীয় সিরিজে 'আদর্শ উইকেট' বলে তো স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। আয়োজক দল নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে সুবিধামতো উইকেটের ফায়দা নেবে, এটাই স্বাভাবিক। এই যে ঈদুল আজহার আগে ঝটিকা পাকিস্তান সফরে গিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে লাহোরের রান-প্রসবা উইকেটে হাবুডুবু খেয়েছে বাংলাদেশ, তখন তো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। পাকিস্তান নিশ্চয় বাংলাদেশের সুবিধার কথা ভেবে উইকেট বানায়নি, ভেবেছে নিজেদের সুবিধার কথা। এখন যখন বাংলাদেশে পাল্টা সফরে এসে পাকরা মিরপুরে ভরাডুবির শিকার হয়েছে, তখন তো মাতম করার কিছু নেই। স্লো, লো ও টার্নিং উইকেটে বাংলাদেশ পেরেছে, পাকিস্তান পারেনি তাই সিরিজ হেরেছে; হিসাব বরাবর। ব্যাপারটা বুমেরাং ও হতে পারতো। যদি পাকিস্তান সিরিজ জিতে যেত তাহলে আর উইকেটের কোনো দোষ থাকত না, নাকি? স্মরণ করা যেতে পারে, গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের মাঠে ব্যাটিংয়ের জন্য কঠিন এমন উইকেট বানিয়েছিল যা বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক হয়েছে, যেখানে চরমভাবে 'ধরা খায়' ক্যারিবীয়রা এবং শেষ পর্যন্ত তিন ম্যাচ হেরে তাঁরা হয় হোয়াইটওয়াশ! সহজ কথায়, বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ব্যাপার এক পাশে সরিয়ে রাখলে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে আয়োজকদের সুবিধামতো উইকেট বানানোর পুরোনো কৌশলের মাঝে ক্রিকেটের অন্যরকম স্বাদ ও রোমাঞ্চ লুকিয়ে রয়েছে, এটাই বাস্তবতা।

বাংলাদেশের ১৭তম সিরিজ জয়

শ্রীলঙ্কার পর পাকিস্তান, এই দুটি দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের ১৬টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের তালিকা...						
নং.	প্রতিপক্ষ	সময়কাল	স্বাগতিক	ম্যাচ	সিরিজের ফল	অধিনায়ক
১.	জিম্বাবুয়ে	নভেম্বর ২০০৬	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	শাহরিয়ার নাফীস
২.	ও. ইন্ডিজ	অক্টোবর ২০১১	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	মুশফিকুর রহিম
৩.	আয়ারল্যান্ড	জুলাই ২০১২	আয়ারল্যান্ড	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী	মুশফিকুর রহিম
৪.	পাকিস্তান	এপ্রিল ২০১৫	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	মুশফিকুর রহিম
৫.	ও. ইন্ডিজ	জুলাই-আগস্ট/১৮	ও.ই/যুক্তরাষ্ট্র	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী	সাকিব আল হাসান
৬.	জিম্বাবুয়ে	মার্চ ২০২০	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ
৭.	জিম্বাবুয়ে	জুলাই ২০২১	জিম্বাবুয়ে	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী	মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ
৮.	অস্ট্রেলিয়া	আগস্ট ২০২১	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী	মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ
৯.	নিউজিল্যান্ড	সেপ্টেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী	মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ
১০.	আ.আমিরাত	সেপ্টেম্বর ২০২২	আ.আমিরাত	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	নুরুলহাসান সোহান
১১.	ইংল্যান্ড	মার্চ ২০২৩	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী	সাকিব আল হাসান
১২.	আয়ারল্যান্ড	মার্চ ২০২৩	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী	সাকিব আল হাসান
১৩.	আফগানিস্তান	জুলাই ২০২৩	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	সাকিব আল হাসান
১৪.	জিম্বাবুয়ে	মে ২০২৪	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী	নাজমুলহোসেন শান্ত
১৫.	ও. ইন্ডিজ	ডিসেম্বর ২০২৪	ও. ইন্ডিজ	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী	লিটন দাস
১৬.	শ্রীলঙ্কা	জুলাই ২০২৫	শ্রীলঙ্কা	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী	লিটন দাস
১৭.	পাকিস্তান	জুলাই ২০২৫	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী	লিটন দাস

বাংলাদেশ। পাকদের অবশ্য সেই ২০১৫ সালে এক ম্যাচের সিরিজে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ১, ২, ৩ ও ৫ ম্যাচের মিলিয়ে বাংলাদেশ জিতল ১৭তম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এর মধ্যে একাধিক ম্যাচের সিরিজ ১৪টি

টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বে সুন্দর আগামীর স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশ দল

এবং ৩টি ১ ম্যাচের সিরিজ। নিজেদের আঙিনায় টাইগাররা সিরিজ জিতেছে ১১টি, প্রতিপক্ষের মাটিতে ৫টি এবং ১টি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। প্রতিপক্ষকে মোট ৬ বার হোয়াইটওয়াশ করার স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ, বিপক্ষ দলের মাটিতে সাফল্য এসেছে ৩ বার এবং অন্য ৩ বার নিজেদের মাঠে। দল হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৪টি সিরিজ জিতেছে টাইগাররা, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ৩টি সিরিজে। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এসেছে ২টি সিরিজ জয় এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে ১ বার করে হারিয়ে সিরিজ জয় করেছে লাল-সবুজ বাহিনী। এই ফরম্যাটে মোট ১০ দলের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে বাকি রয়েছে ভারত, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও সাকিব আল হাসান অধিনায়ক হিসেবে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ ৪টি করে সিরিজ জিতিয়েছেন বাংলাদেশকে, ৩টি করে সিরিজ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাস এবং শাহরিয়ার নাফিস, নুরুল হাসান সোহান ও নাজমুল হোসেন শান্ত একটি করে সিরিজ জয়ে অধিনায়কত্ব করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের পর পাকিস্তান

এবার পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারানোর মাধ্যমে 'অন্যরকম চক্র পূরণ' করেছে বাংলাদেশ। কী সেটা? কোনো দলের বিপক্ষে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি; অর্থাৎ তিন সংস্করণেই একাধিক ম্যাচের সিরিজ জয়। খুব বেশি দলের বিপক্ষে এমন গৌরবময় কীর্তি গড়তে পারেনি বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা স্রেফ তিন। পাকিস্তানের আগে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেই ছিল এমন অর্জন। টাইগাররা প্রথম এই চক্র পূরণ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, ২০১৮ সালে। ২০০৯ সালেই ক্যারিবীয়দের সঙ্গে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জেতা বাংলাদেশ ওই বছর দলটিকে প্রথমবার একাধিক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারাতে সমর্থ হয়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ফরম্যাটের সিরিজ জয়ের বৃত্ত পূরণ হয় ২০২০ সালে। ২০০৫ সালে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েই নিজেদের ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। পরে সেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টাইগাররা প্রথম একাধিক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতে ২০২০ সালে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালের এপ্রিলে নিজেদের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার পর গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানে গিয়ে তাঁদেরকে টেস্ট সিরিজে 'ধবলধোলাই' করেছিল ২-০ তে। আর এবার পাকদের ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবার একাধিক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে লিটন দাসের দল।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, আরও চারটি টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে দুই সংস্করণে (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) একাধিক ম্যাচের সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ শুধু টেস্ট সিরিজই জিততে পারেনি। অবশ্য আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এখনও একাধিক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার সুযোগ হয়নি বাংলাদেশের। এর বাইরে ভারত (ওয়ানডে), অস্ট্রেলিয়া (টি-টোয়েন্টি), ইংল্যান্ড (টি-টোয়েন্টি) ও দক্ষিণ আফ্রিকার (ওয়ানডে) বিপক্ষে এক সংস্করণে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ।

'কিপ্টে' মোস্তাফিজ, 'ভাগ্যবান' মোস্তাফিজ

মো. রেজাউল হক

বল হাতে তিনি আগের মতো কার্যকরী নয়। তাঁর কাটারে পূর্বের ন্যায় ধার নেই। সহায়ক উইকেট ছাড়া এই বাঁহাতি পেসার অচল। মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। তাঁর বিপক্ষে বাজারে যেসব মত প্রচলিত রয়েছে সেগুলো যেমন পুরোপুরি মিথ্যা নয়, তেমনি শতভাগ সত্যও নয়। সব কিছু মেনে নিয়েও মানতে হবে, মোস্তাফিজ এখনো মোস্তাফিজই। বোলিংয়ে আগের মতো অতটা দুর্ধর্ষ না হলেও একেবারে ফেলনাও নন তিনি। মোস্তাফিজ হারিয়ে কিংবা পুরোপুরি ফুরিয়েও যাননি। আপনি মানুন আর নাই মানুন, বাংলাদেশের ক্রিকেটে তাঁর বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি। বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে মোস্তাফিজ অবশ্যই নির্ভরতার অন্য নাম। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের যে কোনো মুহূর্তে তিনি বল হাতে আক্রমণে এলে সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধেন, এই প্রতিপক্ষের উইকেট গেল বলে। সব সময় যে আস্থার প্রতিদান দিতে পারেন তা নয়, তবে তাঁকে ঘিরে অন্যরকম একটা প্রত্যাশার জাল ছড়িয়ে যায়।

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেছে মোস্তাফিজুর রহমানের দুর্দান্ত বোলিং ক্যারিশমা। মিরপুরে আরও একবার বল হাতে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের চোখের জল আর নাকের জল এক করে দিয়েছেন তিনি। অবশ্য এটা তো সবার জানা কথাই যে, শেরে বাংলার মাটি মোস্তাফিজের ঘাঁটি! স্লো, লো ও টার্নিং উইকেটে প্রায় ত্রিশ ছুঁই ছুঁই এই পেসারকে খেলতে গিয়ে 'জান' বেরিয়ে গেছে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের। পাকিস্তানকে মাত্র ১১০ রানে গুটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনি। এদিন টস হেরে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তানের ইনিংসে মোস্তাফিজের হাতে ষষ্ঠ ওভারে প্রথমবার বল তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস। ততক্ষণে ৩ উইকেট খুইয়ে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল সফরকারী দল। নিজের প্রথম ওভারে স্রেফ ১ রান দিয়ে হাসান নাওয়াজকে রিশাদ হোসেনের ক্যাচ বানিয়ে আউট করা মোস্তাফিজকে আবার বোলিংয়ে আনা হয় ১২তম ওভারে। এবার ২ রান খরচ করে যদিও কোনো উইকেট পাননি, অবশ্য ওই ওভারে রান-আউটের শিকার হন পাকিস্তানের ইনিংসের টপ স্কোরার ফখর জামান (৪৪)।

আন্তর্জাতিক হোক কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট, মোস্তাফিজের গোটা দুয়েক ওভার ডেথ ওভারের জন্য রেখে দেওয়া তো এখনকার দিনের টি-টোয়েন্টির একটা 'নিয়মেই' পরিণত হয়েছে! তাঁর করা ১৭তম ওভার থেকে পাকিস্তান রান তুলতে পারে ২, কিন্তু ক্যাচ আউটে ঠিকই হারাতে হয় বিপজ্জনক খুশদিল শাহকে। সবশেষ মোস্তাফিজের ১৯তম ওভারে ফাহিম আশরাফ

ও আব্বাস আফ্রিদি মিলে কেবল একটা রানই নিতে পারেন। সব মিলিয়ে ১১০ রানে অলআউট হওয়া পাকরা ৭ উইকেটে একতরফাভাবে পরাজিত হয়ে পরে সিরিজটাও খুইয়ে বসে বাংলাদেশের কাছে।

স্লোয়ার, কাটার আর গতির তারতম্যের ভেল্কি দেখিয়ে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মোস্তাফিজের বোলিং ফিগার দাঁড়ায়, ৪-০-৬-২! পাক ব্যাটসম্যানদের বোতলবন্দী করে রেখে সব মিলিয়ে ডট বলই করেছেন ১৮টি! তার মানে তাঁর কেবল ৬ বল থেকেই ৬ রান নিতে পেরেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পূর্ণ কোটা বোলিং করে বাংলাদেশের কোনো বোলারের সবচেয়ে কম রান খরচের নতুন রেকর্ড এটি। পূর্ববর্তী রেকর্ডেও ছিল মোস্তাফিজের নাম। গত বছর যুগ্মভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কিংসটাউনের আর্নস ভেলে নেপালের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন অভিজ্ঞ এই পেসার। একই ম্যাচে ৪ ওভারে ২ মেডেনসহ ৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট পান আরেক পেসার তরুণ তানজিম হাসান সাকিব। এ ছাড়া একই বছরের মে মাসে প্রেইরি ভিউতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ৭ রানে ১ উইকেট দখল করেছিলেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।

এই সংস্করণে এ নিয়ে চার ম্যাচে ১০ রানের কম খরচ করলেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশ তো বটেই, এমনকি আইসিসির টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যেই পূর্ণ ৪ ওভার বোলিং করে চার ম্যাচে ১০ রানের কম খরচের রেকর্ড নেই দ্বিতীয় কোনো বোলারের। তিনবার করে ম্যাচে ১০ রানের কম খরচ করেছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান, ভারতের ডানহাতি পেসার ভুবনেশ্বর কুমার ও পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে অতটা কিপ্টে বোলিং করতে না পারলেও ৩.২ ওভারে মোস্তাফিজ খরচ করেছিলেন ১৫ রান, তুলে নিয়েছিলেন ১ উইকেট। উল্লেখ্য বাংলাদেশের বোলাররা ১১ বার পূর্ণ কোটা বোলিং করে ৯ রানের কম খরচ করেছেন।

জানিয়ে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভার বোলিং করে কোনো রান না দিয়ে ৪টি মেডেন পাওয়ার অবিশ্বাস্য রেকর্ড রয়েছে ৩ জনের। এর মধ্যে প্রথম জন কানাডার বাঁহাতি স্পিনার সাদ বিন জাফর (৪-৪-০-২, বিপক্ষ পানামা, কলিডজ, ১৪ নভেম্বর ২০২১)। পরে নিউজিল্যান্ডের পেসার লকি ফার্গুসন (৪-৪-০-৩, বিপক্ষ পিএনজি, টারৌজা, ১৭ জুন ২০২৪) এবং হংকংয়ের মিডিয়াম পেসার আইয়ুশ শুক্লা (৪-৪-০-১, বিপক্ষ মঙ্গোলিয়া,

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে হিসেবি বোলিং (পূর্ণ কোটায়, সর্বোচ্চ ৯ রান)					
বোলার	ফিগার	বিপক্ষ	ভেন্যু	তারিখ	ফল
মোস্তাফিজুর রহমান	৪	পাকিস্তান	মিরপুর	২০ জুলাই ২০২৫	বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী
মোস্তাফিজুর রহমান	৪	নেপাল	কিংসটাউন	১৬ জুন ২০২৪	বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী
তানজিম হাসান সাকিব	৪	নেপাল	কিংসটাউন	১৬ জুন ২০২৪	বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী
রিশাদ হোসেন	৪	যুক্তরাষ্ট্র	প্রেইরি ভিউ	২৫ মে ২০২৪	বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ	৪	আফগানিস্তান	মিরপুর	১৬ মার্চ ২০১৪	বাংলাদেশ ৯ উইকেটে জয়ী
সাকিব আল হাসান	৪	পিএনজি	আল-আমিরাত	২১ অক্টোবর ২০২১	বাংলাদেশ ৮৪ রানে জয়ী
সাকিব আল হাসান	৪	হংকং	চট্টগ্রাম	২০ মার্চ ২০১৪	হংকং ২ উইকেটে জয়ী
আবদুর রাজ্জাক	৪	আয়ারল্যান্ড	বেলফাস্ট	১৮ জুলাই ২০১২	বাংলাদেশ ৭১ রানে জয়ী
মোস্তাফিজুর রহমান	৪	অস্ট্রেলিয়া	মিরপুর	৭ আগস্ট ২০২১	অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী
সাকিব আল হাসান	৪	জিম্বাবুয়ে	মিরপুর	১২ মে ২০২৪	জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে জয়ী
মোস্তাফিজুর রহমান	৪	অস্ট্রেলিয়া	মিরপুর	৬ আগস্ট ২০২১	বাংলাদেশ ১০ রানে জয়ী

কুয়ালালামপুর, ৩১ আগস্ট ২০২৪) অমন পিলে চমকানো কীর্তির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

তাঁর হাতে যেন জাদুর কাঠি!

বল হাতে যেমন 'কিপ্টে', একই সঙ্গে 'ভাগ্যবানও'! মোস্তাফিজুর রহমান যেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের জাদুর কাঠি! যিনি দলে থাকলেই নিশ্চিতভাবে আসে জয়। আর যে ম্যাচে তিনি খেলেন না, সেটাতে হারতে হয় বাংলাদেশকে! এটা অবাস্তব কোনো গল্পকথা নয়, অবিশ্বাস্য শোনালেও একদমই সত্যি; যার প্রমাণ দিচ্ছে পরিসংখ্যান। এই ২০২৫ সালের কথাই ধরুন না। এ বছর এখন পর্যন্ত ১২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে যে ৫ ম্যাচে একাদশে ছিলেন মোস্তাফিজ, ওই ৫টি ম্যাচই জিতেছে লিটন দাসের দল! আর তাঁকে বাইরে রেখে যে ৭টি ম্যাচে মাঠে নেমেছে টাইগাররা, পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে সেই ৭ ম্যাচেই! কাকতালীয় ঘটনারও তো একটা সীমা থাকে।

জো রুটের সামনে শুধুই শচীন

আনওয়ার আহমেদ মুন

এক ইনিংসে তিন কিংবদন্তি ভারতের রাহুল দ্রাবিড়, দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিস ও অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিংকে টপকে গেলেন ইংলিশ ব্যাটার জো রুট। টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠলেন তিনি। তাঁর সামনে এখন শুধুই 'ক্রিকেট ঈশ্বর' খ্যাত শচীন টেন্ডুলকার।

ম্যানচেস্টারে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করতে নামার সময় রুটের রান ছিল ১৩,২২৯। তখন তাঁর উপরে শচীন ছাড়াও ছিলেন দ্রাবিড়, ক্যালিস ও পন্টিং। একে একে সকলকে টপকালেন তিনি। মাত্র আট বলের ব্যবধানে দ্রাবিড় ও কালিসকে ছাপিয়ে যান রুট। তবে পন্টিংকে টপকাতে সময় লাগল তাঁর।

মাত্র ৩০ রান করেই তিনি দ্রাবিড়কে (১৩,২৮৮) টপকে যান। ঠিক আরও একটি রান করে ছাপিয়ে যান জ্যাক ক্যালিসকেও (১৩,২৮৯)। কিন্তু সেখানেই থামেননি ইংরেজ ব্যাটার। ১৭৯ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। আর ১২০ রান করেই তিনি ছাপিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকেও। প্রাক্তন অসি তারকা ১৬৮ ম্যাচে ১৩,৩৭৮ রান করেছিলেন। সেখানে ১৫৭ ম্যাচেই পন্টিংকে টপকে গেলেন রুট। আপাতত তাঁর সামনে রয়েছেন শুধু শচীন টেন্ডুলকার। ২০০ ম্যাচে ভারতের কিংবদন্তির রান ১৫,৯২১।

আরও রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন রুট। প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১,০০০ রান করে ফেললেন রুট। অ্যালিস্টার কুক ও গ্রাহাম গুচের পর তিনি তৃতীয় ইংরেজ ব্যাটার হিসেবে দু'টি ভিন্ন ভেন্যুতে ১,০০০-র বেশি রান হয়ে গেল রুটের। লর্ডসে তাঁর রান ২,১৬৬। অন্যদিকে, একটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রে সবচেয়ে বেশি চার তাঁর নামে রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে এটি রুটের ১২তম সেঞ্চুরি। টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার ক্ষেত্রে এতদিন স্টিভ স্মিথের সঙ্গে যুগ্মভাবে ছিল তাঁর নাম। ম্যাঞ্চেস্টারে স্মিথকেও ছাপিয়ে গেলেন রুট।

টেস্ট ক্রিকেটের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী (শীর্ষ ৫)

ক্রিকেটার	সময়কাল	ম্যাচ	ইনিংস	অপঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়
শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)	১৯৮৯-২০১৩	২০০	৩২৯	৩৩	১৫৯২১	২৪৮*	৫৩.৭৮
জো রুট (ইংল্যান্ড)	২০১২-২০২৫	১৫৭*	২৮৬	২৪	১৩৪০৯	২৬২	৫১.১৭
রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৯৫-২০১২	১৬৮	২৮৭	২৯	১৩৩৭৮	২৫৭	৫১.৮৫
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)	১৯৯৫-২০১৩	১৬৬	২৮০	৪০	১৩২৮৯	২২৪	৫৫.৩৭
রাহুল দ্রাবিড় (ভারত)	১৯৯৬-২০১২	১৬৪	২৮৬	৩২	১৩২৮৮	২৭০	৫২.৩১

নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন তাইজুল ইসলাম

মো. রেজাউল হক

স্পিনভেল্কিতে তাইজুল দেশের বাইরেও উজ্জ্বলতা ছড়াতে শুরু করেছেন

বাংলাদেশ টেস্ট দলের অপরিহার্য সদস্য হয়ে গেছেন তাইজুল ইসলাম। প্রায় প্রতিটি টেস্ট সিরিজেই তিনি নিজের কাজটা করে যান ঠিকঠাকমতো, সিরিজের ফল যা-ই হোক না কেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইনিংস ব্যবধানে গোহারা হওয়া দ্বিতীয় টেস্ট বাংলাদেশের জন্য হয়ে রইল কেবলই হতাশার গল্প। ব্যাটিং ব্যর্থতায় লজ্জার ষোলকলা পূর্ণ হওয়া ম্যাচে তবু যদি বাংলাদেশের প্রাপ্তির খাতায় যদি কিছু যোগ হয়, তবে সেটি তাইজুল ইসলামের বোলিং। ৩৩ বছর বয়সী বাঁহাতি এই স্পিনার কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে 'ঘূর্ণির পসরা' সাজিয়ে শ্রীলঙ্কার একমাত্র ইনিংসে শিকার করেছেন ৫ উইকেট। গলে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১ উইকেট নিতেই ১৫৬ রান খরচ করায় কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়া তাইজুল দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে ২৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে লঙ্কানদের ভালোমতোই চেপে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ফল আসেনি।

দ্বিতীয় টেস্টে এসএসসির ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আত্মাহুতির প্রদর্শনী ঘটিয়ে দলের সর্বনাশ ডেকে আনলেও শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানরা কিন্তু ওই ভুল করেননি। ধৈর্য আর মনোসংযোগের সম্মিলনে তাঁরা ঠিকই বড় স্কোর গড়েছেন এবং দলীয় ইনিংসও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রথম ইনিংসে ২৪৭ রানে অলআউট হওয়া বাংলাদেশ দ্বিতীয় দফায় মাত্র ১৩৩ রানে গুটিয়ে গেলেও লঙ্কানরা একমাত্র ইনিংসে ৪৫৮ রান তুলে তখনই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং জয়ী হয় ইনিংস ও ৭৮ রানের ব্যবধানে। শ্রীলঙ্কার স্কোর আরও বড় হতে পারত, যদি না বাংলাদেশের অন্য বোলারদের ব্যর্থতার দিনে তাইজুল ইসলাম বল হাতে ভেল্কি না দেখাতেন। স্বাগতিক দলের দুই ওপেনার লাহিরু উদারা ও পাথুম নিশাঙ্কার পর অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকেও ফেরান অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি স্পিনার, শেষ ২টি উইকেট ছিল লোয়ার অর্ডারের থারিন্দু রত্নায়েকে ও আসিথা ফার্নান্ডোর।

১৭তম ফাইফার

সব মিলিয়ে কলম্বো টেস্টে তাইজুলের বোলিং ফিগার দাঁড়ায়, ৪২.৫-৪-১৩১-৫। টেস্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে ১৭তম বারের মতো 'ফাইফার' অর্জন করলেন তিনি। এর মধ্যে ১২ বার (৩৭ ম্যাচের ৬৯ ইনিংসে) নিয়েছেন দেশের মাটিতে এবং ৫ বার (১৮ ম্যাচের ২৯ ইনিংসে) বিদেশের মাঠে (২ বার করে শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১ বার দক্ষিণ

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ৫ উইকেট শিকারের পথে আরেকটি সফল আবেদনের পর তাইজুল ইসলামের অভিব্যক্তি...

আফ্রিকায়)। তাইজুলের চেয়ে বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ১৯ বার ৫ উইকেট (৭১ টেস্টের ১২১ ইনিংসে) নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। অন্যদিকে অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ ৫৪ টেস্টে এ পর্যন্ত ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ১৩ বার।

বিদেশের মাঠে টেস্টে এখন পর্যন্ত ৫ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এই তালিকায় তাইজুল ও সাকিব যৌথভাবে শীর্ষে। বিদেশের মাঠে সাকিবও টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন ৫ বার। বাংলাদেশিদের মধ্যে বিদেশের মাটিতে টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তিতে সাকিব-তাইজুলের পরে আছেন আরও দুই স্পিনার। মেহেদী হাসান মিরাজ, মোহাম্মদ রফিক–দুজনই দেশের বাইরে টেস্টে ৩ বার করে ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন। হাসান মাহমুদ ও রবিউল ইসলামের বিদেশে ২ বার করে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

যশপ্রীত বুমরার পাশে

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ২০১৮ সাল থেকে টেস্টে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশিবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল ইসলাম। বাঁহাতি এই স্পিনারের আশপাশে কারা আছে জানলে এই কীর্তির মাহাত্ম্য বোঝা সহজ হবে। এই সময়ে তাইজুল ৫ উইকেট নিয়েছেন ১৪ বার। তাঁর সমান ১৪ বার ৫ উইকেট নিয়েছেন সময়ের সেরা বোলার ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা। তাইজুল সবশেষ পেছনে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে (৫ উইকেট ১৩ বার)। এ ক্ষেত্রে শীর্ষ পাঁচে আছেন নাথান লায়ন ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার অফ স্পিনার লায়ন ১২ বার ও ভারতের অফ স্পিনার অশ্বিন ১১ বার নিয়েছেন ৫ উইকেট। শীর্ষ পাঁচে থাকা বোলারদের মধ্যে তাইজুলই সবচেয়ে কম ইনিংস বোলিং করেছেন। ১৪ বার ৫ উইকেট নিতে বুমরা (৮৮) তাইজুলের (৬৯) চেয়ে ১৯ ইনিংস বেশি বোলিং করেছেন। এই তালিকায় ৭ নম্বরে আছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ। তিনি ৫ উইকেট নিয়েছেন ১০ বার।

অন্য রকম 'সেঞ্চুরি'

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ৫ উইকেট দখলের পথে লাহিরু উদারাকে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে আউট করে প্রথম শিকার ধরার পরই 'অন্য রকম এক সেঞ্চুরি' পূর্ণ হয় তাইজুল ইসলামের। বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে তিনি পা রাখেন নতুন এক মাইলফলকে।

২০১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেটের ল্যান্ডমার্ক অর্জন করেছেন তাইজুল। এই মাইলফলক ছুঁতে তাঁর লেগেছে ২৫ ম্যাচের ৪৩ ইনিংস। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় তাইজুলের অবস্থান ১৫তম। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনারের পরই এই তালিকায় রয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৩০ ম্যাচে তিনি পেয়েছেন ৯২ উইকেট। ৩৩ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে তিনে পেসার হাসান মাহমুদ ও তাসকিন আহমেদ। এই দুই পেসারের কেউই অবশ্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ছিলেন না। ২০২১-২৩ সালের প্রথম চক্রে তালিকায় ৩২ নম্বরে অবস্থান করা তাইজুলের শিকার ছিল ২৩ উইকেট। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় (২০২১-২৩) চক্রে তিনি নিয়েছিলেন ৩২ উইকেট। আর সদ্যসমাপ্ত ২০২৩-২৫ এর তৃতীয় চক্রে তাঁর ঝুলিতে গেছে ৪০ উইকেট। চলমান চতুর্থ চক্রে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ টেস্টে ৯ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল।

সামনে কেবলই সাকিব

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ৫৫ টেস্টের ৯৮ ইনিংসে ৩১.৩২ গড়ে তাইজুল ইসলাম দখল করেছেন ২৩৭ উইকেট। এই সংস্করণে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলার তিনি। ৭১ টেস্টের ১২১ ইনিংসে ৩১.৭২ গড়ে ২৪৬ উইকেট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। মেহেদী হাসান মিরাজের উইকেট সংখ্যা ২০৫ (৫৪ টেস্টের ৯৪ ইনিংসে, গড় ৩২.৩৬)। বাংলাদেশের এই তিন বোলারেরই কেবল লাল বলের ক্রিকেটে দুই শ উর্ধ্ব উইকেট রয়েছে। যেভাবে এগুচ্ছেন তাইজুল, তাতে করে সাকিবকে টপকানো তাঁর জন্য স্রেফ সময়ের ব্যাপার বলেই মনে করা হচ্ছে। সাকিবের চেয়ে ৯ উইকেট পেছনে থাকা তাইজুলের এক নম্বর পজিশনে নাম লেখাতে হয়তো বা গোটা দুয়েক ম্যাচ লাগতে পারে। আগামী নভেম্বরে পূর্ণাঙ্গ সফরে বাংলাদেশে এসে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের ২টি টেস্টও খেলার কথা রয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজেই টেস্টে বাংলাদেশের সর্বাধিক উইকেট শিকারি বোলারের রেকর্ড গড়তে পারেন তাইজুল। লঙ্কানদের বিপক্ষে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পর এ ব্যাপারে তাইজুল বলছিলেন, 'আমরা পেশাদার ক্রিকেটার। ক্রিকেট আমাদের এটা একটা পেশা। সাকিব ভাইকে ছাড়িয়ে যেতেও পারি, আবার নাও পারি। সাকিব ভাই অবশ্যই বড় ক্রিকেটার। আপনি যখন তাঁর মতো একজন লিজেন্ডকে ছাড়িয়ে যাবেন, মনের মধ্যে ভালো লাগা কাজ করবেই। সেদিক থেকে আমারও ভালো লাগবে স্বাভাবিক।' ভবিষ্যতে কত দূর যেতে চান- এমন প্রশ্নের উত্তরে তাইজুল বলেন, 'আমার লক্ষ্য একটাই, আমি যত দিন বাংলাদেশ ক্রিকেটের হয়ে খেলব, যেন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। ভালো কিছু ফল যেন এনে দিতে পারি, সেটাই আমার লক্ষ্য।'

ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জি এম কামরুল ইসলাম।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খেলার দুই মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট হাফ অরুন গোল সীমানার দুই গজ দূর হইতে দর্শনীয় এক শটের সাহায্যে দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। ছয় মিনিট পর রহমতগঞ্জ দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড বেলাল লেফট ইন গফুরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া গোল পরিশোধ করেন (১-১)। প্রথমার্ধে ২০ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট ইন নাসিম রাইট আউট নজরুলের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া স্বীয় দলের পক্ষে আরও একটি গোল করেন (২-১)। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রহমতগঞ্জ দলের রাইট আউট শাহজাহান একক প্রচেষ্টায় গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলার পুনরায় সমতা আনেন (২-২)। বিরতির চার মিনিট পূর্বে রহমতগঞ্জ দলের রাইট আউট শাহজাহানের লব নয়া হেড করিয়া গোলমুখে ফেলিলে আজাদ স্পোর্টিং দলের স্টপার মোবাশ্বের নির্ভরতার সহিত নিশ্চিত একটি গোল রক্ষা করেন। বিরতি পর্যন্ত খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। বিরতির পাঁচ মিনিট পর রহমতগঞ্জ দলের রাইট আউট শাহজাহান গোল করিবার একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড আবুল ফাকা গোল পোস্ট পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের রাইট হাফ লালু ব্যাক সীমানা হইতে সরাসরি একটি শটের সাহায্যে স্বীয় দলের পক্ষে পরবর্তী গোলটি করেন (৩-২)। পাঁচ মিনিট পর রহমতগঞ্জ দলের গফুর গোল করিবার একটি সুযোগ হারান। অব্যাহতির পর বিজয়ী দলের লেফট ইন গফুর দর্শনীয়ভাবে আরও একটি গোল করেন (৪-২)। খেলা শেষ মুহূর্তে বিজিত দলের লেফট আউট মিন্টু একটি গোল পরিশোধ করেন (৪-৩)।

রহমতগঞ্জ এমএকএস : ইউসুফ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, কায়কোবাদ, শাহজাহান, সুলতান, বেলাল, গফুর, নয়া।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, সিরাজ, মোবাশ্বের, নুরুদ্দিন, অরুন, লক্ষণ, মানিক, নজরুল, আবুল, নাসিম, মিন্টু।

রেফারি : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

দৈনিক আজাদ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

ফায়ার সার্ভিসের পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন : ভিক্টোরিয়া ২-১ গোলে পরাজিত

ফায়ার সার্ভিস- ২ (দিপু-২) **ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-** ১ (আলী ইমাম)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল সোমবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগের প্রাণহীন খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ২-১ গোলে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় উভয় দল ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছিল। আলোচ্য দিনের খেলায় উভয় দলের ব্যর্থতাপূর্ণ খেলা সমবেত দর্শকদের নিরাশ করে। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত মাঠে স্বাভাবিক খেলা প্রদর্শনে খেলোয়াড়রা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। ফায়ার সার্ভিস দলে রক্ষণভাগে সামাদ ও পুরোভাগে দিপু ও সরফুদ্দিনের খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হিসেবে দিপু পরিচিত হইলেও তার আক্রমণভাগের খেলা অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়েরা প্রথম এক গোলে অগ্রগামী থাকিয়াও দলীয় সমঝোতার অভাবে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে। খেলার তের মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট বাচ্চুর পাস হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। অব্যবহিত পরে ফায়ার সার্ভিস দলের সীতাংশু পায়ে ব্যথা পাইয়া সাময়িকভাবে মাঠ ত্যাগ করিলে আবুল নির্ভরতার সহিত গোল রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমার্ধে ভিক্টোরিয়া দল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। বিরতির চার মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ইন শরফুদ্দিনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড দিপু একটি গোল করিয়া খেলায় সমতা আনেন (১-১)। দ্বিতীয়ার্ধের একুশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট হাফ সামাদের লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড দিপুর দর্শনীয়ভাবে হেড করিয়া স্বীয় দলকে অগ্রগামী করার (২-১)। খেলা শেষ হইবার তিন মিনিট পূর্বে বিজিত দলের রাইট ইন ইউসুফের একটি তীব্র শট বারে লাগিয়া ফিরত আসে।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, মজিবর, আবুল, জলিল, বিমল, সামাদ, কালাম, দিপু, শরফুদ্দিন, আশরাফ, আমান।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : করিম, মঈন, আবদুল্লাহ, সাদেক, চুন্নু, লতিফ, বাচ্চু, ইউসুফ, আলী ইমাম, খালেদ, জানি।

রেফারি : জেত আলম।

দৈনিক আজাদ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

ওয়ারীর বিরুদ্ধে রেলওয়ে দলের ২-১ গোলে জয়লাভ

রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২ (আলিম, নুরুল্লাহ) **ওয়ারী ক্লাব-** ১ (নিশীথ)

স্টেডিয়ামে গতকাল বুধবার ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল (২-১) গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম পর্বে খেলায় ওয়ারী ক্লাব দল ৫-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের খেলোয়াড়েরা অপেক্ষকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিয়া খেলায় জয়লাভ করেন। পুরোভাগে সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমস ও রাইট আউট নুরুল্লাহর মধ্যে সমঝোতা তাহাদের খেলায় জয়লাভের সর্বাধিক সহায়তা করে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা নির্ভরতার পরিচয় দেন। গোলরক্ষক নির্ভরতার সহিত বিপক্ষ দলের কয়েকটি আক্রমণধারা প্রতিহত করেন। পক্ষান্তরে ওয়ারী ক্লাবের খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টায় অভাব পরিলক্ষিত হয়।

খেলার বিবরণ

উভয় পক্ষের খেলোয়াড়েরা এলোপাথাড়ি শটের সাহায্যে আলোচ্য দিনের খেলা শুরু করেন। খেলা ১৭ মিনিটের সময় রেলওয়ে দলের রাইট আউটের একটি তীব্র শটবারে লাগিয়া ফিরত আসে পরবর্তী মিনিটে রেলওয়ে দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড কৃতিত্বের দরুন রাইট ইন আলিম দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। খেলার ২৩ মিনিটের সময় রেলওয়ে দলেরর রাইট আউট নুরুল্লাহ সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমসের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। দুই মিনিট পর ওয়ারী ক্লাবের লেফট আউট রাইট আউটের নিকট হইতে একটি সুন্দর বল পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। বিরতির দশ মিনিট পর রেলওয়ে দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমসের একটি চমৎকার হেড ক্রস বারে লাগিয়া ফেরত আসে। অব্যবহিত পর ওয়ারী ক্লাবে লেফট আউট মাহমুদের একটি শট রেলদলের গোলরক্ষক নির্ভরতার সহিত ডাইভ দিয়া কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। খেলা শেষ হইবার দুই মিনিট পূর্বে বিজিত দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ একক প্রচেষ্টায় একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, হাফিজ, আনোয়ার, অমল, কানু, সাহেব খান, নুরুল্লাহ, মনোজ, জেমস, আলিম, ফজল।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, ইকবাল, নজর, শওকত, বেলাল, খলিল, ভুট্টু, আজিজ, নিশীথ, জামিল, হামিদ খান।

রেফারি : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

দৈনিক আজাদ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পিডব্লিউডি ও ফায়ার সার্ভিসের খেলা ড্র

ফায়ার সার্ভিস- ১ (আশরাফ) **পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব -** ১ (বাবুল)

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ও ফায়ার সার্ভিস দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত গতকাল বৃহস্পতিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগের খেলায় উভয় দল (১-১) গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টি করিয়া লইয়াছে। লীগের প্রথম পর্বে খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ২-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। খেলা দীর্ঘ ৭৫ মিনিট কাল উভয় দলের খেলোয়াড়েরা একটি উল্লেখযোগ্য আক্রমণ রচনা করিতে না পারায় খেলাটিতে তেমন কোনো প্রাণ সঞ্চার হয় নাই। পিডব্লিউডি দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা প্রথমার্ধে গোল করিবার অপেক্ষাকৃত অধিক

সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা দৃঢ়তার সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালক করেন। গোলরক্ষক মতিন নির্ভরতার পরিচয় দেন। ফায়ার সার্ভিস দলের খেলা আশানুরূপ উন্নত না হইলেও রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সমঝোতা বজায় থাকায় পাক পিডব্লিউডি দল সহজেই গোল করিতে সক্ষম হয় নাই। খেলার শেষ মুহূর্তে প্রয়োজনানুযায়ী আলোর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

খেলার বিবরণ

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলোচ্য দিনের নিষ্প্রাণ খেলাটি শুরু হয়। খেলার প্রথম মুহূর্তেই ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট আউট মনিরের একটি দর্শনীয় লব বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক পাঞ্চ করিয়া কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। পরবর্তী ১৫ মিনিটের মধ্যে পিডব্লিউডি দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার পরপর কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতির চার মিনিট পূর্বে ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ইন শরফুদ্দিনের পাস হইতে লেফট ইন আশরাফ তীব্র একটি হাফ ভলির সাহায্যে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। প্রথমার্ধে ফায়ার সার্ভিস দল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। বিরতির তিন মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট আউট আমানের একটি তীব্র শট পিডব্লিউডি দলের গোল রক্ষক মতিন নির্ভরতার সহিত প্রতিহত করেন। ৯ মিনিট পর পিডব্লিউডি দলের আবিদের পাস হইতে লেফট আউট বাবুল গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলায় সমতা আনেন (১-১)। দ্বিতীয়ার্ধে ২৩ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজার একটি চমৎকার শট ফায়ার সার্ভিস দলের গোলরক্ষক সিতাংশু কোনো রকমের আয়ত্তে আনায় একটি অবধারিত গোল নষ্ট হয়। খেলার অবশিষ্ট সময়ে উভয় দলে পুরোভাগে খেলোয়াড়েরা গোল করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হওয়ায় খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, মুজিবর, বিমল, জলিল, আলী আহমদ, সামাদ, মুনির, শরফুদ্দিন, দিপু, আশরাফ, আমান।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, মোহাম্মদ আলী, হামিদ, বিমল, ওয়াহেদ, ধীরেন, সাইফুল, সুজা, আবেদ, বাবুল।

রেফারি : জেড আলম।

দৈনিক আজাদ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

সুজার মৌসুমের তৃতীয় হ্যাট্রিক

একতরফা খেলায় ওয়ারীর বিরুদ্ধে পাক পিডব্লিউডি ৮-০ গোলে জয়লাভ

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব -৮ ওয়ারী ক্লাব- ০

(সুজা-৬, আবিদ-১, বাবুল-১)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শনিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগের একতরফা খেলায় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দল ৮-০ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড সুজা উপর্যুপরি তিনটি গোল করিয়া হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি মোট ছয়টি গোল করেন। প্রসঙ্গত : উল্লেখযোগ্য সুজার ইহা মৌসুমের তৃতীয় হ্যাট্রিক লাভ। লীগের প্রথম পর্বে খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ৩-১ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছিলো। পিচ্ছিল মাঠে আলোচ্য দিনের খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল অধিকাংশ সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেও পুরোভাগে খেলোয়াড়দের বিচক্ষণতার অভাবে আরও কয়েকটি গোল হইতে পিডব্লিউডি দল বঞ্চিত হয়। ওয়ারী ক্লাব খেলায় সর্বক্ষণ আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ায় বেশ কয়েকটি গোল করিবার সুযোগ নষ্ট হয়।

খেলার বিবরণ

খেলার নয় মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা একটি সরাসরি শট ওয়ারী দলের গোলরক্ষক প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হন (১-০)। পরবর্তী কুড়ি মিনিটে ওয়ারী ক্লাবের পুরো ভাগের খেলোয়াড়েরা গোলটি পরিশোধের বহু সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। খেলার ২৬ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা একক প্রচেষ্টায় স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন (২-০)। পাঁচ মিনিট পর পাক পিডব্লিউডি দলের সুজা রাইট আউট আবিদের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া তৃতীয় গোল করিয়া নিজস্ব হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন। বিরতির এগারো মিনিটের পর পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা আবিদের নিকট হইতে বল পাইয়া চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)। অব্যবহিত পর বিজয়ী দলের রাইট আউট আবিদ স্বীয় দলের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন (৫-০)। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটের সময় লেফট ইন বাবুল ষষ্ঠ গোলটি করেন (৬-০)। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা আরও একটি গোল করেন (৭-০)। অব্যবহিত পর সুজা পুনরায় একটি গোল করেন (৮-০)।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, মোহাম্মদ আলী, হামিদ, বিমল, ওয়াহেদ, সাইফুল, ধীরেন, সুজা, আবিদ, বাবুল।

ওয়ারী ক্লাব : খোকন, নুরুল ইসলাম, নজরু মোহাম্মদ, শওকত, বেলাল, খলিল, তপন চৌধুরী, বটু, নিশীথ, আজিজ, মাহমুদ।

দৈনিক আজাদ ১৪ অক্টোবর ১৯৬৭

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায়

ভিক্টোরিয়া দলের ৪-০ গোলে জয়লাভ

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ৪ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ০

(আলী ইমাম-২, ইউসুফ-১, আত্মঘাতী-১)

দীর্ঘদিন বিরতির পর গতকাল শুক্রবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগের খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ৪-০ গোলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন ভিক্টোরিয়া দলের বিরুদ্ধে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব আটজন খেলোয়াড়ে খেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা প্রথমার্ধে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ায় ভিক্টোরিয়া দলকে গোল করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। লীগের প্রথম পর্বের খেলায় উভয় দল অমিমাংসীতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছিলো। খেলা শুরু হইতে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গোল সীমানায় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেও ওয়ান্ডারার্স দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার দরুন দীর্ঘ সময়কাল গোল করার সম্ভবপর হয় নাই। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গোলরক্ষক শান্ত নির্ভরতার সহিত বিপক্ষ দলের পুরোভাগে খেলোয়াড়দের বহু আক্রমণধারা প্রতিহত করেন। প্রথমার্ধে তিনিশ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ইন ইউসুফের একটি শট ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের স্টপার নবী বক্স আয়ত্তে আনিতে গিয়া স্বীয় দলের পক্ষে গোল করেন (১-০)। প্রথমার্ধে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব এক গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড আলী ইমাম বিপক্ষ দলের গোল মুখে জটলা হইতে পরবর্তী গোলটি করেন (২-০)। অব্যবহিত পর ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের আলী ইমাম গোল করিবার একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ষোল মিনিটের সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সাদেকের একটি শট অল্পের জন্য বারের বাহিরে গিয়া চলিয়া যায়। তিন মিনিট পর ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট জানির পাস হইতে রাইট ইন ইউসুফ তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। খেলা শেষ হইবার এক মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের আলী ইমাম শেষ গোলটি করেন (৪-০)।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : করিম, আবদুল্লাহ, সাদেক, চুন্নু, মহসিন, লতিফ, বাচ্চু, ইউসুফ, আলী ইমাম, খালেদ, জানি।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রদান করে নাই।

রেফারি : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

চ্যাম্পিয়ন : ইপিআইডিসি

রানার্সআপ : ঢাকা মোহামেডান

১৯৬৭ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হল: ইপিআইডিসি, ঢাকা মোহামেডান, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব, ঢাকা পুলিশ এসি, ওয়ারী ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, ইপিজি প্রেস, রহমতগঞ্জ এম, এক, এস, ফায়ার সার্ভিস, সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী, রেলওয়ে পাইওনিয়ার।

১৯৬৭ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে যে খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবার নাম সংগ্রহ করা যায়নি। যাদের নাম সংগ্রহ করা গেছে তাদের নাম নিচে দেওয়া হল:

ইপিআইডিসি : হাকিম, আলিম, গফুর, আলী, হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, প্রতুল, আসলাম, হাশেম গাজী, জব্বার, টুলু, নুরুল আমিন, সাইফুদ্দিন, মোরশেদ, বদরুল, লাল মোহাম্মদ, এম জামান।

ঢাকা মোহামেডান : নুরুন্নবী, জহীর, তোরাব আলী, রফিক, রসুল বক্স, গফুর, কামাল, আবদুল্লাহ, হাফিজ, বসির, মুসা, জাকারিয়া পিন্টু, কাদের, জাফু, আশরাফ, প্রতাপ, শামসু।

(চলবে)

জাতীয় উশুতে নতুন চ্যাম্পিয়ন সেনাবাহিনী

ওমর ফারুক রুবেল

নতুন কমিটির তত্ত্বাবধানে দুই বছর পর অনুষ্ঠিত হলো ১৮তম জাতীয় উশু চ্যাম্পিয়নশিপ। এবারের প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনী, বিজিপি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বিকেএসপিসহ ২৮টি দলের প্রায় ৪১৮ জন ক্রীড়াবিদ, কোচ ও কর্মকর্তা অংশ নেন। পুরুষ ও নারী মিলিয়ে এবার ছিল ২৭টি স্বর্ণপদকের ইভেন্ট। এরমধ্যে সান্দা ফাইটে ১৯টি এবং তাওলুতে ৮টি ইভেন্ট। ১৬টি স্বর্ণ এবং চারটি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ জিতে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেই সঙ্গে উশুতে ১৬ বছরের রাজত্ব হারায় আনসার ও ভিডিপি। সাতটি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জ জিতে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ আনসার। তিনটি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ৭টি ব্রোঞ্জ জিতে তৃতীয় হয় দিনাজপুর জেলা। একটি স্বর্ণপদক জিতে চতুর্থ স্থান অর্জন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লী শাওপেং। এ সময় ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল আ স ম রিদওয়ানুর রহমান, উশুর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক দিলদার হাসান দিলু উপস্থিত ছিলেন। ২৩-২৭ জুলাই মিরপুর শহিদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি।

ফলাফল :

সান্দা পুরুষ

-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নয়ন শেখ স্বর্ণ, আনসারের জয় রনি রৌপ্য এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাকিবুল ইসলাম ও কুমিল্লার নাজিম উদ্দিন ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৫২ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের লিটন স্বর্ণ, বিকেএসপির রাব্বি হাসান রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর আবদুল মুকিত ও হবিগঞ্জের আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

-৫৬ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর সজিব হোসেন স্বর্ণ, বিকেএসপির রাব্বি হোসেন রৌপ্য এবং আনসারের আলফাজ আলী ও দিনাজপুরের আপন চন্দ্র রায় ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৬০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর মিলন আলী স্বর্ণ, ঠাকুরগাঁওয়ের মিলন আলী রৌপ্য এবং বিজিবির রফিকুল ইসলাম ও কিশোরগঞ্জের রোমান মিয়া ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণি : দিনাজপুরের কিশোর রায় স্বর্ণ, নারায়ণগঞ্জের আবদুল্লাহ আল মাহাদি রৌপ্য এবং চট্টগ্রাম জেলার রবিউল হোসেন ও চাঁদপুরের আবদুস সামি নিলয় ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৭০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর আজিজুল ইসলাম স্বর্ণ, আনসারের আবু রায়হান রৌপ্য এবং দিনাজপুরের জাহিদ হাসান ও ঢাকার মারুফ গাজী ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

-৭৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর রাকিব খন্দকার স্বর্ণ, আনসারের ভদ্র চন্দ্র রায় রৌপ্য এবং দিনাজপুরের জিমি রায় ও কুষ্টিয়ার সাজ্জাদ হোসেন ব্রোঞ্জ জিতেন।

-৮০ কেজি ওজন শ্রেণি : বিজিবির মনিরুল ইসলাম স্বর্ণ, চট্টগ্রাম জেলার আশরাফুল আলম রৌপ্য এবং আনসারের নাসির আলী ও কিশোরগঞ্জের রায়হান ফরাজি ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৮৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর সুকান্ত রায় স্বর্ণ, আনসারের সাদমান শরার রৌপ্য এবং হবিগঞ্জের মুজিবুল হক নাসির ও বিজিবির অনল প্রান্ত ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৯০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর মিজানুর রহমান স্বর্ণ, নেত্রকোনার তারেক খান রৌপ্য এবং চট্টগ্রাম জেলার আহনাফ আকিফ ও বিজিবির নাজমুল হোসেন ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

সান্দা মহিলা

-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের সালমা আক্তার স্বর্ণ, দিনাজপুরের শৈব্যা রায় রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর জুই রাণী রায় ও নারায়নগঞ্জের হামিদা পারভীন টগর ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৫২ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর জিন্নাত আক্তার স্বর্ণ, দিনাজপুরের তাসলিমা আক্তার রৌপ্য এবং হবিগঞ্জের শাহানা আক্তার ও কক্সবাজারের সেঁজুতি ইসলাম ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৫৬ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের শিখা খাতুন স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর প্রমা রানী রায় রৌপ্য এবং দিনাজপুরের লিপা রায় ও হবিগঞ্জের শারমিনা বেগম ব্রোঞ্জ জিতেন।

-৬০ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের সাকি আক্তার স্বর্ণ, চট্টগ্রামের জিন্নাত আক্তার রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর নুসরাত জাহান ও সিলেটের জান্নাত আরা ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর ফাহমিদা তাবাসসুম স্বর্ণ, আনসারের রিতা বিশ্বাস রৌপ্য এবং কক্সবাজারের ফাতেমা আক্তার ব্রোঞ্জ জেতেন।

-৭০ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের কচি রানী মন্ডল স্বর্ণ, চট্টগ্রামের প্রিমা নন্দী রৌপ্য এবং হবিগঞ্জের ফারিহা তাসনিম ও সিলেটের তাজিমা আক্তার ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৭৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর পারভীন খাতুন স্বর্ণ, ঢাকার লিজা আক্তার রৌপ্য এবং আনসারের ফাতেমা ও হবিগঞ্জে মরিয়ম বিনতে নিয়াজ ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৮০ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের সুমি আক্তার স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর ফরিদা পারভীন রৌপ্য এবং রাজশাহীর মিশি বিশ্বাস ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

-৮৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর আসমা আক্তার স্বর্ণ ও আনসারের বাসনা খন্দকার রৌপ্য জেতেন।

তাওলু ইভেন্ট

চেংকুয়ান (পুরুষ) : দিনাজপুরের ওমর ফারুক স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর রাহুল হোসেন রৌপ্য এবং আনসারের সাকিব হোসেন ব্রোঞ্জ জেতেন।

চেংকুয়ান (নারী) : সেনাবাহিনীর ফাতেমা খাতুন স্বর্ণ, রাজশাহীর অঞ্জু রানী রৌপ্য এবং আনসারের মমতাজ বেগম ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

নানকুয়ান+নানগুন (পুরুষ) : সেনাবাহিনীর আমিনুল ইসলাম তামিম স্বর্ণ, আনসারের নিরঞ্জন সাহা রৌপ্য এবং দিনাজপুরের আবদুল্লাহ আল সাদিক ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

নানকুয়ান-নানদাও (নারী) : আনসারের মর্জিনা আক্তার স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর পূজা রানী রৌপ্য এবং দিনাজপুরের সুশান্ত দাস চৈতী ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

দাওশু+গুংশু (পুরুষ) : সেনাবাহিনীর নাজমুল হাসান স্বর্ণ, আনসারের ফাহিম রৌপ্য এবং কক্সবাজারের রিয়াদ মোহাম্মদ ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

জিয়াংশু+কিয়াংশু (নারী) : সেনাবাহিনীর রাবিনা আক্তার মিম স্বর্ণ, সিলেটের মাহবুবা আহমেদ মারিয়া রৌপ্য এবং আনসারের নুরবাহার খানম ব্রোঞ্জ জেতেন।

তাইজিকুয়ান+তাইজিজিয়ান (পুরুষ) : সেনাবাহিনীর বিপ্লব রুদ্র, আনসারের রিয়াদ ফাহিম রৌপ্য এবং দিনাজপুরের আবদুল বাশার ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

তাইজিকুয়ান+তাইজিজিয়ান (নারী) : দিনাজপুরের রেহানা আক্তার স্বর্ণ, আনসারের দীপ্তি দাস চারু রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর কাজী ফাহমিদা নাজনিন ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

শব্দজট-৬৩১

তা	ন	ভী	র	ই	স	লা	ম	
স								সা
কি		মি	লি	আ	ক্তা	র		গ
ন								রি
আ	জি	জু	ল	হা	কি	ম		কা
হ								
মে	হে	দি	হা	সা	ন	মি	রা	জ
দ								
	হ	মি	দু	ল	ই	স	লা	ম

শব্দজট-৬৩২

১								
								২
	৩							
৪								
৫								
	৬							

শব্দজট-৬৩১ বিজয়ী

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬৩১ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আক্তাহ হোসেন, চরমোস্তাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ২। দোলন সরকার, প্রযত্নে-সরকার ভিলা, রোড-৬, বাড়ি-১৮, বড়ইতলা মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৩। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম- লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৪। আরিফুর রহমান খান, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা; ৫। কিলকিছ বেগম, বাসা-৪, রোড-১৬, ব্লক-ডি, মিরপুর-১২, ঢাকা; ৬। আমজাদ হোসেন, প্রযত্নে- মুন্সি বাড়ি, গ্রাম- মান্দারী, ডাকঘর-পাইরাবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ৭। শরিফুন নাহার, করিম রোড, নয়ানীগ্রাম, লালমোহন, ভোলা; ৮। আদিবা ইসলাম, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, ডাকঘর-বাকাডবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৯। রাফিয়া আক্তার লিজা, গ্রাম- দরবেশকাটা, ডাকঘর- মকবুলাবাদ, থানা- চকোরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ১০। উম্মে হাবিবা হিরা, মেজর মোহাম্মদ আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১১। রেহেনা বেগম, গ্রাম- আসমানিয়া, ডাকঘর- নারান্দিয়া, থানা- তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ১২। রাকিব হোসেন, গ্রাম- আলীসাহরদী, ডাকঘর- মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১৩। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৪। জান্নাত ফারজানা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১৫। নুর জাহান আক্তার স্বিবা, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১৬। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ১৭। এমএ মালেক, শিপ ইয়ার্ড, খুলনা; ১৮। রওশন আরা, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৯। মো. আসিফ আল মেহেদী হাসান, ৮৭/২ জিন্নপাড়া, মেইন রোড, শিপ ইয়ার্ড, খুলনা; ২০। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২১। হাসেন বানু, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২২। আহসান আনাম, প্রযত্নে- রহিম রহমান মার্কেট, আদর্শ পাড়া, বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ২৩। মো. সালাহউদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাকঘর- চৌমহনী, থানা-কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী;

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬৩২-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি

১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বাঁহাতি স্পিনার।
৩। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ এর আসরের সেরা গোলরক্ষক। ৪। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।
৫। বাংলাদেশ জাতীয় ওয়ানডে ক্রিকেট অধিনায়ক।
৬। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের মধ্যমাঠের ফুটবলার।

সূত্রঃ উপর-নিচ

১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার।
২। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ এর আসরের সেরা খেলোয়াড়।

শেখ মারুফ হাসান
সহকারি শিক্ষক, ফতেহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রামঃ শ্রীকণ্ঠপুর, পোঃ বাঁকাভবানীপুর, থানাঃ পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

‘বাংলাদেশকে হারিয়ে ইতালির হয়ে ইতিহাস গড়তে চাই’

মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম

একসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বয়সভিত্তিক ক্যাম্পে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সদস্য সৌম্য সরকার, তাইজুল ইসলামদের সাথে। সম্ভাবনাময় পেসার রাকিবুল হাসান খেলেছেন কুমিল্লা অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৮ দলের হয়ে। ২০০৮ সালে প্রতিনিধিত্ব করেন ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রের মত দলকেও। পরে ঢাকা প্রথম বিভাগেও খেলেছেন উত্তরা স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। এরপরই পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় বদলে দেয় তাঁর ভাগ্য। জীবিকার তাগিদে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নকে দূরে ঠেলে পাড়ি জমাতে হয় ইতালিতে। তবে ক্রিকেট যার রক্তে মিশে গেছে, তার জন্য ব্যাট-বল ছেড়ে দূরে থাকা তো অসম্ভবই। ভিনদেশে গিয়েও তাই নতুন করে ক্রিকেট ক্যারিয়ার গড়ায় মনোযোগ দেন রাকিবুল। বাংলাদেশের সাবেক এই ক্রিকেটারের নিবেদন বৃথা যায়নি। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ইতালি জাতীয় দল প্রথমবারের মতো টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা হবে ২০২৬ সালে। যিনি ইতালিয়ান ক্রিকেটকে দেখেছেন একদম শুরুর দিনগুলো থেকে, সেই রাকিবুলের জন্য এটি বিশেষ এক অর্জন। **সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম।**

একান্ত সাক্ষাৎকারে রাকিবুল জানিয়েছেন ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর বাংলাদেশ অধ্যায়, জীবনের সংগ্রাম, ইতালিতে নতুন করে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নের পেছনে ছোটা সহ নানা বিষয়ে।

প্রশ্ন : ইতালি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, অবশ্যই সেটা আপনার জন্য গর্বের ব্যাপার। তবে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত লড়াইয়ে আপনি ছিলেন না দলের সাথে। দেশটির দীর্ঘদিনের সাথী হয়েও দূর থেকে এটা দেখা কতোটা হতাশার ছিল?

রাকিবুল : হতাশার তো অবশ্যই। তবে আমার কাছে দলই সবার আগে। আমি খেলি বা না খেলি, ইতালি যে ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে, দিন শেষে এটাই কিন্তু আসল। ক্রিকেট তো দলগত খেলা, তাই কে খেলল আর কে খেলল না, সেটা বড় বিষয় না। তবে হ্যাঁ, দলের সাথে থেকে মুহূর্তটা যদি উদযাপন করতে পারতাম, অবশ্যই অনেক ভালো লাগত। কারণ, এই দলটার আজকের অবস্থানে আসার যাত্রায় শুরু থেকেই আমি ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনাকে ছাড়াই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে ইতালি। তাছাড়া দলে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেছে অনেক। বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?

রাকিবুল : আমি আশা ছেড়ে দেইনি আর সেটার কোনো কারণও নেই। সেই ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আমি ইতালির হয়ে দেশে-বিদেশে অনেক ম্যাচ খেলেছি। আমার পারফরম্যান্সই আমার হয়ে কথা বলবে। একটা সমস্যার কারণে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দলের সাথে থাকতে পারিনি। তবে তার মানে এই না যে, ওরা আমাকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থেকে ছুঁড়ে ফেলবে। আবার দলে ফেরা এবং বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকার ব্যাপারে পুরোপুরি আশাবাদী আছি। দেখা যাক কি হয়। তবে আমি হাল ছেড়ে দিব না।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নের যেখানে শুরু, সেই ইতালিতে আপনার ক্রিকেটার হওয়ার শুরু দিনগুলো কেমন ছিল?

রাকিবুল : এখানে একটা কথা বলতে চাই, ইতালিতে কিন্তু ক্রিকেট খেলা এতটা কঠিন না। অনেকে ভাবে যে, এখানে ক্রিকেট খেলা কেউ চিনে না, তাই হয়ত এখানে ক্রিকেট খেলা অনেক কঠিন কাজ। এটা ভুল। এখানে যে ঘরোয়া ক্রিকেট হয়, সেখানে খেলতে হলে খুব বেশি কিছু করতে হবে না আপনার। আপনার যদি কাগজপত্র ঠিক থাকে, তাহলে আপনি যেকোনো ক্লাবের হয়েই খেলতে পারবেন। প্রায় প্রতিটি শহরেই দুই-তিনটা করে ক্লাব আছে, তাই দল পাওয়া কঠিন হয় না।

প্রশ্ন : শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

রাকিবুল : এখানে বলে রাখা দরকার, আমি কিন্তু ইতালিতে এসেই কাজ পাইনি। নানা জটিলতার পর বেশ কিছুটা সময় আমাকে থাকতে হয়েছিল মানবাধিকার সংস্থার হোস্টেলে। তো সেখানে থাকার সময় বন্ধুদের সাথে সুযোগ পেলেই ক্রিকেট খেলতাম। সেই সূত্র ধরে বোলোনিয়ার একটি স্থানীয় টুর্নামেন্টে খেলতে যাই। সেখানে আমার পারফরম্যান্স মনে ধরে যায় বোলোনিয়া ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিনিধিদের। এরপর ওরা আমাকে দলে নেয়। সেখান থেকে ‘সেরি আ’ ক্রিকেট লিগ খেলে ধাপে ধাপে ইতালি জাতীয় দলেও ডাক পাই।

প্রশ্ন : ইতালিতে ক্লাবে দল পাওয়ার মত জাতীয় দলে ডাক পাওয়াটাও কী সহজ?

রাকিবুল : না। দুইটা একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। আমরা যারা ইতালিতেই থাকি, তাঁদের জন্য জাতীয় দলের হয়ে খেলাটা কিন্তু অনেক কঠিন ব্যাপার। বর্তমান দলের দিকেই যদি তাকান, আমিসহ মাত্র তিনজন আছে যারা ইতালিতে থাকে এবং এখানকার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে। ইতালি দলের মূল খেলোয়াড় যারা থাকে, তারা অন্যান্য দেশে বসবাস করে, সেখানেই খেলে। তাঁদের ইতালিয়ান পাসপোর্ট থাকায় ইতালি জাতীয় দলের হয়ে খেলতে সমস্যা হয় না। কিন্তু আমরা যারা ইতালিতে থাকি, তাঁদের জন্য কাজটা কঠিন। কয়েক হাজার ক্রিকেটার থেকে মাত্র তিন-চার জনের মধ্যে থাকাটা নিঃসন্দেহে অনেক চ্যালেঞ্জের।

প্রশ্ন : সেক্ষেত্রে ইতালির মত একটি দেশে ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার ইচ্ছাটা কেন হল? কারণ, আপনি যখন থেকে সেখানে খেলা শুরু করেন, তখন বিশ্বকাপে খেলার কথা তো চিন্তার বাইরেই ছিল। আর্থিক দিক থেকেও খুব একটা সমর্থন পাননি। এরপরও অনুপ্রেরণাটা কীভাবে পেলেন?

রাকিবুল : আপনি যা যা বলেছেন, আমি তাতে একমত। ইতালি যে ক্রিকেট খেলা হয়, তাঁদের যে একটা জাতীয় দলও আছে, একসময় মানুষ সেটাই জানত না। আর সেই

সময় থেকেই আমি এখানে খেলে আসছি। সত্যি বলতে ক্রিকেটে খেলে অনেক টাকা-পয়সা আয় করব, সেই চিন্তাটা ছিল না। তাই বলতে পারেন খেলাটার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থেকেই ইতালিতে আমার ঘরোয়া ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর জাতীয় দলে খেললাম, সামনে আমরা বিশ্বকাপেও খেলব, পেছন ফিরে এসব চিন্তা করলে খুব ভালো লাগা কাজ করে।

প্রশ্ন : একটু স্পষ্ট করে যদি বলতেন ইতালিয়ান ক্রিকেটে জাগরণে ভূমিকা রাখার এই ইচ্ছাটা কীভাবে পেলেন, তাও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মাথায় নিয়ে?

রাকিবুল : সেক্ষেত্রে বলতে হবে আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা, যারা একদম শুরুর দিকে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমিনুল ইসলাম বুলবুল, আকরাম খান, মোহাম্মদ রফিকরা যখন ক্রিকেট খেলতেন, তখন কিন্তু দেশে ফুটবলই ছিল এক নম্বর খেলা। বাংলাদেশ একদিন বিশ্বকাপ খেলবে, টেস্ট স্ট্যাটাস পাবে, এসব কিন্তু তাঁদের চিন্তায় ছিল না। ধাপে ধাপে বাংলাদেশ সেটা করার পর এখন তাঁরা ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস মানেই তাঁদের নাম চলে আসবে। বলতে পারেন ইতালির ক্রিকেটের ইতিহাসের শুরুর দিকের একজন হতে চেয়েছিলাম বলেই খুব বড় প্রত্যাশা না রেখে ক্রিকেট খেলতে শুরু করি এখানে।

প্রশ্ন : তাহলে এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তরটা আপনি দিতে পারবেন। ইতালিতে শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলেই কি জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব? আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে চাচ্ছি।

রাকিবুল : আসলে আমি যখন থেকে এখানে খেলি, তখন থেকে এখন চিত্র কিছুটা হলেও বদলেছে। তবে শুধু ক্রিকেট খেলে ইতালিতে টিকে থাকা সম্ভব না। আমাকেও কিন্তু একটা চাকরি করতে হয়। আমি এই বছরের শুরুতে হংকং সফরে দলের সাথে ছিলাম। সেখান থেকে ফিরে কাজে যোগ দেই। আর সেই কারণে হল্যান্ড (নেদারল্যান্ডস) সফরে দলের সাথে থাকতে পারিনি। কারণ তখন আমাকে ছুটি দেওয়া হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও তাই দলের সাথে থাকতে পারিনি। এভাবেই মানিয়ে নিয়ে ক্রিকেট খেলতে হয় আমাকে বা অন্য যারা আছে, তাঁদেরও। ইতালিতে আপনি ক্রিকেটকে একমাত্র পেশা হিসেবে নিতে পারবেন, সেই সময় এখনও হয়নি। তবে আমরা সামনে বিশ্বকাপ খেলব, আশা করি একটা পেশাদার স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে গেলে ভবিষ্যতে ইতালিতে খেলোয়াড়রা সারা বছর ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, অন্য চাকরি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ক্রিকেটার হিসেবে একটা সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার রেখে আপনার ইতালিতে যাওয়ার কারণটা কী ব্যক্তিগত নাকি পারিবারিক?

রাকিবুল : পারিবারিকই বলতে পারেন। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের সব দায়িত্ব চলে আসে আমার কাঁধে। আত্মীয়দের অনেকেই ইতালিতে থাকতেন সেই সময়ে। ২০১১ সালের দিকে তাই পাড়ি জমাই ইতালিতে।

প্রশ্ন : ইতালিতে যাওয়ার সময় ক্রিকেটার হওয়ার বাসনা না থাকলেও, বাংলাদেশে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয় পরে খুব কাজে দিয়েছে?

রাকিবুল : অবশ্যই। আমি কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেটেও খেলেছিলাম। ২০০৬ সালের দিকে প্রিমিয়ার লিগে খেলার জন্যই চুক্তিও হয়ে গিয়েছিল। তবে যে ক্লাবের হয়ে খেলার কথা ছিল, তবে তাঁদের আইনগত কিছু জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত আর খেলা হয়নি আমার। ইতালিতে আসার আগ পর্যন্ত আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছি এবং সেটা ভালো ভালো দলের হয়েই। ফলে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা নিয়েই কিন্তু এখানে আসি। এখানে ক্রিকেটার হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে খেলার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। হোক সেটা ইতালি, একটা দেশের জাতীয় দলের হয়ে খেলা অবশ্যই গর্বের ব্যাপার। তবে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব না করতে পারার আফসোস হয় না?

রাকিবুল : অবশ্যই হয়। তবে জীবনে সবসময় আপনি যা চাইবেন, সেটা তো হয় না। বাংলাদেশে ক্রিকেটের যে জনপ্রিয়তা আর জাতীয় দলে খেলার জন্য যে লড়াই করতে হয়, সেটা স্কিল থাকলে সবার পক্ষে নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় না। আমি যখন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতাম, তখন স্বপ্ন ছিল একদিন বাংলাদেশের হয়ে খেলব, সতীর্থ হিসেবে পাব সাকিব ভাই, তামিম ভাইদের। তবে বাস্তবতা মেনে নিয়েই ইতালিতে পাড়ি জমিয়েছি। বাংলাদেশের না হলেও ইতালি জাতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি, এটাও অনেক বড় ব্যাপার আমার জন্য।

প্রশ্ন : আগামী বিশ্বকাপে যেহেতু ইতালি গ্রুপ পর্বে খেলবে বাংলাদেশের সাথে, পেশাদার ক্রিকেটার হলেও মঞ্চটা কতটা আবেগি হবে আপনার জন্য?

রাকিবুল : আমি আসলে ওভাবে চিন্তা করি না। ইতালির হয়ে যখন থেকে খেলি, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখি একদিন আমরা বাংলাদেশের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলব। আমাদের মতো একটা দলের জন্য বাংলাদেশের সাথে খেলা অনেক বড় অর্জনই। সেদিক থেকে যদি বলি, ক্রিকেটার হিসেবে নিজের ও দলের জন্য খুব ভালোই লাগবে। তবে হ্যাঁ, কিছুটা আবেগি হতেও পারি। যত যাই বলি না কেন, ওই লাল-সবুজ জার্সিটার প্রতি একটা টান কাজ করেই সবসময়।

প্রশ্ন : সেটা সরিয়ে রেখে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটা ঐতিহাসিক জয়ের সাক্ষী নিশ্চয়ই হতে চাইবেন?

রাকিবুল : কেন নয়? সেটা হলে তো এই ঘটনা ইতালির ক্রিকেটে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় হবে। মাঠের ক্রিকেটে কোনো ছাড় নেই। আমি বাংলাদেশি, তবে জাতীয় দলে তো আমি ইতালির ক্রিকেটার। তাই ইতালিকে জেতানোই আমার কাছে শেষ কথা। বাংলাদেশকে হারিয়ে ইতালির হয়ে ইতিহাস গড়তে চাইব আমি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের এই দলে আপনার সাবেক সতীর্থদের কেউ আছেন?

রাকিবুল : আমি যাঁদের সাথে খেলেছিলাম ঘরোয়া ক্রিকেটে, তাঁদের অনেকেই নেই এখন। তবে সৌম্য (সরকার), তাইজুল (ইসলাম), (এনামুল হক) বিজয়, মুমিনুল হকরা আছে। বিকেএসপিতে একবার জাতীয় দলের একটা ক্যাম্প হয়েছিল। সেখানে আমরা সবাই ছিলাম। পায়ের চোটের কারণে আমি পরে আর সেখানে থাকতে পারিনি। তবে সেখান থেকে ওদের কয়েকজনের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক আছে আমাদের।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা কয়েকজন ক্রিকেটার, যেমন সাকিব-তামিমদের বিপক্ষে কখনও খেলেছেন বা তাঁদের সাথে দেখা হয়েছে?

রাকিবুল : কোনোটাই হয়নি। একটা সময় তো স্বপ্ন দেখতাম, তাঁদের সাথে আমিও বাংলাদেশের হয়ে খেলব। সেটা হয়নি, হয়ত ভাগ্যে ছিল না। তবে তাঁদের নিয়ে আমি অনেক গর্বিত। দেশের ক্রিকেটকে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে সাকিব আল হাসান। তিনি তো বাংলাদেশের ইতিহাসেরই সেরা ক্রিকেটার। তাঁর জনপ্রিয়তা যে কত, সেটা দেশের বাইরে না গেলে আপনি বুঝতে পারবেন না। ইতালিতে যাঁরা ক্রিকেটের খবরও রাখে না, তাঁরাও সাকিবকে চেনে। আমার নাম রাকিবুল, কিন্তু অনেকেই আমাকে সাকিবুল, সাকিব বলে ডাকে। কেউ কেউ বাংলাদেশ আর ক্রিকেট এই দুইটা শব্দ বললেই সাথে সাথে সাকিব আল হাসান বলে ফেলে। আমরা যাঁরা দেশের বাইরে থাকি, এটা শুনতেও অনেক গর্ব হয় যে আমাদের বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার এত বড় একজন তারকা হতে পেরেছেন। তিনি আমারও অনেক বড় অনুপ্রেরণার জায়গা।

প্রশ্ন : ক্যারিয়ার যখন শেষ করবেন, সেই সময়ে ইতালির ক্রিকেটের সাকিব হওয়ার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রয়েছে?

রাকিবুল : এভাবে বললে বাড়িয়ে বলা হবে। ইতালির ক্রিকেট আর বাংলাদেশের ক্রিকেটের অনেক ফারাক আছে। তাছাড়া সাকিব ভাইয়ের মতো উচ্চতায় তো বাংলাদেশেরই কেউ এখন পর্যন্ত যেতে পারেননি। বছরের পর বছর ধরে উনি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ছিলেন, বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সাথে কারোরই তুলনা চলে না। আমি শুধু নিজের জায়গা থেকে সেরাটা দিয়ে ইতালির ক্রিকেটে অবদান রাখতে চাই। আমার পারফরম্যান্সই বলে দিবে আমি ওদের ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারব কি না।

প্রশ্ন : মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ক্রীড়াজগতের পাঠকদের জন্য কোনো বার্তা দিতে চান?

রাকিবুল : আমি শুধু বলতে চাই আপনারা বাংলাদেশের ক্রিকেটকে আরও বেশি বেশি সমর্থন দিয়ে যাবেন। আর আমার জন্য, ইতালির ক্রিকেটের উন্নতির জন্য দোয়া করবেন।

ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা নিয়ে চেলসির উল্লাস।

রূপকথা নয়, চেলসিকথা!

রফিকুল ইসলাম কামাল

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম। প্রায় ৮২ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে সুঁচ ফেলার জায়গা নেই! এই উত্তাল তরঙ্গের ঢেউয়ে ভেসে ঝড় তুললো চেলসি। সেই ঝড়ে উড়ে গেল পিএসজি। মৌসুমের প্রবল প্রতাপশালী ফরাসি রূপকথা থামিয়ে ইংলিশ ক্লাবটি যেন নতুন এক রূপকথার জন্ম দিল, যেটিকে অনায়াসে 'চেলসিকথা' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়!

যে পিএসজি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মৌসুমের চারটি শিরোপা ঘরে তুলেছে, যারা রিয়াল মাদ্রিদের মতো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে ফাইনালে জায়গা করেছে, বাজির দর, বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণসহ সব মানদণ্ডে যারা প্রতিপক্ষের চেয়ে এগিয়ে বলেই অনুমিত ছিল, সেই পিএসজিকে ৩-০ গোলে ধরাশায়ী করে ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জেতা তো অন্য রকম এক রূপকথাই চেলসির জন্য! চেলসির অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে পিএসজির উড়ে যাওয়ার দিনটি ছিল গেল ১৪ জুলাই। জোড়া গোল করেন ইংলিশ উইঙ্গার কোল পালমার। আরেকটি গোল আসে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জোয়াও পেদ্রোর পা থেকে।

এবার কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে মাঠে গড়ায় ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০০০ সালে যেবার প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়, তখন এটির নাম ছিল ফিফা বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০০৬ সালে এসে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ নামধারণ করে। এবারের আগ অবধি এই আসরে সাতটি মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন ক্লাব অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো বাড়ানো হয় ক্লাবসংখ্যা, অংশ নেয় ৩২টি ক্লাব। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১২টি ক্লাব ছিল ইউরোপের। বাকিদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি, আফ্রিকা, এশিয়া এবং উত্তর-মধ্য আমেরিকা থেকে ৪টি করে ক্লাব লড়াইয়ে শামিল হয়। বাকি দুটি ক্লাবের মধ্যে একটি ছিল ওশেনিয়া মহাদেশের, অপরটি স্বাগতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের লিগ চ্যাম্পিন ক্লাব। চেলসি এর আগে একবার চ্যাম্পিয়ন, আরেকবার রানার-আপ হয়েছিল ক্লাব বিশ্বকাপে। এবার নিয়ে তাঁরা দুইবারের চ্যাম্পিয়ন। তবে সর্বোচ্চ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। আরেক স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই আসরে। পিএসজি এবারই প্রথমবারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছে।

পিএসজি যেভাবে ফাইনালে

ফরাসি লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ক্লাব বিশ্বকাপের ঠিক আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা ঘরে তুলে। ১ জুন ইন্টার মিলানকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে ৫-০ গোলে হারায় ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। সেই 'দানবীয়' পারফরম্যান্স তাঁরা ধরে রাখে ক্লাব বিশ্বকাপেও। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেন উসমান দেম্বেলেরা। অবশ্য পরের ম্যাচে অবিশ্বাস্যভাবে হোঁচট খায় তাঁরা, হেরে বসে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বতাফোগোর বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে পিএসজি।

লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামিকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে লুইস এনরিকের দল। সেখানে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ আটকাতে পারেনি তাঁদেরকে, ২-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে সেমি নিশ্চিত করে পিএসজি। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বিধ্বংসী রূপে দেখা দেয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়নরা। 'রয়েল' রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেন ফাবিয়ান রুইস-গঞ্জালো রামোসরা। প্রথমার্ধেই ৩ গোল খেয়ে হতভম্ব, হতচকিত রিয়াল পরের অর্ধে হজম করে আরেকটি।

চেলসির ফাইনাল যাত্রা

পিএসজির মতোই শিরোপা ছোঁয়ার আনন্দ নিয়েই ক্লাব বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু করে চেলসি। রিয়াল বেতিসকে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল ইংলিশ জায়ান্টরা। এরপর ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস এফসিকে ২-০ গোলে হারায় চেলসি। ঠিক পিএসজির মতোই দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে যায় তাঁরা এবং এখানেও প্রতিপক্ষ ব্রাজিলের ক্লাব! পিএসজির বেলায় ছিল বতাফোগো, চেলসির ক্ষেত্রে ফ্ল্যামেঙ্গো। ইংলিশদের বিস্ময় উপহার দিয়ে ৩-১ গোলে জয় তুলে নেয় দানিলোর ক্লাবটি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইএস তিউনিসকে কোনো সুযোগ দেয়নি এনজো মারেস্কার দল, ৩-০ গোলে জয় নিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে চেলসির কাছে পাত্তা পায়নি বেনফিকা। ৪-১ ব্যবধানে জয় পায় কোল পালমারের দল। কোয়ার্টারে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসকে ২-১ ব্যবধানে হারায় চেলসি। সেমিফাইনালে আরেক ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের মুখোমুখি হয় রিস জেমসের দল। ২ গোল দিয়ে এই বাধাও টপকে যায় চেলসি।

'চেলসিকথা'য় পিএসজির পতন

আমেরিকান র‍্যাপার দোজা ক্যাট কিংবা কলম্বিয়ান গায়ক জে বালভিন দারুণ জনপ্রিয়। তাঁরা যখন পারফর্ম করেন, ঝড় ওঠে দর্শকসারিতে। ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালের বিরতিতে, প্রথমার্ধ শেষে দর্শক বিনোদনের জন্য এ দুজন মঞ্চে পারফর্ম করেন। কিন্তু প্রায় ৮২ হাজার দর্শকের প্রায় অর্ধেকের মুখই ভার! নীল বেদনায় যেন তাঁরা আক্রান্ত! হবেনই না কেন! তাঁরা যে পিএসজির সমর্থক! আর ফাইনালে প্রথমার্ধ শেষেই যে চেলসি ৩-০ গোলে এগিয়ে! এ যে কল্পলোকের গল্প বাস্তব হয়ে ধরা দেওয়া! জগদ্বিখ্যাত রিয়াল মাদ্রিদকে সেমিফাইনালের প্রথমার্ধেই ৩ গোল দেওয়া পিএসজি কিংবা তাঁদের সমর্থকরা কী ভেবেছিলেন ফাইনালে এসে তাদের এই হতাশায় ন্যুজ হতে হবে!

পুরস্কার মঞ্চে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চেলসির খেলোয়াড়েরা।

ফাইনালে গোল করে সতীর্থদের সঙ্গে উল্লসিত পালমার (মধ্যখানে)।

এবারের আসরে ফাইনালের আগ অবধি মাত্র একটি গোল হজম করেছিল পিএসজি। বিপরীতে তাঁরা প্রতিপক্ষের জালে ১৬ বার আঘাত হানার আনন্দে মাতে। সেই পিএসজি ফাইনালে এসে চেলসির অবিশ্বাস্য বাস্তবতায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কোল পালমার নামের ২৩ বছর বয়সী এক তরুণের পায়ের মোহনীয়তায় থমকে যায় ফরাসি শিবির। নিজে জোড়া গোল করার পাশাপাশি অপর গোলে অ্যাসিস্ট করে ফরাসি সৌরভ কেড়ে নিয়ে ইংলিশ শিবিরে ছড়িয়ে দেন পালমার।

ফাইনালের ২২ মিনিটে এগিয়ে যায় চেলসি। গোলরক্ষকের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েন মালো গিস্তো। কিন্তু ডিফেন্সে প্রতিহত হয়ে তিনি বল দেন পালমারকে। বাঁ পায়ের নিচু শটে জাল কাঁপিয়ে দেন ইংলিশ উইঙ্গার। আট মিনিট পরে ফের গোল উৎসবে মাতে চেলসি। ডিফেন্ডার লিভাই কলউইল নিজেদের অর্ধ থেকে উঁচু করে বল বাড়ান পালমারের দিকে। বল ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, জায়গা করে নিয়ে ফের বাঁ পায়ের নিচু শটে দুজনের মাঝ দিয়ে পিএসজি গোলরক্ষক দোন্নারুম্মাকে পরাস্ত করেন পালমার। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে পিএসজি। সেটা কাটিয়ে ওঠার আগেই আরেকবার পিছিয়ে পড়েন উসমান দেম্বেলেরা। ৪৩ মিনিটে পালমারের পাস থেকে বক্সে বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার পেদ্রো।

চেলসির রূপকথায় ধরাশায়ী পিএসজি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালায়। দেম্বেলে, ভিতিনিয়াদের সামনে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়ান চেলসি গোলরক্ষক রবার্ট সানচেজ। পিএসজির ৮ শটের ৬টিই ছিল লক্ষ্যে; সবকটি দারুণ ক্ষিপ্রতায় সেভ করেন সানচেজ। দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল পায়নি চেলসি; গোলের জন্য মরিয়া ভাবও তাঁদের মধ্যে তখন ছিল না! শেষাবধি ৩-০ ব্যবধানে জয়ের উচ্ছ্বাসে মাতে ইংলিশ জায়ান্টরা।

এ মৌসুমে দুটি শিরোপা জয় করেছে চেলসি। গেল মে মাসে কনফারেন্স লিগের পর এবার ক্লাব বিশ্বকাপ। এ দুই শিরোপায় বড় ভূমিকা কোল পালমারের। কনফারেন্স লিগের ফাইনালেও জোড়া গোল করেছিলেন এই উইঙ্গার! স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত এই তরুণ। কিন্তু শুধু গোল করার আনন্দে নয়, তাঁর উচ্ছ্বাসের বড় কারণ সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে পারায়! ফাইনালের আগে সবাই যেভাবে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ধরে নিচ্ছিল, সেই ব্যাপারটি মনে রেখে ফাইনাল শেষে পালমার বলেন, 'দুর্দান্ত! দারুণ অনুভূতি। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে এ কারণে যে ম্যাচের আগে সবাই আমাদেরকে নিয়ে সন্দেহে ছিল। কিন্তু আমরা নিজেদের সামর্থ্য জানতাম। তাই এভাবে খেলতে পেরে ভালো লাগছে।'

যাদের হাতে পুরস্কার

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল জয় কেবল দলগত অর্জনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যক্তিগত অর্জনের জন্যও ছিল পুরস্কার। ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় কোল পালমারের হাতেই ওঠে আসরসেরা খেলোয়াড়ের গোল্ডেন বল পুরস্কার। ফাইনালে দুই গোলের আগে কোয়ার্টারে পালমেইরাসকে হারানোর ম্যাচেও একটি গোল করেন পালমার। সঙ্গে ফাইনালের অ্যাসিস্ট। গোল্ডেন বল পেতে তাই পালমার এগিয়েই ছিলেন। পিএসজির ভিতিনিয়া পেয়েছেন সিলভার বল, চেলসিরময়েজেস কাইসেদো ব্রোঞ্জ বল।

আসরে সর্বোচ্চ ৪টি করে গোল করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের গঞ্জালো গার্সিয়া, বেনফিকার আনহেল ডি মারিয়া, আল হিলালের মার্কোস লিওনার্দো এবং ডর্টমুন্ডের সেরহু গিরাসি। গোল্ডেন বুট পুরস্কার পান গার্সিয়া। বাকিরা কেবল গোল করলেও একটি অ্যাসিস্ট থাকায় গার্সিয়া পুরস্কারের মালিকানা পেয়ে যান। ফাইনালে অসাধারণ পারফর্ম করা চেলসি গোলকিপার রবার্ট সানচেজের ঝুলিতে যায় গোল্ডেন গ্লোভ পুরস্কার। পিএসজির দেজিরে দুয়ে জিতেছেন সেরা উদীয়মানের পুরস্কার।

টাকার ছড়াছড়ি

২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার, যা বর্তমান সময়ের হিসেবে প্রায় ৫১১ কোটি টাকা। এবার ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে চেলসি এর প্রায় দ্বিগুণ অর্থ পুরস্কার পেয়েছে! চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তাদের ভাগে পড়েছে ১১ কোটি ৩০ ডলার বা ১ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা! অবশ্য এই অঙ্কের সবটাই তাঁদের চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার নয়। এর মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লাখ ডলার তাঁরা পেয়েছে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ বাবদ। গ্রুপ থেকে শেষ ষোলো, এরপর কোয়ার্টার....এভাবে ধাপে ধাপে এগোনোর পুরস্কার হিসেবে তাঁরা পেয়েছে ৪ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। শুধু ফাইনাল জেতায় ৪ কোটি ডলার পায় চেলসি।

রানার্সআপ পিএসজিও পিছিয়ে ছিল না অর্থ পুরস্কার প্রাপ্তিতে। সবমিলিয়ে তাঁরা পেয়েছে ১০ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ অর্থ পুরস্কার পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ-৮ কোটি ৯৭ লাখ ডলার। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স ৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার নিয়ে চতুর্থ।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপদের পুরস্কার তুলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

এবং অঘটন

পুরো মৌসুমে রাজত্ব করে এসে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পা হড়কে যাবে, ভাবতে পারেনি পিএসজি। রীতিমতো আকাশে উড়ছিল তাঁরা। সেখান থেকে বিধ্বস্ত হওয়ার মতো পতন যেন মানতেই পারছিলেন না ফরাসি ক্লাবটির কোচ, খেলোয়াড়েরা। ফাইনালের শেষদিকে এর রেশ দেখা যায়। ম্যাচের যখন মিনিট পাঁচেক বাকি, সে সময়ে চেলসির মার্ক কুকুরেইয়ার চুল ধরে টানাটানি শুরু করেন পিএসজির মিডফিল্ডার জোয়াও নেভেস। ফলাফল লাল কার্ড!

ম্যাচ শেষে প্রবল উত্তেজনা ছুঁয়ে যায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। তাতে জড়িয়ে পড়েন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকেও। পিএসজির জোয়াও পেদ্রোর মুখে আঘাত করে বসেন তিনি! পরে অন্যরা তাঁকে সরিয়ে নেন। অবশ্য পরে আঘাতের অভিযোগ অস্বীকার করেন এনরিকে। তিনি নাকি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সরিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু লাইভ টেলিকাস্টে লাখো কোটি চোখ, যা দেখার তা তো দেখেই নিয়েছে!

বাঁ থেকে-গোল্ডেন বল জয়ী কোল পালমার, গোল্ডেন গ্লোভ জয়ী সানচেজ ও সেরা উদীয়মান দেজিরে দুয়ে।

ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মো. সারোয়ার কবির

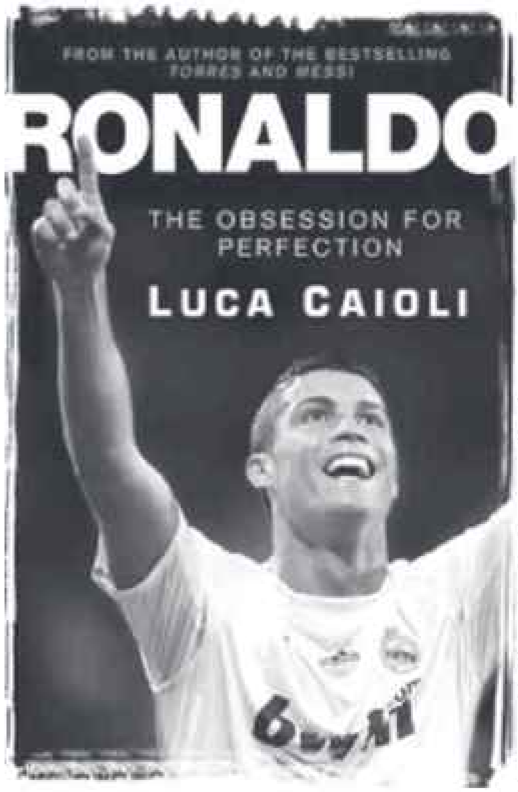

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যদিকে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে থেকেই কোনো কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক রোনালদোকে তুলনা করছিলেন ইতালির পাগানো এবং আর্জেন্টিনার রিভাসের সঙ্গে। তাঁরা বলছিলেন, তিনজনের কেউ যদি ফাইনাল ম্যাচে খেলার সুযোগ পায়, তাহলে সেটাই হবে তাঁদের সেরা পুরস্কার। কেননা প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে নাম লেখাতে পারবেন। আর তাঁদের কথার সঙ্গে তাল রেখেই রোনালদো এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন, 'টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়াটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টিমকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়া। সেই ক্ষমতা আমাদের আছে এবং আমরাই ট্রফি জিতব।'

১৯৯২ এবং ২০০১ সালে পর্তুগাল এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতেছিল। সেবার তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জিতে তাঁরা তুলোন ছেড়েছিল। ফাইনাল ম্যাচে ইতালিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। এই জয়ের পেছনে ছিল দলের অনবদ্য অল-রাউন্ড পারফরম্যান্স এবং তাঁদের মধ্যমণি ছিলেন লিসবন স্পোর্টিং-এর ২৮ নম্বর জার্সিধারী রোনালদো। খেলার পর সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন 'এখানে যা করতে আমি এসেছিলাম, সেটা করেছি। গেল তিন খেলার মধ্যে তৃতীয় ম্যাচটিতে আমি বেশ ভালো খেলেছি। তবে আগের দুটি খেলার কিছুটা ক্লান্ত বোধ করছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, অল্প সময়ের মধ্যে এত ম্যাচ খেলতে হলে কিছু খেলায় এমনটা হয়ে থাকে।'

প্রতিটি জাতীয় দলে খেলার সময় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দেখা গেছে, সব সময় বয়সে বড় সতীর্থ খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেছেন। যখন তাঁর বয়স ১৪ তখন তিনি খেলেছেন অনূর্ধ্ব-১৫ দলে এবং ষোল বছর বয়সে খেলেছেন অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে। তুলোনে অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টে খেলতে আসেন ১৮ বছর বয়সে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচ ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। পর্তুগিজ কোচ রুই কাকাদোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অ্যাটাকিং ফর্মেশনে তাঁর দলকে খেলাবেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। তিনি ভ্যানিকে রাখলেন মাঝখানে, দুই উইং বা দুই পাশে রাখলেন রোনালদো এবং লরেনকোকে। হুগো আলমেইদাকে দিলেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্সে ফাঁক বের করার ভার। প্রথম ১০ মিনিটে পর্তুগাল খুব সতর্কভাবে প্রতিপক্ষকে পর্যবেক্ষণ করে। তারপরে শাণ দিতে থাকে আক্রমণে। যদিও তিন গোল পেতে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। পর্তুগিজ তরুণ খেলোয়াড়রা অনেক ভালো খেলে ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে। দলের পক্ষে ক্রিস্টিয়ানো করেন তৃতীয় গোলটি। সেই গোল দেখে শুধু তাঁর জাতীয় দলের কর্মকর্তারাই উল্লসিত হননি, তুলোনে ফুটবল উৎসব উপলক্ষে জড়ো হওয়া বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্লাবগুলোর কোচদের অভিভূত করে। এসব কোচ সেখানে গিয়েছিলেন তরুণ ফুটবল প্রতিভার সন্ধানে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বার্সিলোনার জুয়ান মার্তিনেস ভিলাসেকা। রোনালদোর দক্ষতা দেখে তিনি বলেন, 'এ তো এক দারুণ খেলোয়াড়। মাঠে তাঁর খেলার ধরন অভিনব। এতে বোঝা যায় ছেলেটি সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়। যদি কেরিয়ার গড়তে আগ্রহী হয়, একদিন দেখা যাবে সে ইউরোপীয় টপ ক্লাবগুলোর কোনো একটিতে খেলছে। খুব বেশিদিন লাগবে না ছেলেটির পক্ষে পর্তুগালের সেরা খেলোয়াড়দের একজন হতে। আর এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

তবে তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো শক্তিধর ফুটবল জগতের কাছে বেশি দিন অজ্ঞাত ছিলেন না। ভিলাসেকা একমাত্র কোচ ছিলেন না যিনি তাঁকে উঁচু স্থানে বসিয়ে ছিলেন। ইউরোপের বড় বড় ফুটবল ক্লাব কর্মকর্তাদেরও নজরে পড়েন রোনালদো। আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, চেলসি, জুভেন্টাস পারমা, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, বারকা এবং ভ্যালেন্সিয়ার মতো ক্লাবগুলো মেদেইরা থেকে উঠে আসা এই তরুণের প্রতি আগ্রহ দেখাতে থাকে।

আর্সেনালের ম্যানেজার আরসেন ওয়েঙ্গার তুলোনের ফুটবল উৎসব শুরু হওয়ার আগেই ব্যক্তিগতভাবে রোনালদো এবং তাঁর মাকে লন্ডন সফরের আমন্ত্রণ জানান। উদ্দেশ্য তাঁদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া লন্ডনের ক্লাবটি দেখানো এবং স্ট্রাইকার থিয়েরি অঁরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া। অঁরি আগাগোড়া রোনালদোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। রোনালদোর লিসবনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চলে। তবে কোচ ওয়েঙ্গার তাকে দলে টানার ব্যাপারে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে বলেন। অন্যদিকে ইতালির ক্লাব ইন্টার মিলানও ক্রিস্টিয়ানো সম্পর্কে একই রকম মনোভাব পোষণ করে। ক্লাবটির পক্ষ থেকে রোনালদোর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে আরও কিছু সময় লিসবনেই থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। ইন্টার মিলানের কোচ ছিলেন ইন্টার মিলান এবং বারকার সাবেক মিডফিল্ডার এবং ১৯৬০ সালে ব্যালন ডি' আর বিজয়ী লুই সুয়ারেজ। তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিলেন, স্পোর্টিং লিসবনের যুব একাডেমিতে সত্যিকার অর্থে চমকে দেওয়ার মতো একজন ভালো খেলোয়াড় রয়েছে। এরপর স্পোর্টিং-এর প্রথম টিমে অভিষেক ম্যাচসহ রোনালদোর দুই-একটা খেলা দেখে সুয়ারেজ সন্তুষ্ট হন এবং রোনালদো পরিবারের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলবেন বলে জানান। একথা রটেছিল যে স্পেনের ক্লাব ভ্যালেন্সিয়া ক্রিস্টিয়ানোর জন্য ৫০ কোটি পেস্তা (পর্তুগালের মুদ্রা) টেবিলে রেখেছিল। অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এই তরুণ খেলোয়াড়কে দলে ভিড়ানোর জন্য একটি চুক্তির চেষ্টা চালিয়েছিল বলে স্পেনের গণমাধ্যমে সংবাদ বেরোয়। ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। ওই ক্লাবের ম্যানেজার জেরার্ড হুইলার এই মাদেইরান রত্নকে ফ্রান্সের ওপর দিয়ে উড়িয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন রোনালদো হলেন ফুটবলে নতুন পর্তুগিজ দৈত্য। ওর খেলা দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাঁর মনে, এ হলো ইউরোপের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ ফুটবলারদের একজন। তিনি রোনালদোকে তাঁর দলে আনার উদ্যোগ নেন। সে সময় সংবাদপত্রে এই গুঞ্জন চলছিল যে তাঁদের একজন খেলোয়াড় এবং ৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে রোনালদোকে পেতে চায় লিভারপুল। লিভারপুলের প্রতিনিধি স্পোর্টিং

লিসবনের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় সেরে ফেলেছিল– ২৮ নম্বর জার্সিধারী বিটলসের জন্মস্থানে নিয়ে যেতে। কিন্তু রোনালদোর ইচ্ছা ছিল ইংলিশ ফুটবল লিগের বদলে স্পেনিশ ক্লাবে খেলার। যদিও এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'লিভারপুল হলো এক শীর্ষস্থানীয় ইংলিশ ক্লাব। তাঁদের পক্ষে খেলা যেকোনো খেলোয়াড়ের কাছে স্বপ্ন।' তবে রোনালদো জানিয়ে দেন, এত তাড়াতাড়ি স্পোর্টিং লিসবনকে ছেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তুলোনে প্রতিযোগিতা চলার সময় গণমাধ্যমের কাছে অজানা ছিল না, ১৮ বছর বয়সী রোনালদোর প্রতি ক্লাবগুলোর নজর কতটা প্রখর। এ প্রসঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকরা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে চাইলে ক্রিস্টিয়ানো বলেন, 'এসবে আমি কোনো চাপ বোধ করি না। আমি বেশ পুলকিত হই যখন দেখি বড় বড় ক্লাব আমার দিকে নজর দিচ্ছে। এটা আমাকে শক্তি বাড়াতে এবং প্রতিদিন খেলায় ইম্প্রোভ করতে উৎসাহিত করে। তবে আমি এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাবের সঙ্গে কথা বলিনি এবং কেউ স্পোর্টিং লিসবনকে কংক্রিট অফার দেয়নি। আমি জানি, এসব কথার বেশির ভাগই গণমাধ্যমের রটানো, এখন আমার সঠিক কাজটা হবে দলকে ফাইনালে তোলা এবং বিজয়ী হতে সাহায্য করা। এখন সেদিকেই আমার পুরো মনোযোগ।'

আর সেই মনোযোগের প্রতিফলন ঘটলো আর্জেন্টিনার বিপক্ষে উইংগার হিসেবে রোনালদোর অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে। খেলার অনেকেই আর্জেন্টিনাকেই সবদিক থেকেই ফেভারিট বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু মাঠে দেখা গেল ভিন্ন রূপ– মাসচেরানোর দলকে পর্তুগাল ৩-০ গোলে কুপোকাত করে ছাড়ে। তবে জাপানের বিপক্ষে পরের ম্যাচে যা ঘটল, সেটা ছিল অপ্রত্যাশিত। পর্তুগিজরা ধরে নেয় আগের খেলায় তাঁরা সবচেয়ে কঠিন বাধা পেরিয়ে এসেছে, তাই জাপানিদের বিপক্ষে হাল্কা মেজাজে গাছাড়া ভাব নিয়ে খেলছিল, ফলে ০-১ গোলে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাঁদের মাঠ ছাড়তে হয়। খেলার পর রোনালদো মন্তব্য করেন, 'আগের দুই ম্যাচের মতো আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারিনি এবং গোলের অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। এখন আমাদের কাজ হলো তুরস্ককে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখা।' যেমন কথা তেমনই কাজ। পরবর্তী খেলায় দেখা গেল পর্তুগিজদের দাপটের সামনে তুর্কিরা কোণঠাসা। নুনো ভিভিইরোস এবং ড্যানির দেওয়া দুই গোলের জয় নিয়ে তাঁরা টুর্নামেন্টের ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

উইকএন্ডে; অর্থাৎ শনিবার ছিল ফাইনাল ম্যাচ। সেদিন পর্তুগিজ সংবাদপত্র রেকর্ড শিরোনাম করেছিল 'স্পাগেত্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট বিজয়'। পর্তুগিজ কোচ আগের রাতে তাঁর অধীনে ২০ জন খেলোয়াড়কে চাপমুক্ত রাখার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার জন্য তাঁরা হোটেলের বিরক্তিকর খাবারের অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাঁদের গন্তব্য ছিল ম্যাগডোনাল্ড'স। বিখ্যাত বার্গারের দোকান। সেখানে গিয়ে খেলোয়াড়রা মনের খুশিতে খেয়ে আসে। যদিও পরের দিন তাঁদের জন্য মাঠের খেলাটা আগের রাতের মতো স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। পুরো ৯০ মিনিট ছিল উত্তেজনায় ঠাসা এবং পর্তুগিজদের জন্য যথেষ্ট বেদনাদায়ক। মাত্র ২৫ মিনিটের মাথায় হুগো আলমেইদা ফাউল করে সরাসরি লালকার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে তাঁরা ১০ জনের দলে পরিণত হয়। সেই সুযোগে নীল জার্সি গায়ে প্রতিপক্ষ মাঠে সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে। খেলা ০-০ গোলে যখন বিরতির দিকে এগোচ্ছিল, প্রেদ্রো রিবাইরোকে ফাউল করে ইতালির বোভো লালকার্ড দেখলে দুই দলের খেলোয়াড় সংখ্যা আবার সমান হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার পর স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইতালির খেলোয়াড়রা বেশ সতেজ– তাঁদের দম তুলনামূলক বেশি। এটা ছিল পোল্যান্ডের সঙ্গে শেষ ম্যাচ খেলার পর অতিরিক্ত ২৪ ঘণ্টা বিশ্রাম পাওয়ার সুফল। নীল জার্সিধারীরা মাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং খেলার ৬৭ মিনিটের মাথায় পাল্টা এক আক্রমণ থেকে ফ্রানেস্কো রাউপোলো গোল করে ইতালিকে এগিয়ে দেন। তাঁদের শক্ত ডিফেন্স ভেঙে পর্তুগালের সমতা ফিরিয়ে আনাটা বেশ কঠিন বলে দৃশ্যমান হচ্ছিল। তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিল ম্যাচের ফলাফল নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল ভুল। খেলার শেষ বাঁশি বাজতে ১০ মিনিট বাকি, এমন সময় পর্তুগাল দলে পরিবর্তন। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তাদের দুজন খেলোয়াড় মাঠে নামে। তার মধ্যে জোয়া পাইভা বল পেয়েই গোল দিয়ে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। পাঁচ মিনিট পর ড্যানি বিপক্ষের খেলোয়াড়ের কাছে থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে কোনো গাফিলতি করেননি, বল সোজা জালে পাঠিয়ে পর্তুগালকে এগিয়ে নেন। এরপর ইনজুরি টাইমে পাইভা আরেক গোল করতে পর্তুগাল ৩-১ বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে। বিজয়ী দলের তোলা সেদিনকার ফটোতে দেখা যায়, খালি গায়ে রোনালদো। তবে এখনকার মতো মাসল তাঁর শরীরে তখনো দেখা যায়নি। অনেকটা রোগা-পাতলা রোনালদো বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। বাঁ-হাতে ধরে একটা নীল শার্ট দোলাচ্ছিল– বিজয়ের প্রতীক হিসেবে। ওই ম্যাচ সম্পর্কে ক্রিস্টিয়ানো বলেন, 'এটা ছিল এক কঠিন ম্যাচ। আমরা সত্যিকারের এক ভালো টিমের বিপক্ষে খেলেছিলাম, যারা আমাদের জন্য একরাশ সমস্যা রচনা করছিল। আমরা আগে থেকেই জানতাম, ইতালিয়ানরা খুবই শক্তিশালী টিম। আমরাও ভালো খেলেছি। আমরা গোটা টুর্নামেন্টের মধ্যে কিছু সেরা পারফরম্যান্স সেদিন দেখিয়েছিলাম।'

তুলোন থেকে তৃতীয়বারের মতো শিরোপা অর্জনের সাফল্যে পুর্তগিজ গণমাধ্যমে সেবার অনূর্ধ্ব-২০ স্কোয়াডটিকে নিয়ে প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়। ফিগো এবং রুই কস্তার মতো তারকা খেলোয়াড়রা তাঁদের অভিনন্দন জানান। লিসবনে প্রত্যাবর্তনের সময় বিজয়ী দলকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পোর্তেলা বিমানবন্দরে উপচে পড়া ফুটবল অনুরাগীরা উল্লাস ধ্বনি দিতে থাকে। কিন্তু পুর্তগিজ দলের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছিলেন না। তিনি তখন ফ্রান্সে অবস্থান করেছিলেন তাঁর মা এবং এক বোনের সঙ্গে ছুটি কাটানোর জন্য। কয়েক দিন ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে কাটিয়ে তাঁরা প্যারিস ভ্রমণে যান। সেখান থেকে স্বদেশে ফেরার কিছুদিন পর, ৬ আগস্টে স্পোর্টিং লিসবনের সঙ্গে প্রীতিম্যাচ খেলতে আসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর সেই ম্যাচের ফলশ্রুতিতে রোনালদোর জীবন এমন মোড় নেয়– যা ছিল সত্যিই অভাবনীয়।

'চেয়েছিলাম ২৮ নম্বর জার্সি পরতে, কিন্তু আমি তো বসের মতের বাইরে যেতে পারি না'। স্পোর্টিং লিসবন বনাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের রাতেই রোনালদোকে নিয়ে দুই ক্লাবের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলার জন্য ১৫ মিলিয়ন ইউরো বা ১৫ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ডের বিনিময়ে রোনালদোকে ছেড়ে দিতে স্পোর্টিং রাজি হয়। ইউনাইটেডের কোচ অ্যালেক্স ফারগুশন, স্পোর্টিং-এর ফাইনান্সিয়াল পরিচালক সিমোস আলমেইদা এবং ক্রিস্টিয়ানোর এজেন্ট জর্জ মেন্দেস চুক্তির ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। শুধু খেলোয়াড় হিসেবে তখন রোনালদোর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেওয়াটা বাকি ছিল। যদিও খেলার আগেই রোনালদো নিশ্চিত হয়েছিল, তাঁর ভাগ্য রেড ডেভিলদের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেছে। তবে প্রীতিম্যাচের পর চুক্তির কথা প্রায় এক সপ্তাহ গোপন রাখা হয়। ২০০৩ সালের ১২ আগস্ট তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এর আগে চুক্তি নিয়ে গুঞ্জন উঠলেও দুইপক্ষই তা অস্বীকার করে আসছিল। আসলে চুক্তির কথা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ না করার কারণ ছিল, স্পোর্টিং লিসবনের নতুন স্টেডিয়াম উদ্বোধনকে ঘিরে ফুটবল অনুরাগীদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা চলছিল, সেটা যাতে মাটি হয়ে না যায়।

ত্রয়োদশ আলভালাদে দ্য লায়ন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয় স্থাপত্যবিদ টমাস ভাভেইরার নেতৃত্বে। উয়েফা ইউরো ২০০৪ টুর্নামেন্ট উপলক্ষে সেটা নির্মিত হয়েছিল। সে বছর ইউরো ফুটবলের স্বাগতিক দেশ ছিল পর্তুগাল। স্পোর্টিং লিসবন বনাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রীতি ম্যাচটির মাধ্যমেই স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। ফুটবলের নতুন মাঠে ম্যাচটিকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহের বড় কারণ ছিল, রোনালদোর খেলা দেখা। রাত পৌনে নয়টায় বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর্দা উঠে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে দুই দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামে। স্টেডিয়ামের কোনো আসন শূন্য ছিল না। সবুজ ও সাদা ডোরাকাটা ২৮ নম্বর জার্সি গায়ে রোনালদো খেলতে নামেন।

(চলবে)

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

রাজধানী ঢাকা থেকে দূরের জেলা হলেও দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মানচিত্রে বিশেষ অবস্থান কুড়িগ্রামের। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর অলিম্পিক। অলিম্পিয়ান ফৌজিয়া হুদা জুইয়ের বেড়ে উঠা কুড়িগ্রাম থেকেই। ক্রীড়াবিদ তুলে আনা ও জেলার খেলাধুলা আয়োজনে বছরের পর বছর নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা।

ফৌজিয়া হুদা জুই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক প্রতিষ্ঠিত নাম। সাবেক দ্রুততম মানবী এখন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচ। দক্ষতা ও যোগ্যতার মাধ্যমে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলে কাজ করছেন। জুই ক্রীড়াঙ্গনে আসার পেছনে গল্প বললেন এভাবে, 'রাজু ভাইয়ের মাধ্যমে আমার অ্যাথলেটিকস ও ক্রীড়াঙ্গনে আসা। তিনি কুড়িগ্রামের অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। তাঁর কারণেই আমার আজ ক্রীড়াঙ্গনে জুই হয়ে ওঠা। লাইজু চাচা (জালাল হোসেন লাইজু) ফুটবল নিয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করছেন। তাঁর মাধ্যমে কুড়িগ্রামে সুন্দর ফুটবল সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।'

আশি-নব্বইয়ের দশকে ঢাকায় লিগ খেলতেন রেজাউল করিম রাজু। অনেক ফুটবলার ঢাকায় নতুন আবাস গড়লেও রাজু ফিরে যান নিজ জেলা কুড়িগ্রামে। ফুটবল ও কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গনই তাঁর জীবন, 'কুড়িগ্রামের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠেছি। জেলার খেলায় অবদান রাখার জন্যই নব্বই দশকের মাঝামাঝি খেলায় ফিরে আসি। এখনও প্রতিদিন মাঠে যাই। খেলার মাধ্যমে অনেক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। এটাই আমার তৃপ্তি।'

কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গনে আরেকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি জালাল হোসেন লাইজু। ফুটবলের অন্তঃপ্রাণ লাইজু কুড়িগ্রামে নিবিড়ভাবে ফুটবল শেখান। কুড়িগ্রাম স্টেডিয়ামে প্রায় প্রতিদিনই থাকেন ফুটবল নিয়ে। লাইজুর আরেকটি বিশেষ পরিচিতি ক্রীড়া লেখক হিসেবে। তিনি কুড়িগ্রাম ও ফুটবল নিয়ে লেখালেখি করেন। কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গনে সমস্যা, বাস্তবতা ও সম্ভাবনা অনেক কিছুই উঠে আসে এর মাধ্যমে। রেজাউল করিম রাজু লাইজু সম্পর্কে বলেন, 'সে কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন। বিশেষ করে ফুটবল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন। তাঁর মাধ্যমে কুড়িগ্রামের অনেক ফুটবলার উঠে এসেছে।'

প্রাইমারি স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রশিক্ষণে রংপুর বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়। শতবর্ষী ও প্রাচীন ক্লাব ওয়ারীর জুনিয়র দলকেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন লাইজু। ঢাকায় পাইওনিয়ার ও তৃতীয় বিভাগ ফুটবল ক্লাব এফসি উত্তর বঙ্গ এবং জারা গ্রিন ভয়েস কিশোর বাংলা ক্লাবের সভাপতি-সেক্রেটারি। এই ক্লাবগুলোর সফলতার মাধ্যমে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা আরও প্রকাশিত হয়েছে।

গণেশ চন্দ্র প্রসাদ

জালাল হোসেন লাইজু

রেজাউল করিম রাজু

বাংলাদেশ ফুটবল সাপোর্টার্স ফোরামসহ বিভিন্ন ফুটবল সংক্রান্ত সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত।

কুড়িগ্রাম দেশের সীমান্তবর্তী একটি জেলা। অন্য সব জেলার তুলনায় এই জেলায় খেলাধুলা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরির কাজটি একটু বেশি কষ্টের। কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী এলাকা ভারত সীমান্তের খুব কাছে। ফলে সেখানে মাদক থেকে কিশোর সমাজকে খেলাধুলা আনা বড় চ্যালেঞ্জ। ফুটবলের মাধ্যমে সেটা চেষ্টা করছেন গণেশ চন্দ্র প্রসাদ। পেশায় স্কুল শিক্ষক হলেও গড়ে তুলেছেন ফুটবল একাডেমি। তাঁর ভুরুঙ্গামারী ফুটবল একাডেমিতে এখন ৬৫ জন বালক ফুটবল প্র্যাকটিস করেন। তিনি বিনামূল্যেই খেলা শেখান। বল আর সরঞ্জাম যোগাতেই হিমশীম খেতে হয় গণেশের, 'আমি কোনো অর্থ নেই না। এরপরও অনুশীলনে বল লাগে অনেক। ব্যক্তিগত অর্থে আবার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে বল ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করি। সাধারণত বুট ছেলেরাই আনে যাঁরা নিতান্ত অক্ষম তাঁদের জন্য আমি ব্যবস্থা করি। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় সপ্তাহে পাঁচ দিন অনুশীলন। মঙ্গল ও শনিবার হাটের দিন ওই দিনগুলোতে বাচ্চারা কাজ করে খেলায় আসতে পারে না সেভাবে।'

ঘরোয়া ফুটবলে দীর্ঘদিন পর লিগ শিরোপা জিতেছে ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান। সেই মোহামেডানের শিরোপা জয়ের অন্যতম কারিগর ডিফেন্ডার মিঠু। তিনিও উঠে এসেছেন ভুরুঙ্গামারী থেকে। গণেশের একাডেমিতে বল ও ট্যাকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করেন এই ফুটবলার।

রেজাউল করিম রাজু বর্তমানে নারী ফুটবল নিয়ে একটু বেশি মনোযোগী এখন। আনুষ্ঠানিক একাডেমি সেভাবে না হলেও ১২-১৪ বছর বয়সী অনেক বালিকা তার অধীনে অনুশীলন করছে। কুড়িগ্রামের হয়ে বয়স ভিত্তিক জেলা পর্যায়ের ফুটবল টুর্নামেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা কিংবা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের অনেক সময় ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে কিংবা রংপুরে বিভাগীয় পর্যায়ে দল পাঠানোর জন্য ফান্ড থাকে না। সেটাও জোগাড়ে নামতে হয় রাজুকে, 'অনুশীলনের পাশাপাশি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টুর্নামেন্টে না খেললে মান উন্নয়ন ও অবস্থান যাচাই সম্ভব নয়। কুড়িগ্রামে খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতার সংকট অনেক। এজন্য বাচ্চাদের ফুটবল শেখানোর পাশাপাশি আর্থিক জোগানের দিকেও দেখতে হয়।' ১৯৯৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এএফসি প্রথম কোচিং কোর্স হয়েছিল। সেই কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন রাজু। ওই দীক্ষা দিয়েই তিনি কুড়িগ্রামের ফুটবলে আলো ছড়াচ্ছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন ছাড়াও কুড়িগ্রামের সোনালী অতীত, কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের কমিটিতেও নানা সময় নানা পদে থেকে কাজ করেছেন। পদ নয় মূলত মাঠে কাজেই তাঁর আনন্দ।

Agrani eAccount
Agrani eAccount App
ব্যবহার করুন
ঘরে বসে
হিসাব খুলুন
Agrani Bank PLC.
Committed to serve the nation
5:31
86%
Agrani Smart App
ব্যবহার করুন
যখন খুশী
লেনদেন করুন
এ্যাপ ২টি গুগল প্লে স্টোর
থেকে ডাউনলোড করে
যথাযথ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে
হিসাব খোলা ও লেনদেন করা যাবে
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
Committed to serve the nation
www.agranibank.org

minister
LED TV AC REFRIGERATOR
১২
বছর গ্যারান্টি
75% UPTO
ENERGY SAVING
Dual Smart
INVERTER
Technology
Minister Refrigerator Features:
R600a GAS
Energy saver
Eco friendly
75% Energy saver
Built in voltage stabilizer
Minister Air Conditioner Features:
COMPRESSOR
100%
Anti Bacterial Filter
Minister LED & Smart TV Features:
10 YEARS WARRANTY
Eye Protection
4K ULTRA HD
DOLBY DIGITAL
Voice Control
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh